মুসলিম বিশ্বের উলামা মাশায়েখ সমর্থিত, বেফাকুল মাদারিস সহ সকল
কওমী মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত মূল ফার্সী কিতাবের সরল অনুবাদ

সহজ ইলমুছ্ ছীগাহ্

সংশোধিত নতুন সংস্করণ

মূল

মুফ্তী এনায়েত আহমাদ রহ.

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ

সম্পাদনায়

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস

মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার
১১, বাংলাবাজার
ফোন- ৭১৬৫৪৭৭

পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার ঢাকা
মোবা. ০১৭১৬ ৮৫৭৭২৮

প্রকাশক
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
বাসা নং -২১৭, ব্লক -ত, পল্লবী,
মিরপুর -১২ ঢাকা। ফোন ঃ ৭১৬৫৪৭৭

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সংশোধিত নতুন সংস্করণ
অক্টোবর -২০০৭ ঈ.

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা মাত্র

অঙ্গসজ্জা
আল-কাউসার কম্পিউটারস

মুদ্রণঃ
বনফুল প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

পূর্ব কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নাহু ছরফের জ্ঞানার্জন ছাড়া কুরআন হাদীসের সঠিক জ্ঞান লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এর মধ্যেও ইলমে ছরফ হল আরবী ব্যাকরণের মূল ভিত্তি স্বরূপ এজন্য পূর্বেকার আলেমগণ ইলমুছ ছরফের উপর বহু কিতাব লিখে গিয়েছেন। তবে ইলমুছ ছরফের উপর লিখিত কিতাবাদির মধ্যে দুটি কিতাব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য (১) ছরফে মীর (২) ইলমুছ ছীগাহ। প্রথম কিতাবটি লিখেছেন খুরাছানের বিশিষ্ট বুযুর্গ, প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণবিদ আল্লামা মীর সাইয়্যেদ শরীফ রহ. এবং ইলমুছ ছীগাহ লিখেছেন ভারতের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও মর্দে মুজাহিদ মুফতী এনায়েত আহমদ রহ.। কিতাবটি উপমহাদেশের প্রায় সব কয়টি মাদ্রাসাতেই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। আর যখন কিতাবটি লেখা হয়েছিল তখন ভারতের সরকারী ও ইলমী ভাষা ছিল ফার্সী। এজন্য লেখক এ কিতাবটি লিখেছিলেন ফার্সী ভাষায়। সময়ের পরিবর্তনের ফলে ফার্সী কিতাব থেকে ছাত্র/ছাত্রীরা পুরোপুরি উপকৃত হতে না পারায় মাতৃভাষা বাংলায় আমরা কিতাবটির তরজমা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং একাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেই স্নেহাস্পদ মাও. আবুল কালাম আযাদকে। তিনি অনুবাদের কাজটি শেষ করার পর অনুদিত অংশটুকু আমি বার বার মুতা'আলা করি এবং প্রয়োজন মত কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করি। আমার জানামতে বাংলা ভাষায় কিতাবটির এ যাবত কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তাই আমরা আশা করি কিতাবটি দ্বারা ছাত্র/ছাত্রীরা যথেষ্ট ফায়দা হাছিল করতে পারবেন ইন্‌শাআল্লাহ।

সহজ ইলমুছ ছীগাহর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

- মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজ ও সরল অনুবাদ
- মূল কিতাবে উল্লেখিত পরিভাষা সমূহকে ঠিক রাখার চেষ্টা।
- মূল কিতাবে উল্লেখিত জরুরী বিষয়াদির টীকা সংযোজন
- কিতাবের বিষয়সমূহের সূচীপত্র প্রদান

কিতাবটির অনুবাদ ও সম্পাদনা যথাসম্ভব সতর্কতার সাথে করা হয়েছে, তবুও মানুষ হিসেবে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই কারো নজরে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে জানালে খুশি হব এবং পরবর্তীতে সুধরিয়ে নিব, ইন্‌শাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে কবুল করুন। আমীন।

আরয গুযার

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শবে বরাত-১৪১৮ হিজরী
মাদরাসা দারুর রাশাদ
মীরপুর, ঢাকা।

কিতাবের বিষয় পরিচিতি

ইলমুছ ছরফ

✪ تَعْرِيْف সংজ্ঞা ঃ صرف শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘুরানো, ফিরানো, রূপান্তর করা, ব্যয় করা ইত্যাদি।

পরিভাষায় ইলমুছ ছরফ বলা হয়ঃ

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ صِيَغِ الْكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَاَحْوَالِهَا مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ

অর্থাৎ যে ইলমের মধ্যে আরবী কালিমাসমূহ গঠন ও রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুছ ছরফ বলে।

✪ غَرَض উদ্দেশ্য ঃ আরবী শব্দসমূহকে সহীহ শুদ্ধরূপে লিখতে পড়তে ও বলতে সক্ষম হওয়াই হল ইলমুছ ছরফের উদ্দেশ্য।

✪ مَوْضُوْع আলোচ্য বিষয় ঃ আরবী শব্দাবলীই হল ইলমুচ্ছরফ এর আলোচ্য বিষয়।

ইলমুছ ছরফ এর পাঠ্য কিতাব ঃ

✪ ফুছুলে আকবরী ✪ ইলমুছ ছীগাহ ✪ ইলমুছ ছরফ ✪ পাঞ্জেগঞ্জ ✪ মীযান * মুনশাইব।

কিতাবের লিখক পরিচিতি

জন্ম ও বংশ

ইলমুছ ছীগাহর সম্মানিত লেখক মুফতী এনায়েত আহমদ রহ. ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ মুতাবেক ১২২৮ হিজরীর ৯ই শাওয়াল ভারতের বারাবাঙ্কী জিলার দেও নামক গ্রামে জন্ম লাভ করেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নাম মুন্শী মুহাম্মদ বখ্শ। দাদার নাম মুন্শী গোলাম মুহাম্মদ। তাঁর দাদার শ্বশুরালয় ছিল কাকুরীতে। পিতা মুন্শী মুহাম্মদ বখ্শ এবং চাচা শায়েখ আব্দুল হাসীব মাতুলালয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে কাকুরীতে বসবাস করতে থাকেন। এরপর তাঁদের সমস্ত নিকটতম আত্মীয়-স্বজনও কাকুরীতে এসে বসবাস শুরু করেন। এ জন্য তাঁদেরকে কাকুরাবীও বলা হয়ে থাকে। এখনও তাঁদের বংশধরগণ সেখানে আছেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব শৈশবে কাকুরীতেই সমাপ্ত করেন।এরপর তের বছর বয়সে জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত করার জন্যে তিনি রামপুরে আসেন। এখানে এসে তিনি সাইয়েদ আহমদ বেরলবী রহ-এর কাছে নাহু, ছরফ তথা আরবী ব্যাকরণের উপর পড়াশোনা করেন। এখানকার শিক্ষা শেষ করে তিনি দিল্লীতে শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ- এর কাছে ধারাবাহিকভাবে হাদীস পড়াশোনা শুরু করেন এবং তাঁর কাছ থেকেই হাদীসের সনদ লাভ করেন। এখান থেকে তিনি আলীগড় যান। সেখানে মাওলানা বুযুর্গ আল মারহাবী রহ. - এর কাছে তাফসীর ও যুক্তি বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর কাছে তিনি প্রাচীন পদার্থ বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বুৎপত্তি অর্জন করেন।

কর্ম জীবন

মাওলানা বুযুর্গ আলী মারহাবী রহ. ছিলেন শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. ও শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী রহ.-এর ছাত্র। তিনি আলীগড়ের জামে মসজিদ-মাদ্রাসায় দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। ১২৬২ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকালের পর মুফতী এনায়েত আহমদ ফারেগ হয়ে এখানেই মুদাররিস নিযুক্ত হন এবং এক বছর পর মুফতী পদে উন্নীত হন। ফতোয়া বিভাগে কাজ করার পাশাপাশি তিনি ফারায়েজের শিক্ষাদানেও নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। এরপর তিনি বিচারক পদে উন্নীত হন। আদালতের এজলাসেও তিনি শিক্ষাদানে তৎপর থাকতেন। দু'বছর পর বেরলীতে স্থানান্তরিত হয়ে ছদরুল আমীন মর্যাদায় উন্নীত হন। বেরলীতে এসেও তিনি শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন। এর পাশাপাশি লেখালেখিও চালিয়ে যান।

এর চার বছর পর প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করে তাকে আগ্রায় স্থানান্তরিত করা হয়। ইত্যবসরে ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের (১২৭২ হিঃ) আযাদী আন্দোলন ও সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে গেলে তিনি আগ্রায় রওয়ানা দিতে পারেন নি। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুফতী এনায়েত আহমদ সাহেবকেও নেতৃত্ব দেবার অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো। অন্যান্যদের মতো তাঁকে ও পাঠানো হলো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। সুদীর্ঘ চার বছর বন্দী জীবন কাটিয়ে ১৮৬১

খ্রিষ্টাব্দে (১২৭৭ হি.) তিনি মুক্তি পান। অতঃপর মুফতী সাহেব কানপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে ফয়যে আম' নামে এক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যা কানপুরের প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি এত ব্যস্ততা ও কষ্টের মধ্যেও বেশ কিছু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যেঃ ✪ ইলমুল ফারায়েয ✪ খোলাছাতুল হিসাব ও তাসদীকুল মাসীহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাহাদাত বরণ

আন্দামান থেকে মুক্তি পাবার দু'বছর পর তিনি মাদ্রাসায়ে ফয়যে আমে মৌলভী সাইয়্যেদ হুসাইন শাহ্ বুখারী রহ.-কে মুদাররিসে আউয়াল এবং মৌলভী লুতফুল্লাহ সাহেব রহ.-কে মুদাররিসে ছানী নিযুক্ত করে পানির জাহাজে করে হজ্জে রওয়ানা হন। তিনি ছিলেন আমীরুল হুজ্জাজ। জেদ্দার কাছাকাছি পৌছে জাহাজটি এক পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। মুফতী সাহেব তখন ইহরাম অবস্থায় নামাযরত ছিলেন এবং এ অবস্থাতেই তিনি ১২৭৯ হিজরীর ৭ ই শাওয়াল শাহাদাত বরণ করেন।

ইলমুছ ছীগাহ ঃ

এ কিতাবখানি মুফতী সাহেবের অন্যতম রচনা । কিতাবখানি রচনা করা হয়েছে এক বৈরী পরিবেশে। মুফতী সাহেব এ কিতাব লেখার শুরুতেই লিখেছেন-' এ কিতাব বন্ধুবর হাফেয উযীর আলী সাহেবের অনুরোধে আন্দামান দ্বীপে লেখা হয়। এ কিতাব লেখার সময় এ বিষয়ের কোন কিতাব আমার কাছে ছিল না। অধম এ কিতাবখানি এমনভাবে লিখেছে যে, মীযান-মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদাহ ও ছরফেমীরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।' এ কিতাবখানি রচনার সময় লেখকের কাছে কোন প্রকার সহায়কগ্রন্থ ছিলো না। তিনি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দ্বারা এ মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরে দেশে ফিরে এসে দেখেন যে, অক্ষরে অক্ষরে তা সঠিক হয়েছে। কোথাও কোন প্রকার ভুল হয়নি। মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. এর মতে দ্বীনি মাদরাসাসমূহে যতগুলো ছরফের কিতাব পড়ানো হয় তন্মধ্যে ইলমুছ ছীগাহ প্রকৃত অর্থেই পরিপূর্ণ।

সূচীপত্র

মুকাদ্দামাহ ঃ কালিমার প্রকারভেদ ঃ---------------------------- ১৪

فعل، اسم ও حرف এর সংজ্ঞা---------------------------------- ১৪

فعل এর প্রকারভেদ-- ১৫

অর্থ ও কালের দিক দিয়ে فعل এর প্রকারভেদ------------------ ১৫

حروف اصليه এর হিসেবে فعل এর প্রকারভেদ------------------ ১৫

اقسام حروف হিসেবে فعل এর প্রকারভেদ---------------------- ১৬

مهموز এর প্রকারভেদ-- ১৬

معتل এর প্রকারভেদ -- ১৬

لفيف এর প্রকারভেদ--- ১৬

مضاعف এর প্রকারভেদ-------------------------------------- ১৬

اسم এর প্রকারভেদ --- ১৭

مصدر - مشتق ও جامد এর বর্ণনা ------------------------- ১৭

প্রথম অধ্যায়

ছীগাহ সমূহের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ **فعل** এর রূপান্তর --------------------------------- ১৮

معروف فعل ماضی اثبات এর গঠন প্রণালী ও گردان --------- ১৮

مجهول فعل ماضی اثبات এর গঠন প্রণালী ও گردان ----------১৯

مجهول /نفی فعل ماضی معروف এর গঠন প্রণালী ও گردان -- ১৯

مضارع - এর ছীগাহ এগারটি ঃ ------------------------------- ১৯

معروف فعل مضارع اثبات এর গঠন প্রণালী ও گردان --------- ১৯

مجهول مضارع اثبات এর গঠন প্রণালী ও گردان --------------- ২০

معروف مضارع نفی এর গঠন প্রণালী ও گردان --------------- ২০

مجهول مضارع نفی এর গঠন প্রণালী ও گردان ---------------২০

معروف فعل مستقبل درفعل بلن نفی تاکید এর গঠন প্রণালী ও گردان ২০

مجهول فعل مستقبل در بلن نفی تاکید --------------- ২১

نفی جحد بلم در فعل مضارع معروف ---------- ২১

نفی جحد بلم درفعل مضارع مجهول এর গঠন প্রণালী ও گردان ২১

بحث نهی معروف এর গঠন প্রণালী ও گردان ---------- ২১

بحث نهی مجهول এর গঠন প্রণালী ও گردان ---------- ২২

لام تاکید بانون تاکید ثقیله وخفیفه درفعل مستقبل ---------- ২২

معروف - এর গঠন প্রণালী ও گردان ---------- ২২

لام تاکید بانون تاکید ثقیله درفعل مستقبل معروف ---------- ২২

لام تاکید بانون تاکید ثقیله درفعل مستقبل مجهول ---------- ২৩

لام تاکید بانون تاکید خفیفه درفعل مستقبل معروف ---------- ২৩

لام تاکید بانون تاکید خفیفه درفعل مستقبل مجهول ---------- ২৩

نهی معروف بانون ثقیله এর গঠন প্রণালী ও گردان ---------- ২৩

نهی مجهول بانون ثقیله এর গঠন প্রণালী ও گردان ---------- ২৩

امر حاضر معروف এর গঠন প্রণালী ও گردان ---------- ২৪

امر غائب ومتکلم معروف ---------- ২৪

أمر مجهول ---------- ২৪

امر حاضر معروف بانون ثقیله وخفیفه ---------- ২৪

امر غائب ومتکلم معروف بانون ثقیله ---------- ২৫

امر غائب متکلم معروف بانون خفیفه ---------- ২৫

امر مجهول بانون ثقیله ---------- ২৫

امر مجهول بانون خفیفه ---------- ২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ **اسمائے مشتقه** - এর আলোচনা ২৫

بحث اسم فاعل এর বর্ণনা ---------- ২৬

اسم مفعول এর বর্ণনা ---------- ২৬

اسم تفضیل এর বর্ণনা ---------- ২৬

بحث صفت مشبه এর বর্ণনা ---------- ২৭

اسم فاعل ও صفت مشبه - এর মধ্যে পার্থক্য ---------- ২৭

بحث صفت مشبه এর কয়েকটি ওজন-------------------------২৮
اسم اله এর বর্ণনা ------------------------------------২৮
اسم ظرف এর বর্ণনা ------------------------------------২৯
بحث اسم ظرف এর কয়েকটি ব্যতিক্রম ওজন -----------------২৯
ثلاثی مجرد -এর মাসদারের ওজন ৪৪টি ওজন ---------------৩০
اسم تفضیل ও اسم مبالغة-এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ-----------৩২
فاعل ওজনটি اسم فاعل ছাড়া আর কি বুঝায়? ----------------৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

باب সমূহের বিস্তারিত বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ثلاثی مجرد -এর আলোচনা ----------------৩৪
ثلاثی مجرد -এর বাব সমূহ --------------------------------৩৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ثلاثی مزید فیہ مطلق - এর বাবসমূহ -------৩৬
غیر ملحق ও ملحق এর সংজ্ঞা ------------------------------৩৬
مطلق এর প্রকারভেদ -------------------------------------৩৭
باهمزه وصل এর সাত বাব ---------------------------------৩৭
باب افتعال এর বর্ণনা -----------------------------------৩৭
فعل مجهول গঠনের সাধারণ নিয়ম -------------------------৩৭
اسم مفعول ও اسم فاعل এর গঠন প্রাণালী ঃ -----------------৩৭
اسم تفضیل ও اسم اله এর বিকল্প নিয়ম ---------------------৩৮
باب افتعال-এর কায়েদা কানুন ---------------------------৩৮
فاء افتعال - এর কায়েদা ঃ -------------------------------৩৮
ফা কালেমাতে ذال হলে তিন অবস্থা ঃ -------------------------৩৮
زاء - এর অবস্থা ঃ ------------------------------------৩৮
ফা কালেমাতে ظاء হলে তিন অবস্থা হতে পারে। ------------------৩৮
عین افتعال এর কায়দা ঃ ---------------------------------৩৯
ثلاثی مزید فیه مطلق بے همزه وصل ------------------------৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ **مزید فیه** ও **رباعی مجرد** - এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ---৪৩

علامت مضارع সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম ----------------------------৪৪

رباعی مزید فیه দু'প্রকার।---------------------------------৪৪

بے همزه وصل এর এক বাব-------------------------------------৪৪

با همزه وصل - এর দু'বাব।-----------------------------------৪৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ **ثلاثی مزید ملحق برباعی** - এর আলোচনা --৪৫

ثلاثی مزید فیه ملحق এর প্রকারভেদ --------------------------৪৫

ملحق برباعی مزید فیه ------------------------------------৪৫

ملحق بتفعلل - এর আট বাব --------------------------------৪৬

ملحق بافعنلال -এর দুই বাব---------------------------------৪৬

ملحق بافعلال -এর মাত্র এক বাব। -----------------------------৪৭

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ---------------------------------------৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

گردان এর- **مضاعف** ও **مهموز , معتل**

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ **مهموز** -এর আলোচনা।-------------------------৫০

প্রথম প্রকার **تخفيف همزه**-এর নিয়মাবলী।-----------------------৫০

দ্বিতীয় প্রকার ঃ **مهموز**-এর **گردان** প্রসঙ্গে-----------------------৫৩

باب ضرب থেকে مهموز فاء - الاسر বন্দী করা। ---------------৫৪

باب استفعال থেকে مهموز فاء যেমন- الاستيذان অনুমতি চাওয়া৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ **معتل** -এর আলোচনা------------------------------৫৫

প্রথম প্রকার - معتل এর নিয়মাবলী প্রসঙ্গে ----------------------৫৫

দ্বিতীয় প্রকার مثال এর রূপান্তর প্রসঙ্গে ------------------------৬৩

مثال واوى - باب ضرب থেকে **الوعد والعدة** (অঙ্গীকার করা) ৬৩

مثال يائى - باب ضرب থেকে **الميسر** ------------------------৬৩

مثال واوى - باب سمع থেকে الوجل -------------------------৬৪

مثال واوى - سمع يسمع থেকে আরেকটি মাসদার ------------------৬৪

باب استفعال থেকে مثال واوى الاستيقاد -------------------------৬৪

তৃতীয় প্রকার أجوف এর রূপান্তর প্রসঙ্গে ----------------------------৬৫

اَلْقَوْلُ - اجوف واوى থেকে باب نصر ينصر বলা -----------------৬৫

اَلْبَيْعُ - اجوف يائى থেকে ضرب - يضرب ----------------------৬৯

اَلْخَوْفُ- যেমন থেকে سمع - يسمع - اجوف واوى ------------------৭১

اَلْإِقْتِيَادُ - اجوف واوى থেকে باب افتعال ------------------৭২

اَلْإِسْتِقَامَةُ - اجوف واوى থেকে باب استفعال ---------------৭২

اَلْإِقَامَةُ - اجوف واوى থেকে باب افعال ----------------------৭৩

চতুর্থ প্রকার ناقص ও لفيف -এর রূপান্তর প্রসঙ্গে ----------------৭৩

اَلرَّمْىُ ناقص يائى থেকে ضرب - يضرب ------------------------৭৯

- اَلرِّضْوَانُ والرضى - ناقص واوى থেকে سمع يسمع ---------৮৩

اَلْوِقَايَةُ - لفيف مفروق থেকে باب ضرب ----------------------৮৪

اَلْوِلَايَةُ لفيف مفروق থেকে باب حسب ------------------------৮৬

ناقص واوى থেকে باب افتعال -------------------------------৮৬

اَلْإِنْمِحَاءُ - ناقص واوى থেকে باب انفعال ---------------------৮৭

। اَلْإِعْلَاءُ উঁচু করা -ناقص واوى থেকে باب افعال ---------------৮৭

اَلتَّسْمِيَةُ - ناقص واوى থেকে باب تفعيل - -------------------৮৭

اَلْمُغَالَاةُ - ناقص واوى থেকে مفاعلة -------------------------৮৮

পঞ্চম প্রকার معتل ও مهموز - এর বর্ণনা ------------------------

- اَلْأَلْوُ ناقص واؤى ও مهموز فا থেকে باب نصر ---------------৮৯

اَلْإِتْيَانُ ناقص يائى ও مهموز فا থেকে باب ضرب -------------৮৯

اَلْمَجِيْئُ - اجوف يائى ও مهموز لام থেকে باب ضرب -------৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : مضاعف এর বর্ণনা -------------------------৯৪

প্রথম প্রকার : مضاعف - এর নিয়মাবলী রূপান্তর প্রসঙ্গে-----------৯৪

اَلْمَدُّ যেমনঃ مضاعف থেকে باب نصر ---------------------৯৫

اَلْإِنْسِدَادُ থেকে باب انفعال ----------------------------৯৮

باب استفعال থেকে اَلْاِسْتِقْرَارُ ----------------------------------৯৮

باب افعال থেকে اَلْاِمْدَادُ --৯৮

দ্বিতীয় প্রকার --

مضاعف . مهموز ও معتل এর সমষ্টিতেগঠিত ----------------৯৯

ছীগাহ সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে ------------------------------------৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

افادات نافعه বা কয়েকটি উপকারী বিষয় ----------------------------১০১

কুফাবাসীর দ্বিতীয় দলিলঃ --১০৯

اجتماع ساكنين এর বিধান ঃ ---------------------------------------১১১

পরিশিষ্ট

صيغ مشكله বা জটিল জটিল --১১৩

ছীগাহ সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে--১১৩

কিতাবের নাম علم الصيغه রাখার কারণ ঃ ------------------------------১২৮

সমাপ্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِيَدِهٖ تَصْرِيْفُ الْاَحْوَالِ وَتَخْفِيْفُ الْاَثْقَالِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْهَادِيْنَ اِلٰى مَحَاسِنِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَفْعَالِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ الْمُضَارِعِيْنَ لَهٗ فِى الصِّفَاتِ وَالْاَعْمَالِ ـ اَمَّا بَعْدُ :

গ্রন্থকার মুফতী মুহাম্মদ এনায়েত আহমদ রহ. বলেন ইলমে সরফের এই কিতাবটি সৎকর্মপরায়ন ও অনুগ্রহশীল হাফেয উযীর আলী সাহেবের উছিলায় রচিত হয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আমাকে আন্দামান দ্বীপে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। এ কিতাবটি রচনার সময় আমার নিকট ইলমের কোন একটি কিতাব ছিল না। অধম কিতাবটিকে এইভাবে লিখেছি যে, এটি মীযান ও মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদাহ ও সরফে মীরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী সম্বলিত হয়।

আল্লাহ তাআলা কিতাবটির মাধ্যমে ছাত্রদেরকে উপকৃত করুন এবং তাদেরকে ও আমাকে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমীন!

এই কিতাবে একটি মুকাদ্দামাহ ও চারটি অধ্যায় রয়েছে।

মুকাদ্দামাহ

কালিমার প্রকারভেদ ঃ

✪ **كلمه** (শব্দ) ঃ একক অর্থের জন্য গঠিত শব্দকে كلمه বলে।
كلمة তিন প্রকার-- [১] - اسم ، فعل ও حرف -

✪ **فعل** (ক্রিয়া) ঃ যে كلمه তিন কালের যে কোন একটি কালের সঙ্গে [২] সম্পর্কিত হয় এবং নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে তাকে فعل বলে। যেমন– ضَرَبَ يَضْرِبُ

✪ **اسم** (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম) ঃ যে কালেমা কোন কালের সাথে সম্পর্কহীন, কিন্তু নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে, তাকে اسم বলে। যেমন ضَارِبٌ ـ رَجُلٌ

✪ **حرف** (অব্যয়) ঃ যে কালেমা অপরের সাথে মিলিত না হয়ে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না, তাকে حرف বলে। যেমন- مِنْ ও إلى ইত্যাদি।

---

১. قوله فعل ঃ মুসান্নেফ রহ. এখানে فعل কে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ এই যে, فعل এর সাথে ইলমে সরফের আলোচনার অধিক সম্পর্ক রয়েছে। ইলমে নাহু এমনটি নয়। কেননা ইলমে নাহুতে সবচেয়ে বেশী আলোচনা হয় اسم নিয়ে। ফলে ইলমে নাহুতে اسم- ই সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়।

২. কোন কালের ঃ অর্থাৎ فعل এর মধ্যে دلالت على الزمان হওয়া আর اسم এর মধ্যে না হওয়া শর্ত। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তা এই যে, اسم এর সংজ্ঞা جامع ও فعل এর সংজ্ঞা مانع হয়নি। কেননা কিছু اسم এমন আছে যেগুলো তিন কালের যে কোন একটি বুঝায়। যেমন الماضى ـ الحال ـ المستقبل - امس غدا ইত্যাদি। এগুলোর উপর فعل এর সংজ্ঞা প্রয়োজ্য হবে? না-কি اسم এর সংজ্ঞা?
উত্তর ঃ শব্দ কাল বুঝায় দুইভাবে। একটি হালো مادة বা ধাতুগতভাবে, অপরটি হলো هيئت বা একটি বিশেষ রূপ বা ওজনের সাথে মিলিত হওয়ার কারণে। فعل এর মধ্যে دلالت على الزمان পাওয়া যাওয়ার অর্থ হলো শব্দটি মৌলিকভাবে কোন কাল বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়নি; বরং সেটি একটি বিশেষ ওজনে রূপ দেওয়ার কারণে তাতে কালের অর্থ পাওয়া যাবে। যেমন ضَرَبَ (সে মারল) এটি একটি অতীতকালীন ক্রিয়া । শব্দটিকে মৌলিকভাবে কোন কাল বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়নি। এর ধাতুগত অর্থ اَلضَّرْبُ "মারা" কোন কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়। "اَلضَّرْبُ" শব্দটিকে একটি বিশেষ রূপে [অর্থাৎ فعل রূপে রূপান্তরিত করার ফলে এটিতে অতীত কালের অর্থ পাওয়া গেল। সুতরাং এটি فعل =

فعل প্রকারভেদ

কাল ও অর্থের দিক দিয়ে فعل তিন প্রকার।

أمر ـ مضارع ـ ماضى

✪ **ماضى** (অতীতকালীন ক্রিয়া) ঃ যে فعل দ্বারা অতীতকালে কোন কিছু হওয়া বা করা বুঝায় তাকে فعل ماضى বলে। যেমন - فَعَلَ (সে (পুং) অতীতকালে করেছিল।)

✪ **مضارع** (বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া) ঃ যে فعل বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ সংঘঠিত হচ্ছে বা হবে বুঝায়, তাকে مضارع বলে। যেমন - يَفْعَلُ (সে (পুং) করছে বা করবে)

✪ **امر** (আদেশসূচক ক্রিয়া) ঃ যে فعل কোন কাজ করার নির্দেশ বুঝায়, তাকে امر বলে। যেমন –اِفْعَلْ (তুমি (পুং কর)

✪ فعل ماضى অথবা مضارع এর সম্পর্ক যদি فاعل এর সাথে হয় তাহলে সেটিকে فعل معروف বা কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন – ضَرَبَ সে একজন পুরুষ প্রহার করেছে। আর যদি مفعول -এর দিকে হয় তাহলে সেটিকে فعل مجهول বা কর্মবাচ্য বলে। যেমন– ضُرِبَ সে প্রহৃত হয়েছে। امر সর্বদাই معروف হয়।[১]

✪ ماضى ومضارع معروف ومجهول যদি কাজ সংঘঠিত হওয়া বুঝায় তাহলে সে فعل কে اثبات। (হ্যাঁ বাচক) বলে। যেমন– نَصَرَ يَنْصُرُ আর কাজ সংঘঠিত না হওয়া বুঝালে তাকে نفى বা না বাচক বলে। যেমন- مَاضَرَبَ (সে মারে নাই) وَلَايَضْرِبُ (সে মারবে না।)

حروف اصليه হিসাবে فعل দু' প্রকার। (১) ثلاثى (২) رباعى

✪ ثلاثى ঃ যাতে মূল বর্ণ তিনটি হয়। যেমন– نَصَرَ. يَنْصُرُ

✪ আর যে فعل এর মূল বর্ণ চারটি হয় তাকে رباعى বলে।
যেমন-بَعْثَرَ يُبَعْثِرُ

= অপরদিকে কোন শব্দে যদি ধাতুগত কোন কালের অর্থ পাওয়া যায়, সেটি فعل বলে গণ্য হবে না। অতএব, امس ـ الماضى ইত্যাদি শব্দসমূহ اسم। ফেল-এর সংজ্ঞা এগুলোর উপর প্রযোজ্য হয় না।

১. قوله معروف ঃ অর্থাৎ, এতে مجهول হয় না। مضارع مجهول بالام কে রূপকভাবে امر مجهول বলা হয়।

এর প্রত্যেকটি আবার দু'প্রকার। (১) مجرد (২) مزيد فيه

✪ مجرد ঃ যাতে মূলবর্ণ তিনটি ছাড়া আর অতিরিক্ত কোন বর্ণ থাকে না। যেমন- بَعْثَرَ - يُبَعْثِرُ ও نَصَرَ يَنْصُرُ

✪ مزيد فيه ঃ যাতে মূলবর্ণ ছাড়া অতিরিক্ত বর্ণ ও বিদ্যমান থাকে। যেমন- تَسَرْبَلَ - اِبْرَنْشَقَ - اَكْرَمَ - اِجْتَنَبَ

اقسام حروف হরফের প্রকারভেদের দিক দিয়ে আবার فعل চার প্রকার।

(১) صحيح (২) مهموز (৩) معتل (৪) مضاعف

✪ صحيح (সহীহ) যে فعل - এর মূল বর্ণে হামযা, হরফে ইল্লত অথবা এক জাতীয় দু'টি বর্ণ একত্রিত থাকে না, তাকে صحيح বলে।

হরফে ইল্লাত واؤ - الف - ياء কে বলা হয়। এগুলির সমষ্টি وائے হয়। উপরে উল্লেখিত সকল উদাহরণ صحيح এর অন্তর্ভুক্ত।

✪ مهموز (মাহ্মুয) যে فعل এর মূল বর্ণে همزه (হামযাহ) হয় তাকে মাহ্মুয বলে। হামযাহ বর্ণটি فاء কালেমায় হলে مهموز فا যেমন- اَمَرَ আর- عين কালেমায় হলে مهموز عين যেমন- سَأَلَ আর লাম কালেমায় হলে مهموز لام বলে। যেমন- قَرَأَ

✪ معتل (মু'তাল) যে فعل এর মূল বর্ণে واؤ - الف বা ياء এর যে কোন একটি বর্ণ হয় তাকে معتل বলে। معتل তিন প্রকার- (ক) "معتل فاء" এর অপর নাম مثال (মেছাল)। যেমন- وَعَدَ - يَسَرَ (খ) "معتل عين" এর অপর নাম أجوف (আজওয়াফ)। যেমনঃ قال আর معتل لام এর অপর নাম ناقص (নাকেস)। যেমন- دَعَا - رَمٰى

معتل এর উপরোক্ত প্রকারভেদ তখনই প্রযোজ্য যখন শব্দের মধ্যে حرف علت একটি হবে। আর যদি হরফে ইল্লাত দুটি হয় তবে, সেটিকে لفيف বলা হয়। সেটি আবার দুভাগে বিভক্ত।

১. مفروق (মাকরূন) অর্থাৎ যাতে দুটি হরফে ইল্লাত মিলিত অবস্থায় আসে। যেমন طَوٰى

২. مقرون যাতে দুইটি হরফে ইল্লত পৃথক হয়ে আসে। যেমন وَقٰى

✪ مضاعف (মুযাআফ) যে সমস্ত فعل - এর মূল বর্ণে এক জাতীয় দুটি বর্ণ একত্রিত হয় সেগুলোকে مضاعف বলে। যেমন - زَلْزَلَ ও فَرَّ - এভাবে فعل এর সর্বমোট দশ প্রকার হয়। একটি صحيح এর, তিনটি مهموز এর, পাঁচটি معتل এর আর একটি مضاعف - এর।

তবে ছরফী আলেমগন مباحث صرفيه তথা ছরফী আলোচনা আধিক্যতার কারণে নিম্মোক্ত সাত প্রকারকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছেন। এ সাতটিকে একটি কবিতা আকারে সাজানো হয়েছে–

صحيح ست ومثال ست ومضاعف + لفيف وناقص مهموز وجوف

اسم - এর প্রকারভেদ

اسم প্রধানত তিন প্রকার–(১) **مصدر** (২) **مشتق** (৩) **جامد**

✪ مصدر (মাসদার) যে اسم কোন কাজ হওয়া বা করা বুঝায় তাকে مصدر বলে। যেমন اَلْقَتْلُ (হত্যা করা) اَلضَّرْبُ (মারা) ফারসীতে [১] মাসদারের আলামত হল শব্দের শেষে دن অথবা تن হওয়া। যেমন – كشتن - زدن

✪ مشتق (মুশতাক্ব) فعل থেকে যে اسم নির্গত হয়, তাকে مشتق বলে। যেমন- ضَارِبٌ (প্রহারকারী) এটা يَضْرِبُ থেকে নির্গত।

মাসদারের অর্থ উর্দুতে করা হলে, শব্দের শেষে نا যুক্ত করতে হয়। যেমন اَلضَّرْبُ - مارنا ও اَلْقَتْلُ - قتل كرنا

مصدر ও مشتق তাদের নিজস্ব فعل এর মত ثلاثى - رباعى - مجرد - مزيد فيه হয়ে থাকে। এ হিসেবে مصدر ও مشتق উভয়টিই দশ প্রকার পাওয়া যায়।

✪ جامد - (জামেদ) যা নিজেও কোন শব্দ থেকে বের হয়নি এবং এর থেকেও কোন শব্দ বের হয় না। যেমন, زَيْدٌ-

اسم جامد মূল বর্ণের সংখ্যার দিক থেকে ছয় প্রকার –

(১) ثلاثى مجرد যেমন- رَجُلٌ (ব্যক্তি)

(২) ثلاثى مزيدفيه যেমন - حِمَارٌ (গাধা)

(৩) رباعى مجرد যেমন, جَعْفَرٌ (বেত ফল)

(৪) رباعى مزيد فيه যেমন قِرْطَاسٌ (কাগজ)

(৫) خماسى مجرد যেমন سَفَرْجَلٌ (নদী, নালা)

(৬) خماسى مزيد فيه যেমন-قَبَعْثَرٰى (গাভীন উটনী)

হরফের প্রকারভেদ হিসেবে প্রতিটি দশ প্রকার। সাধারণত ঃ فعل - এ রূপান্তর বেশী হয় আর اسم এর কম হয়- আর حرف এর মধ্যে রূপান্তর মোটেই হয় না। তাই সরফীদের মাঝে সাধারণত ঃ فعل নিয়েই আলোচনা বেশী হয়।

---

১. ফার্সীতে ঃ মাসদারের অর্থ উর্দুতে করা হলে, শব্দের শেষে "نا" যুক্ত করতে হয়। যেমন - الضرب - مارنا ও القتل قتل كرنا

প্রথম অধ্যায়

ছীগাসমূহের বর্ণনা

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে-

প্রথম পরিচ্ছেদ : فعل এর گردان প্রসঙ্গে

ثلاثى مجرد থেকে فعل ماضى معروف তিন ওজনে ব্যবহৃত হয়। فَعَلَ যেমন- ضَرَبَ . فَعِلَ যেমন- سَمِعَ . فَعُلَ যেমন- كَرُمَ

فَعَلَ এর مضارع معروف কখনও يَفْعُلُ হয়। যেমন- نَصَرَ يَنْصُرُ - আবার কখনও يَفْعِلُ যেমন - ضَرَبَ يَضْرِبُ আবার কখনও يَفْعَلُ যেমন- فَتَحَ . يَفْتَحُ

فَعِلَ ওজনের مضارع معروف কখনও يَفْعَلُ আসে। যেমন - سَمِعَ يَسْمَعُ আবার কখনও يَفْعِلُ ওজনে আসে যেমন حَسِبَ يَحْسِبُ

আর فَعُلَ ওজনের مضارع معروف কেবলমাত্র يَفْعُلُ এর ওজনে আসে। যেমন- كَرُمَ يَكْرُمُ-

উল্লেখিত তিনটি ওজনের ই ماضى مجهول ، فُعِلَ-এর ওজনে আর মুযারে মাজহুল ، يُفْعَلُ এর ওজনে আসে। উল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে ছয়টি باب হাসেল হয়। সর্বপ্রথম আমরা افعال ও مشتقات এর ছীগাহ নিয়ে আলোচনা করব। অতঃপর باب নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

فعل ماضى - এর ১৩ টি ছীগাহ-

اثبات فعل ماضى معروف

(হ্যাঁ বাচক কর্তৃবাচ্য সাধারণ অতীতকালীন ক্রিয়া।)

فَعَلَ ، فَعَلَا ، فَعَلُوا ، فَعَلَتْ، فَعَلَتَا ، فَعَلْنَ ، فَعَلْتَ ، فَعَلْتُمَا ، فَعَلْتُمْ ، فَعَلْتِ ، فَعَلْتُنَّ ، فَعَلْتُ ، فَعَلْنَا .

عين কালেমার যের, যবর, পেশ তিনটি হরকত হতে পারে।

প্রথম তিনটি ছীগাহ مذكر غائب-এর যথাক্রমে - واحد تثنيه ও جمع এর। পরের তিনটি مؤنث غائب এর। এরপর তিনটি مذكر حاضر এর। তবে এটির تثنيه مؤنث . تثنيه এর সাথে মিলে যায়। তাই একটি মাত্র ছীগাহ উল্লেখ করা হবে। পরের দুটি مؤنث حاضر এর প্রথমটি واحد এর আর দ্বিতীয়টি جمع এর। অতঃপর দুটি متكلم এর। প্রথমটি واحد مذكر و مؤنث এর আর দ্বিতীয়টি ও تثنيه جمع مذكر مؤنث-এর।

اثبات فعل ماضی مجهول

(হ্যাঁ বাচক কর্মবাচ্য সাধারণ অতীতকালীন ক্রিয়া)

فُعِلَ ، فُعِلَا ، فُعِلُوا، فُعِلَتْ ، فُعِلَتَا ، فُعِلْنَ ، فُعِلْتَ ، فُعِلْتُمَا ، فُعِلْتُمْ ، فُعِلْتِ ، فُعِلْتُنَّ ، فُعِلْتُ ، فُعِلْنَا ۔

فعل ماضی এর উপর نفی বুঝানোর জন্য ما ও لا ব্যবহার করা হয়। তবে যেখানে تكرار বা পুনরাবৃত্তি নেই, সেখানে لا ব্যবহৃত হয় না।

যেমন–فلاصدق ولاصلی

نفی فعل ماضی معروف/ مجهول

(না বাচক কর্মবাচ্য/ কর্তৃবাচ্য সাধারণ অতীতকালীন ক্রিয়া)

مَا فَعَلَ ، مَافَعَلَا، مَافَعَلُوا، مَافَعَلَتْ ، مَافَعَلَتَا ، مَافَعَلْنَ ، مَافَعَلْتَ ، مَافَعَلْتُمَا، مَافَعَلْتُمْ ، مَافَعَلْتِ ، مَافَعَلْتُنَّ ، مَافَعَلْتُ ، مَافَعَلْنَا ۔

অনুরূপভাবে

لَافَعَلَ ۔ لَافَعَلَا ۔ لَافَعَلُوا ۔ لَافَعَلَتْ ۔ لَافَعَلَتَا الخ

مضارع - এর ছীগাহ এগারটি

اثبات فعل مضارع معروف

(হ্যাঁ বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া)

يَفْعَلُ ، يَفْعَلَانِ ، يَفْعَلُوْنَ ، تَفْعَلُ ، تَفْعَلَانِ ، يَفْعَلْنَ ، تَفْعَلُوْنَ ، تَفْعَلِيْنَ ، تَفْعَلْنَ ، اَفْعَلُ ، نَفْعَلُ-

প্রথম তিনটি ছীগাহ مذكرغائب এর জন্য। এগুলো যথাক্রমে واحد - تثنيه ও جمع- এর জন্য। এর পরের তিনটি এ ترتيب অনুসারে مؤنث غائب এর জন্য। তবে تَفْعَلُ ছীগাহটি واحدمذكرحاضر ও বুঝায়। সুতরাং এ ছীগাহটি দুটি ছীগাহর স্থলাভিষিক্ত। تَفْعَلَانِ ছীগাহটি تثنيه مذكر ও تثنيه مؤنث غائب ومؤنث حاضر-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এ ছীগাহটি তিনটি ছীগাহর স্থলাভিষিক্ত। تَفْعَلُوْنَ ۔ ছীগাহটি جمع مذكرحاضر এর জন্য। تَفْعَلِيْنَ ওয়াহেদে মুয়ান্নাসে হাযের এর জন্য। আর تفعلن ۔ জমা মুয়ান্নাসে হাযেরএর জন্য। اَفْعَلُ ওয়াহেদে মুতাকাল্লিম (মুযাক্কার ও মুয়ান্নাস) এর জন্য। আর نَفْعَلُ - তাস্‌নিয়া ও জমা মুতাকাল্লিম (মুযাক্কার ও মুয়ান্নাস) এর জন্য।

اثبات مضارع مجهول

(হ্যাঁ বাচক বর্তমান বা ভবিষ্যতকালীন কর্মবাচ্য ক্রিয়া)

يُفْعَلُ، يُفْعَلَانِ، يُفْعَلُوْنَ، تُفْعَلُ، تُفْعَلَانِ، يُفْعَلْنَ، تُفْعَلُوْنَ، تُفْعَلِيْنَ، تُفْعَلْنَ، اُفْعَلُ، نُفْعَلُ

نفى مضارع معروف

لَايَفْعِلُ ، لَايَفْعِلَانِ ، لَايَفْعِلُوْنَ ، لَاتَفْعِلُ ، لَاتَفْعِلَانِ، لَايَفْعِلْنَ ، لَاتَفْعِلُوْنَ ، لَاتَفْعِلِيْنَ ، لَاتَفْعِلْنَ، وَلَاافْعِلُ ، لَانَفْعِلُ ۔

مَايَفْعِلُ ، مَايَفْعِلَانِ الخ

نفى مضارع مجهول

لَايُفْعَلُ، لَايُفْعَلَانِ، لَايُفْعَلُوْنَ، لَاتُفْعَلُ، لَاتُفْعَلَانِ، لَايُفْعَلْنَ، لَاتُفْعَلُوْنَ، لَاتُفْعَلِيْنَ، لَاتُفْعَلْنَ، لَااُفْعَلُ، لَانُفْعَلُ

مَا يُفْعَلُ ، مَايُفْعَلَانِ الخ

نفى تاكيد بلن درفعل مستقبل معروف

(لَنْ যোগে দৃঢ়তাসূচক না বাচক কর্তৃবাচ্য ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া)

গঠন প্রণালী ঃ এতে فعل مضارع -এর لَنْ যোগ করতে হয়। لَنْ এসে اَفْعَلُ ۔ يَفْعَلُ ۔ تَفْعَلُ ও نَفْعَلُ এর চারটি ছীগাহর শেষে نصب প্রদান করে। আর يَفْعَلَانِ ۔ تَفْعَلَانِ ۔ يَفْعَلُوْنَ ۔ تَفْعَلُوْنَ এ পাঁচটি ছীগাহ থেকে نون اعرابى কে বিলুপ্ত করে। يَفْعَلْنَ ও تَفْعَلْنَ এর দুটিতে কোন প্রকার আমল করে না। অর্থের দিক দিয়ে مضارع مثبت কে نفى تاكير مستقبل এর অর্থে পরিণত করে।

نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف

(لن যোগে দৃঢ়তাসূচক না বাচক ক্রিয়া)

لَنْ يَفْعِلَ ، لَنْ يَفْعِلَا ، لَنْ يَفْعِلُوْا ، لَنْ تَفْعِلَ ، لَنْ تَفْعِلَا ، لَنْ يَفْعِلْنَ ، لَنْ تَفْعِلُوْا ، لَنْ تَفْعِلِىْ ، لَنْ تَفْعِلْنَ ، لَنْ اَفْعِلَ ، لَنْ نَفْعِلَ

نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجهول

(لَنْ যোগে দৃঢ়তাসূচক না বাচক কর্মবাচ্য ক্রিয়া।)

لَنْ يُّفْعَلَ لَنْ يُّفْعَلَا لَنْ يُّفْعَلُوْا لَنْ تُفْعَلَ لَنْ تُفْعَلَا لَنْ يُّفْعَلْنَ
لَنْ تُفْعَلُوْا ، لَنْ تُفْعَلِىْ ، لَنْ تُفْعَلْنَ ، لَنْ اُفْعَلَ ، لَنْ نُفْعَلَ .

اَنْ يَّفْعَلَ-যেমন। এ তিনটি হরফ ও لَنْ এর মত আমল করে। اذن ও كى- ان এ গুলোর معروف ও مجهول এর গর্দান তোমরা اِذَنْ يَّفْعَلَ - كَىْ يَفْعَلَ - করে নিবে।

نفی جحد بلم در فعل مضارع معروف

(لَمْ যোগে না বোধক ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া)

গঠন প্রণালী ঃ فعل مضارع এর পূর্বে لَمْ যোগ করতে হয়। لَمْ এসে اَفْعَلُ، يَفْعَلُ، تَفْعَلُ ও نَفْعَلُ এর চারটি ছীগায় جزم প্রদান করে। আর বাকি গুলোতে لَنْ এর মতই আমল করে। অর্থের দিক দিয়ে مضارع কে ماضى منفى এর অর্থে পরিণত করে।

لَمْ يَفْعِلْ ، لَمْ يَفْعِلَا ، لَمْ يَفْعِلُوْا ، لَمْ تَفْعِلْ ، لَمْ تَفْعِلَا ، لَمْ يَفْعِلْنَ
، لَمْ تَفْعِلُوْا، لَمْ تَفْعِلِىْ ، لَمْ تَفْعِلْنَ ، لَمْ اَفْعِلْ ، لَمْ نَفْعِلْ-

نفی جحد بلم درفعل مضارع مجهول

(لَمْ যোগে না বোধক ভবিষ্যৎকালীন কর্মবাচ্য ক্রিয়া)

لَمْ يُفْعَلْ ، لَمْ يُفْعَلَا ، لَمْ يُفْعَلُوْا ، لَمْ تُفْعَلْ ، لَمْ تُفْعَلَا ، لَمْ يُفْعَلْنَ
لَمْ تُفْعَلُوْا، لَمْ تُفْعَلِىْ ، لَمْ تُفْعَلْنَ ، لَمْ اُفْعَلْ ، لَمْ نُفْعَلْ .

لَمَّا[১] শব্দ এবং অর্থের দিক দিয়ে لَمْ এর মতই আমল করে। যেমন- لَمَّا يَفْعَلْ الخ তবে উভয়ের অর্থের ভিতর একটি পার্থক্য আছে। لَمْ নিকটবর্তী অতীতকে نفى করে। যেমন- لَمْ يَفْعَلْ (সে করে নাই) আর لَمَّا দূরবর্তী (সম্পূর্ণ) অতীতকালকে نفى করে। যেমন- لَمَّا يَفْعَلْ (সে এখন পর্যন্ত করে নাই।)

اِنْ يَّفْعَلْ-যেমন। এর মতই আমল করে لَمْ ও لائے نهى এবং لام امر - اِنْ معروف - الخ এবং مجهول এর গর্দান তোমরা করে নিবে।

---

১. لَمَّا ঃ অর্থাৎ لَمْ যেমনিভাবে শব্দের শেষে সাকিন করে দেয়া لَمَّا ও তদ্রুপ। অনুরূপভাবে لَمْ যেমনিভাবে مضارع এর অর্থকে ماضى منفى এর অর্থে পরিণত করে দেয় لَمَّا ও তেমনিভাবে مضارع এর অর্থকে ماضى منفى তে পরিণত করে।

مجهول এর সকল ছীগায় আসে। আর معروف এর حاضر ব্যতীত لام امر অন্য ছীগাহসমূহে আসে। আর لائے نهی সকল ছীগায় আসে।

মুহাক্কিক আলেমদের মতে نهی ও امر مجهول بالام এর ছীগাহ সমূহ مضارع থেকে পৃথক করা পছন্দনীয় নয়। لَمْ এর بحث-এর সাথে এ সমস্ত ছীগাহও এখানেই উল্লেখ করা উচিত।

তবে যেহেতু لام বিহীন আমর অর্থাৎ امر حاضر معروف ফেল এর তৃতীয় একটি প্রকার, তাই امرحاضر معروف কে আলাদা করে লেখা প্রয়োজন। এদিকে امر بالام কে امرحاضر এর সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ার কারণে امرحاضر এর পরে উল্লেখ করা সমীচীন মনে হচ্ছে। তবে نهی এর ছীগাহ সমূহ এখানেই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

بحث نهی معروف

لَايَفْعِلْ، لَايَفْعِلَا ، لَايَفْعِلُوْا ، لَاتَفْعِلْ ، لَاتَفْعِلَا ، لَايَفْعِلْنَ ، لَاتَفْعِلُوْا ، لَاتَفْعِلِىْ ، لَاتَفْعِلْنَ ، لَااُفْعِلْ ، لَانَفْعِلْ -

بحث نهی مجهول

لَايُفْعَلْ ، لَايُفْعَلَا ، لَايُفْعَلُوْا ، لَاتُفْعَلْ ، لَاتُفْعَلَا ، لَايُفْعَلْنَ ، لَاتُفْعَلُوْا ، لَاتُفْعَلِىْ ، لَاتُفْعَلْنَ ، لَااُفْعَلْ ، لَانُفْعَلْ -

যে فعل مضارع - لَمْ অথবা যে কোন জযমদাতা হরফের কারণে مجزوم হয়, সে فعل এর শেষে যদি حرف علت থাকে তাহলে সেটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন-

لَايَدْعُ - لَمَّا يَدْعُ - لَمْ يَخْشَ - لَمْ يَرْمِ - لَمْ يَدْعُ - لِيَدْعُ - اِنْ تَدْعُ -

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله وخفيفه درفعل مستقبل معروف

গঠন প্রণালী ঃ فعل مضارع তে تاكيد বুঝানোর জন্য لام تاكيد مفتوحه ও نون تاكيد ثقيله وخفيفه আসে। لام শুরুতে এবং نون শেষে আসে। ثقيله হলো তাশদীদ যুক্ত এবং তা সকল ছীগাহয় আসে, আর خفيفه সাকিনযুক্ত এবং তা সকল ছীগাহয় আসে না। অর্থাৎ تثنيه ও جمع مؤنث -এর ছীগাহ সমূহ ছাড়া সবগুলোতে আসে।

يَفْعَلُ - تَفْعَلُ - اَفْعَلُ ও نَفْعَلُ এ চার ছীগাহতে نون ثقيله এর ماقبل مفتوح হয়। আর جمع مذكر - تثنيه ও واحد مؤنث حاضر এর نون اعرابى এ বিলুপ্ত হয়ে যায়। تثنيه তে الف বাকী থাকে এবং এর পরে نون ثقيله যের

واحدمؤنث এবং واؤ এর جمع مذكر এদিকে لَيَفْعَلاَنِّ - যেমন। বিশিষ্ট হয় حاضر এর ইয়া পড়ে যায়। আর واؤ এর পূর্বে পেশ ও ইয়া এর পূর্বে যের বাকী থাকে। যেমন-- لَيَفْعَلُنَّ - لَيَفْعَلِنَّ - جمع مؤنث غائب وحاضر এর نون জمع ও نون ثقيله এর মাঝে আলিফ বাড়ানো হয়। যাতে তিন নুন এক স্থানে একত্রিত না হয়।[৬] যেমন- لَيَفْعَلْنَانِّ ـ لَتَفْعَلْنَانِّ - نون ثقيله এদুটিতেও যের বিশিষ্ট হয়। সারকথা হল- نون ثقيله ـ الف এর পরে যের বিশিষ্ট হয়। আর বাকী সব জায়গায় যবর বিশিষ্ট হয়।

نون خفيفه ـ تثنيه - ও جمع مؤنث ছাড়া সকল ছীগাহয় نون ثقيله -এর মত আমল করে। অর্থের দিক দিয়ে نون ثقيله وخفيفه - مضارع এর অর্থকে দৃঢ়তাসহ مستقبل এর অর্থের সাথে خاص করে দেয়।

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف

لَيَفْعِلَنَّ ، لَيَفْعِلاَنِّ ، لَيَفْعِلُنَّ ، لَتَفْعِلَنَّ ، لَتَفْعِلاَنِّ ، لَيَفْعِلْنَانِّ ،
لَتَفْعِلُنَّ ، لَتَفْعِلِنَّ ، لَتَفْعِلْنَانِّ ، لَأَفْعِلَنَّ ، لَنَفْعِلَنَّ ـ

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل مجهول

لَيُفْعَلَنَّ ، لَيُفْعَلاَنِّ ، لَيُفْعَلُنَّ ، لَتُفْعَلَنَّ ، لَتُفْعَلاَنِّ ، لَيُفْعَلْنَانِّ ،
لَتُفْعَلُنَّ ، لَتُفْعَلِنَّ ، لَتُفْعَلْنَانِّ ، لَأُفْعَلَنَّ ، لَنُفْعَلَنَّ ـ

لام تاكيد بانون تاكيد خفيفه درفعل مستقبل معروف

لَيَفْعِلَنْ لَيَفْعِلُنْ لَتَفْعِلَنْ لَتَفْعِلُنْ لَتَفْعِلِنْ لَأَفْعِلَنْ لَنَفْعِلَنْ ـ

لام تاكيد بانون تاكيد خفيفه درفعل مستقبل مجهول

لَيُفْعَلَنْ لَيُفْعَلُنْ لَتُفْعَلَنْ لَتُفْعَلُنْ لَتُفْعَلِنْ لَأُفْعَلَنْ ،لَنُفْعَلَنْ ـ

نهى ও امر এর মধ্যেও نون ثقيله وخفيفه আসে- امر এর আলোচনা পরে আসছে।

نهى معروف بانون ثقيله

لاَيَفْعِلَنَّ ، لاَيَفْعِلاَنِّ ، لاَيَفْعِلُنَّ ، لاَتَفْعِلَنَّ ، لاَتَفْعِلاَنِّ ، لاَيَفْعِلْنَانِّ
، لاَتَفْعِلُنَّ ، لاَتَفْعِلِنَّ ، لاَتَفْعِلْنَانِّ ، لاَأَفْعِلَنَّ ، لاَنَفْعِلَنَّ ـ

৬, তিন নুন এক স্থানে একত্রিত হওয়া অশোভনীয়। শব্দের মধ্যে কাঠিন্যতা সৃষ্টি করে।

نهى مجهول بانون ثقيله

لَايُفْعَلَنَّ ، لَايُفْعَلَانِّ ، لَايُفْعَلُنَّ ، لَاتُفْعَلَنَّ ، لَاتُفْعَلَانِّ ، لَايُفْعَلْنَانِّ ،
لَاتُفْعَلُنَّ ، لَاتُفْعَلِنَّ ، لَاتُفْعَلْنَانِّ ، لَاأُفْعَلَنَّ ، لَانُفْعَلَنَّ۔

حرف) উল্লেখিত পদ্ধতিতে فعل مضارع এর মধ্যে نون ثقيله وخفيفه
(شرطيه اما এর পরেও আসে। যেমন- اَمَّا يَفْعُلَنَّ الخ - اَمَّا يَفْعُلَنْ

امر حاضر معروف

গঠন প্রণালী ঃ فعل مضارع - امر حاضر معروف থেকে বানানো হয়। প্রথমে علامت مضارع কে বিলুপ্ত করে فاء কালিমার দিকে লক্ষ্য করতে হয়। فا কালেমা যদি হরকত বিশিষ্ট থাকে তাহলে শেযাক্ষর সাকিন করে দিতে হয়। যেমন - تَعِدُ থেকে عِدْ আর যদি فاكلمه সাকিন থাকে, তবে مضارع এর عين كلمه যদি পেশবিশিষ্ট থাকে, তাহলে শুরুতে همزة وصل مضموم আনতে হয়। যেমন تنصر থেকে انصر আর مضارع এর عين - مكسور বা مفتوح থাকলে همزه وصل مكسور আনতে হয়। যেমন يَضْرِبُ থেকে اِضْرِبْ - يَسْمَعُ থেকে اِسْمَعْ – تَفْتَحُ থেকে اِفْتَحْ আর শেযাক্ষর সাকিন করে দিতে হয়। امر এর মধ্যে نون اعرابى বিলুপ্ত হয়ে যায়। আরنون جمع مؤنث ঠিক অবস্থায় থাকে। শেযে حرف علت থাকলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন تَدْعُوْ থেকে اُدْعُ - تَرْمِىْ থেকে اِرْمِ – تَخْشٰى থেকে اِخْشَ

امر حاضر معروف

اِفْعَلْ ، اِفْعَلَا ، اِفْعَلُوْا ، اِفْعَلِىْ ، اِفْعَلْنَ۔

امر غائب ومتكلم معروف

لِيَفْعَلْ ، لِيَفْعَلَا ، لِيَفْعَلُوْا ، لِتَفْعَلْ ، لِتَفْعَلَا ، لِيَفْعَلْنَ ،
لِاَفْعَلْ ، لِنَفْعَلْ۔

أمر مجهول

لِيُفْعَلْ، لِيُفْعَلَا، لِيُفْعَلُوْا، لِتُفْعَلْ، لِتُفْعَلَا، لِيُفْعَلْنَ، لِتُفْعَلُوْا،

لِتُفْعَلِى، لِتُفْعَلْنَ، لِاُفْعَلْ، لِنُفْعَلْ

امر حاضر معروف بانون ثقيله

اِفْعُلَنَّ ، اِفْعُلَانِّ ، اِفْعُلُنَّ ، اِفْعُلِنَّ ، اِفْعُلْنَانِّ ـ

امر حاضر معروف بانون خفيفه

اِفْعُلَنْ ، اِفْعُلُنْ ، اِفْعُلِنْ

امر غائب ومتكلم معروف بانون ثقيله

لِيَفْعُلَنَّ ، لِيَفْعُلَانِّ ، لِيَفْعُلُنَّ ، لِتَفْعُلَنَّ ، لِتَفْعُلَانِّ ، لِيَفْعُلْنَانِّ ،
لِاَفْعُلَنَّ ، لِنَفْعُلَنَّ ـ

امر غائب متكلم معروف بانون خفيفه

لِيَفْعُلَنْ ـ لِيَفْعُلُنْ ، لِتَفْعُلَنْ ، لِاَفْعُلَنْ ، لِنَفْعُلَنْ ـ

امر مجهول بانون ثقيله

لِيُفْعَلَنَّ ، لِيُفْعَلَانِّ ، لِيُفْعَلُنَّ ، لِتُفْعَلَنَّ ، لِتُفْعَلَانِّ ، لِيُفْعَلْنَانِّ ،
لِتُفْعَلُنَّ ، لِتُفْعَلِنَّ ، لِتُفْعَلْنَانِّ ، لِاُفْعَلَنَّ ، لِنُفْعَلَنَّ ،

এটি مضارع مجهول এর মতই। তবে এতে لام বর্ণ مكسور হয়।

امر مجهول بانون خفيفه

لِيُفْعَلَنْ لِيُفْعَلُنْ لِتُفْعَلَنْ لِتُفْعَلُنْ لِتُفْعَلِنْ لِاُفْعَلَنْ لِنُفْعَلَنْ ـ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
اسمائے مشتقه - এর আলোচনা

فعل থেকে ছয়টি **اسم** নির্গত হয়।

(۱) اسم فاعل (۲) اسم مفعول (۳) اسم تفضیل (٤) صفت مشبه (٥) اسم اله (٦) اسم ظرف۔

(১) اسم فاعل ঃ যে اسم مشتق কর্তা বুঝায় তাকে اسم فاعل বলে। ثلاثی مجرد থেকে اسم فاعل সাধারণত ঃ فَاعِلٌ এর ওজনে আসে।

بحث اسم فاعل

فَاعِلٌ ، فَاعِلَانِ ، فَاعِلَيْنِ ، فَاعِلُوْنَ ، فَاعِلِيْنَ ، فَاعِلَةٌ ، فَاعِلَتَانِ ، فَاعِلَتَيْنِ ، فَاعِلَاتٌ

تثنيه এর ছীগায় حالت رفعی তে আলিফ আর حالت نصبی وجری তে یاء হয়। نون تثنيه সর্বদা مکسور হয়। جمع এর ছীগাহয় حالت رفعی তে واؤ ما قبل مرفوع এবং حالت نصبی وجری তে یاء ماقبل ما قبل مفتوح হয়। আর نون جمع সর্বদা مفتوح হয়।

اسم مفعول

সংজ্ঞাঃ اسم مفعول ঐ اسم مشتق কে বলা হয়, যার উপর فَاعِل -এর **فعل** টি প্রয়োগ হয়। এটা ثلاثی مجرد থেকে সাধারণতঃ مَفْعُوْلٌ এর ওজনে আসে।

بحث اسم مفعول

مَفْعُوْلٌ ، مَفْعُوْلَانِ ، مَفْعُوْلَيْنِ ، مَفْعُوْلُوْنَ ، مَفْعُوْلِيْنَ مَفْعُوْلَةٌ ، مَفْعُوْلَتَانِ ، مَفْعُوْلَتَيْنِ ، مَفْعُوْلَاتٌ۔

اسم تفضيل

সংজ্ঞা ঃ যে اسم مشتق অন্যের তুলনায় معنیٔ فاعلیت -এর আধিক্য বুঝায়, তাকে اسم تفضيل বলে। ثلاثی مجرد থেকে اسم تفضيل সাধারণতঃ افعل -এর ওজনে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যে শব্দ রং ও দোষ বুঝায় সে শব্দ থেকে اسم تفضيل উক্ত নিয়মে ব্যবহৃত হয় না। কেননা لون ও عيب এর ক্ষেত্রে افعل ওজনটি صفت مشبه বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- اَحْمَرُ ۔ اَعْمٰی অনুরূপ

ভাবে غير ثلاثی مجرد থেকেও اسم تفضيل আসে না।

بحث اسم تفضيل

اَفْعَلُ ، اَفْعَلَانِ ، اَفْعَلِيْنِ ، اَفْعَلُوْنَ ، اَفْعَلِيْنَ، اَفَاعِلُ ، فُعْلٰى ، فُعْلَيَانِ ، فُعْلَيَيْنِ ، فُعَلٌ ، فُعْلَيَاتٌ ـ

افاعل ছীগাহটি جمع مكسر مذكر এর জন্য আর فُعَلٌ ছীগাহটি جمع مكسر مؤنث এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং فُعْلَيَاتٌ ও اَفْعَلُوْنَ ছীগাহ দুটি جمع سالم এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

✪ جمع سالم ঃ ঐ جمع কে বলে, যাতে واحد এর ওজন ঠিক থাকে। مذكر এর মধ্যে واو ও نون আসে। আর - مؤنث - এর ক্ষেত্রে الف ও تا আসে।

✪ جمع تكسير ঃ ঐ جمع কে বলে যাতে واحد এর ওজন ঠিক থাকে না।

اسم تفضيل কখনও কখনও معنى مفعوليت -এর আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন اَشْهَرُ (অধিক প্রসিদ্ধ)

بحث صفت مشبه

সংজ্ঞা ঃ যে اسم مشتق - মাসদারের অর্থের সাথে কোন একটি সত্তার স্থায়ীভাবে গুনান্বিত হওয়া বুঝায়, তাকে صفت مشبه বলে। যেমন- بَصِيْرٌ (চক্ষুষ্মান)[১]

اسم فاعل ও صفت مشبه - এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

(১) اسم فاعل কোন সত্তার অস্থায়ীভাবে গুনান্বিত হওয়া বুঝায়। আর صفت مشبه স্থায়ীভাবে গুণান্বিত হওয়া বুঝায়।

(২) اسم فاعل এর ওজন সীমিত কয়েকটি। صفت مشبه এর ওজন প্রচুর।

---

১. স্থায়ীভাবে গুণান্বিত ঃ অর্থাৎ এমনিভাবে গুণান্বিত হয় যে, মাসদারের অর্থটি ঐ সত্তা থেকে কখনও পৃথক হয় না। যেমন আল্লাহর একটি গুনবাচক নাম سميع - কখনও তার থেকে শ্রবণের ক্ষমতা দূর হয়ে যায় না। তাছাড়া سميع এমন একটি সত্তাকে বুঝায় যার শ্রবণশক্তি ঠিক আছে। যখন ইচ্ছা তখনই সে শুনতে পারে। এমন ব্যক্তি যদি তার কান হাত দ্বারা বন্ধ করেও রাখে, তবুও তাকে سميع বলা হবে। তাকে বধির বলা হবে না। কেননা যে ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে শুনে তাকেই কেবল سامع বলা হয়। এর বিপরীতে যদি কোন বধির ঘটনাক্রমে শুনে ফেলে তাহলে তাকে سامع বলা যাবে। কিন্তু سميع বলা যাবে না।

(৩) صفت مشبه সর্বদা لازم -ই হয়, যদিও সেটা متعدى থেকে বানানো হয়। সুতরাং سَامِعٌ ও سَمِيْعٌ এর মাঝে পার্থক্য হল এই যে, سَامِعٌ ছীগাহটি এমন একটি সত্তা বুঝায় যিনি তাৎক্ষণিকভাবে শুনেন। এ কারণে তার مَفْعُوْل আসতে পারে। যেমন سَامِعٌ كَلَامَكَ - আর سَمِيْعٌ এমন একটি সত্তা বুঝায় যিনি স্থায়ীভাবে শোনার ক্ষমতা রাখেন। এখানে অন্য কোন বস্তু مَفْعُوْل হওয়া প্রয়োজন হয় না। এর কারণে سَمِيْعٌ كَلَامَكَ বলা যায় না। صفت مشبه - এর ওজন অনেক। যেমন–

صَعُبٌ ، صِفْرٌ ، صُلْبٌ ، حَسَنٌ ، خَشِنٌ ، نَدُسٌ ، زَنَمٌ ، بِلِزٌ ، حُطَمٌ ، جُنُبٌ ، اَحْمَرُ ، كَابِرٌ ، كَبِيْرٌ ، غَفُوْرٌ، جَيِّدٌ ، جَبَانٌ ، هِجَانٌ ـ شُجَاعٌ عَطْشَانٌ ،عَطْشَى ، حُبْلٰى، حَمْرَاءُ ، عُشَرَاءُ - ১

بحث صفت مشبه

حَسَنٌ ، حَسَنَانِ ، حَسَنَيْنِ ، حَسَنُوْنَ ، حَسَنِيْنَ ، حَسَنَةٌ ، حَسَنَتَانِ ، حَسَنَتَيْنِ ، حَسَنَاتٌ ـ

اسم اله

সংজ্ঞা ঃ যে اسم مشتق - فعل সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যম বা উপকরণ বুঝায় তাকে اسم اله বলে। اسم اله -এর ওজন প্রধানতঃ তিনটি مِفْعَالٌ ـ مِفْعَلَةٌ ـ مِفْعَلٌ

بحث اسم اله

مِنْصَرٌ، مِنْصَرَانِ ، مِنْصَرَيْنِ ، مَنَاصِرُ ، مِنْصَرَةٌ ، مِنْصَرَتَانِ، مِنْصَرَتَيْنِ ، مَنَاصِرُ ، مِنْصَارٌ ، مِنْصَارَانِ ، مِنْصَارَيْنِ ، مَنَاصِيْرُ ـ

আবার কখনও فاعل -এর ওজনে আসে। যেমন-خَاتَمٌ (মোহর মারার যন্ত্র) عَالَمٌ (জানার যন্ত্র) তবে এ ওজনের মধ্যে معنى اسمى (বিশেষ্যের অর্থ) (غالب) প্রাধান্য। সাধারণতঃ معنىٔ اشتقاقى - এর প্রতি লক্ষ্য করে ব্যবহৃত হয় না। তাই দেখা যায় সকল اله ختم কে خَاتَمٌ বলা হয় না। আবার সকল اله علم কে عَالَمٌ বলা হয় না।

১. قوله صَعُبٌ ؛ باب كَرُمَ (কঠিন) صَعُبٌ - باب سَمِعَ (খালি) صِفْرٌ ـ باب كَرُمَ (শক্ত) صُلْبٌ ـ باب كَرُمَ (ভাল) حَسَنٌ ـ باب كَرُمَ (অমসৃণ) خَشِنٌ ـ باب سَمِعَ (চিন্তিত) نَدُسٌ ـ باب ضَرَبَ (চিন্তিত, ব্যাকুল) زَنَمٌ ـ باب ضَرَبَ (মেধাবী/ চালক) حُطَمٌ ـ باب كَرُمَ (কাপুরুষ) جَبَانٌ (সাদা উট) هِجَانٌ – (লাল রঙের মহিলা) حَمْرَاءُ (দশ মাসের গাভীন উটনী) عُشَرَاءُ

اسم ظرف

সংজ্ঞা ঃ যে اسم مشتق - فعل প্রকাশ পাওয়ার স্থান অথবা সময় বুঝায় তাকে اسم ظرف বলে।

গঠন প্রণালী ঃ اسم ظرف - مضارع এর ছীগাহ থেকে বানাতে হয়। مضارع مضموم العين ও مفتوح العين এবং ناقص থেকে সাধারণতঃ مَفْعَلٌ (عين كلمة তে فتح দ্বারা) -এর ওজনে আসে। যেমন- مَفْتَحٌ . مَنْصَرٌ . مَرْمَى আর مضارع مكسور العين ও مثال থেকে مَفْعِلٌ (عين كلمه তে كسره)-এর ওজনে ব্যবহৃত হয়।

مضاعف - এর ক্ষেত্রে অনেক সরফবিদদের মত এই যে, مضاعف এর اسم ظرف সাধারণতঃ مفتوح العين আসে। তাদের দলীল مَفَرٌّ শব্দটি যেটি يَفِرُّ থেকে গঠিত হয়েছে এবং কুরআন শরীফেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন أَيْنَ الْمَفَرُّ। তবে বিশুদ্ধমত এই যে, مضاعف থেকে اسم . مكسور العين ظرف ই আসে। যেমন- مَحِلٌّ . يَحِلُّ থেকে। এটাও কুরআনে কারীমে আছে যেমন- حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ -আর مَفَرٌّ - এর জবাবে আমরা বলব এতে ميم বর্ণটি مصدر ميمى - ظرف এর জন্য নয়।

اسم ظرف দু' প্রকার ঃ ظرف زمان ও ظرف مكان

ظرف زمان - যে اسم ظرف সময় বুঝায়, তাকে ظرف زمان বলে। আর যেটি স্থান বুঝায় তাকে ظرف مكان বলে।

بحث اسم ظرف

مَضْرِبٌ ، مَضْرِبَانِ ، مَضْرِبَيْنِ ، مَضَارِبُ

ظرف কখনও مُفْعُلَةٌ এর ওজনে আসে। যেমন- مُكْحُلَةٌ (সুরমাদানী) ظرف এর কিছু ওজন مكسور العين غير مكسور العين থেকেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَسْجِدٌ . مَنْسِكٌ . مَطْلِعٌ - مَشْرِقٌ - مَغْرِبٌ ও আসে।[৯]

৯. قوله مسجد ঃ مسجد থেকে শুরু করে مجزر পর্যন্ত সবগুলি ই اسم ظرف مكسور العين বা আইন কালেমা যের বিশিষ্ট। অথচ এর সবগুলিই باب نَصَرَ থেকে আসার কারণে নিয়ম অনুযায়ী مفتوح العين বা আইন কালেমা যবর বিশিষ্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এমনটি হলো না, অতএব বুঝা গেল এ সকল اسم ظرف খেলাফে কিয়াস। مَسْجِدٌ এর মাছদার سجود এর অর্থ সিজদা করা। مَنْسِكٌ এর মাছদার =

ফায়েদা ঃ যে জায়গায় কোন জিনিষ বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় সেই জায়গা বুঝানোর জন্য اسم ظرف - مَفْعَلَةٌ -এর ওজনে ব্যবহৃত হয়।
যেমন-مَأْسَدَةٌ - مَقْبَرَةٌ

فعالة ঃ কার্য সম্পাদনের সময় যে সমস্ত জিনিস পড়ে যায়, সেগুলো বুঝানোর জন্য فُعَالَةٌ ওজনটি ব্যবহার করা হয়। যেমন- غُسَالَةٌ | গোসল করার সময় যে পানি ছিটে পড়ে| অনুরূপভাবে كُنَاسَةٌ অর্থাৎ, ঝাঁড়ু দেওয়ার সময় যে সমস্ত ময়লা ছিটে পড়ে যায়।

কুফাবাসীদের মতে مصدر ও مشتقات এর অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য তাদের মতে اسمائے مشتقات সাতটি। এর মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ "افادات" অধ্যায়ে আসবে।

ثلاثى مجرد : مصدر - এর মাসদারের কোন নির্ধারিত ওজন নেই। তবে غير ثلاثى مجرد- এর ওজন নির্দিষ্ট। যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে। আমার উস্তাদ জনাব সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাহেব ثلاثى مجرد - এর অধিকাংশ ওজন হরকত ও مثال সহকারে তার নিজস্ব কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ছাত্রদের উপকারার্থে কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

نظم (কবিতা)

وزن مصدر امده اى ذى وقار + از ثلاثى مجرد چهل وچار

শুনে রাখ ثلاثى مجرد -এর মাসদারের ওজন ৪৪টি।

قَتْلُ ودَعْوَى رَحْمَةٌ لَيَّانٌ بفتح + فَعَلُ وفَعْلَى فَعْلَةٌ فَعَلَانٌ بفتح

عين ثالث دان بفتح وكسر هم + هم بخوان در چار مين فتح دوم

উপরে উল্লেখিত চারটি মাসদারের চতুর্থটির দ্বিতীয় অর্থাৎ عين كلمة তে فتح দিয়েও পড়তে পার। (فَعَلَانٌ যেমন سَيَلَانٌ) তৃতীয় মাসদারটির عين كلمة তে فتح ও كسرد উভয়টি দিয়ে পড়তে পার। فَعَلَةٌ যেমন-غَلَبَةٌ আর فَعِلَةٌ যেমন-سَرِقَةٌ)

= نُسُكٌ এর অর্থ কুরবানী করা, দরবেশ হওয়া। مَطْلِعٌ এর মাছদার طُلُوعٌ এর অর্থ উদিত হওয়া, উপরে উঠা। مَشْرِقٌ এর মাছদার شُرُقٌ এর অর্থ সূর্য উদয়। مَغْرِبٌ এর মাছদার غُرُوبٌ এর অর্থ অস্ত যাওয়া। مَجْزِرٌ এর মাছদার جُزُرٌ এর অর্থ জবাই করা।

رِفْسُقٌ ذِكْرٰى نِشْدَةٌ حِرْمَانٌ بكسر + فِعْلٌ وفِعْلٰى فِعْلَةٌ فِعْلَانٌ بكسر

شُغْلٌ بُشْرٰى كُدْرَةٌ غُفْرَانٌ بضم + فُعْلٌ فُعْلٰى فُعْلَةٌ فُعْلَانٌ بضم

مَنْقَبَةٌ مَدْخَلٌ طَلَبٌ قَيْلُوْلَةٌ ست + مَفْعَلَةٌ مَفْعَلٌ فَعَلٌ فَعْلُوْلَة ست

نحو كَيْنُوْنَةٌ شَهَادَةٌ هم كَمَالٌ + فَيْعَلُوْلَه هم فَعَالَةٌ هم فَعَال

پس كَرَاهِيَةٌ شده موزون ان + هم فَعَالِيَةٌ ازين اوزان بدان

এ সকল ওজনের মধ্য থেকে فَعَالِيَة ও একটি। كَرَاهِيَه মাসদারটি এই ওজনে হয়েছে।

عين أول در همه مفتوح خواں × عين رابع گشت مستثنى ازان

(مفعلة থেকে শুরু করে) উল্লেখিত ৮টি মাসদারের প্রথম অর্থাৎ ফা কালেমাও আইন কালেমায় যবর হবে। তবে চতুর্থ মাসদারটির (فَعْلُوْلَةٌ) আইন কালেমা ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তাতে সাকিন হবে।

مَحْمِدَه مَرْجِعٌ خَنِقٌ جَبْرُوَّةٌ ست + مَفْعِلَة مَفْعِلٌ فَعِلٌ فَعْلُوَّة ست

چون قَطِيْعَة هم وَمِيْض وكَاذِبَة + هم فَعِيْلَه هم فَعِيْل وفَاعِلَة

عين رابع ساكن ست اے نور عين + اين همه بافتح أول كسر عين

(مفعلة থেকে উল্লেখিত ৭টি মাসদারের সব কটির كلمة فاء-তে যবর ও আইন কালেমায় যের। হে নয়ন মনি চতুর্থটির (فعلوه) আইন কালেমা সাকিন হবে।

مَفْعُلَة مَفْعُوْلٌ هم مَفْعُوْلَةٌ است × مَمْلُكَه مَكْذُوْبٌ هم مَكْذُوْبَةٌ است

هم فَعُوْلٌ وهم فُعُوْلَة هم فُعُوْلٌ × چون قَبُوْلٌ وهم مُهُوْبَه هم دُخُوْلٌ

اين همه بافتح أول ضم عين × خامس وسادس بدان باضمتين

এগুলোতে ফা কালেমায় যবর ও আইন কালেমায় পেশ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ নম্বর (فُعُوْلَةٌ ـ فُعُوْلٌ) মাসদারের উভয়টিতে পেশ।

چون صِغَر ديگر دِرَايَة هم فِصَال + هم فِعَل ديگر فِعَالَة هم فِعَال

چون هُدًى ديگر بُغَايَة هم سُؤَالٌ + هم فُعَلٌ ديگر فُعَالَه هم فُعَالٌ

درسه وزن وضمة فاء درسه جا + اندرينها فتح عين وكسرفا

উল্লেখিত ছয়টি মাসদারের আইন কালেমায় যবর, আর প্রথম তিনটিতে ফা

কালেমায় যের এবং শেষের তিনটিতে পেশ হবে।

وزن ان رَغْبَاءُ جَبُّوْرَة بفتح + بعدازان فَعْلَاءُ وفَعُّولَه بفتح

وزنها شد ختم از فضل خدا + در دوم تشديد وضم مرعين را

দ্বিতীয় মাসদারটির (فَعُّوْلَةٌ) আইন কালেমায় তাশদীদ ও পেশ হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ৪৪ টি ওজন শেষ হল।

✪ ثلاثى مجرد এর فَعْلَةٌ মাসদারটি مَرَّةٌ (একবার) বুঝায়। যেমন- ضَرْبَةٌ একবার মারা। فِعْلَةٌ মাসদারটি نَوْع (প্রকার) বুঝায়। যেমন- صِبْغَةٌ এক প্রকার রং। আর فُعْلَةٌ ওজনটি مقدار বা পরিমাণ বুঝায়। যেমন أُكْلَةٌ. لُقْمَةٌ -

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ مبالغة বুঝানোর জন্যে কয়েকটি ওজন ব্যবহৃত হয়। فَعَّالٌ যেমন ضَرَّابٌ (অধিক প্রহারকারী) فُعَّالٌ যেমন طُوَّالٌ (দীর্ঘকার) فَعِلٌ যেমন- حَذِرٌ (অধিক ভীত) فَعِيْلٌ যেমন- عَلِيْمٌ (মহাজ্ঞানী)-এ ছাড়াও আরো অনেক ওজন আছে।

اسم تفضيل ও اسم مبالغة-এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ-

(১) اسم مبالغة তুলানাহীনভাবে معنى فاعليت -এর আধিক্য বুঝায়। আর اسم تفضيل অন্যের তুলনায় আধিক্য বুঝায়।

(২) مبالغة - এর ব্যবহারের জন্য مِنْ অথবা অন্য কিছু প্রয়োজন হয় না। যেমন- ضَرَّابٌ আধিক প্রহারকারী: কিন্তু تفضيل-এর ব্যবহারে الف - لام - مِنْ অথবা اضافت -এর প্রয়োজন হয়। কোথাও উল্লেখ না থাকলে উহ্য মেনে নিতে হয়। যেমন- أَضْرَبُ مِنْ زَيْدٍ বা أَضْرَبُ الْقَوْمِ

(৩) مبالغة - এর ওজন অনেক। আর اسم تفضيل এর ওজন সীমিত। ثلاثى مجرد اسم تفضيل থেকে أَفْعَلُ এর ওজনে আসে। [১০]

---

১০. যদি শুধু ঃ ইহা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি এই যে, কোন কোন সময় اسم تفضيل ও তো অন্য কোন জিনিসের দিকে নিসবত বা সম্পর্ক করা ছাড়াই ব্যবহৃত হয় যেমন বলা হয়, اَللّٰهُ أَكْبَرُ-এখানে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব অন্য কোন বস্তুর দিকে নিসবত করার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়নি। বরং এর দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই অনেক মহান ও বড়। অতএব, আপনি اسم تفضيل ও مبالغه এর মাঝে যে পার্থক্য বয়ান করেছেন তা সঠিক হয়নি। লেখক "যদি শুধু" থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এ প্রশ্নেরই জওয়াব দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন।

যদি শুধু اَضْرَبُ বা اَكْبَرُ ব্যবহৃত হয় তাহলে معنى نسبت উহ্য মানতে হবে। যেমন– اَللّٰهُ اَكْبَرُ -এর অর্থ হল- اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ সব কিছু থেকে বড়। আর ضَرَّابٌ-এর ক্ষেত্রে অন্য কারো প্রতি খেয়াল করা হয় না।

ফায়েদা ঃ اعداد বা সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে فَاعِلٌ ওজনটি درجه বা স্তর বুঝায়। যেমন- خَامِسٌ (পঞ্চম) عَاشِرٌ (দশম) অর্থাৎ কোন বস্তু গণনার ক্ষেত্রে পঞ্চম বা দশম স্তর পর্যন্ত পৌছেছে। তবে مركبات বা যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে প্রথম অংশকে فَاعِلٌ এর ওজনে বানিয়ে দ্বিতীয় অংশকে নিজ অবস্থায় রেখে দিলেই চলবে। যেমন-حَادِىْ عَشَرَ-ثَانِىْ عَشَرَ- رَابِعٌ وَّثَلٰثُوْنَ-حَادِىْ وَعِشْرُوْنَ এদিকে দশের পরে ৯০ পর্যন্ত দশকগুলো স্তর বুঝানোর জন্য عدد -এর ওজনেই ব্যবহৃত হয়। এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে হয় না। যেমন- عِشْرُوْنَ শব্দটি ২০ ও বুঝায়, আবার বিশতমও বুঝায়।

فَاعِلٌ ওজনটি نسبت বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। একে فاعل ذى كذا বলা হয়। যেমন-تَامِرٌ (খেজুর ওয়ালা) لَابِنٌ (দুধ ওয়ালা) ইত্যাদি। ঠিক একই অর্থে تَمَّارٌ এবং لَبَّانٌ ও ব্যবহৃত হয়। [১১]

---

১১. قوله نسبت ঃ অর্থাৎ যে অর্থ اسم এর মধ্যে يائے نسبت যুক্ত করার কারণে সৃষ্টি হয়, সেই অর্থই এই اسم টির মধ্যে فَاعِلٌ ওজনে আনার কারণে সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
باب সমূহের বিস্তারিত বিবরণ

এ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ثلاثی مجرد -এর আলোচনা

ثلاثی مجرد -এর বাব ৬টি।

باب اول : فَعَلَ يَفْعُلُ -ماضی - এর আইন কালেমাতে যবর এবং غابر অর্থাৎ مضارع-এর আইন কালেমাতে পেশ। [مضارعকে غابر বলার কারণ এই যে, غابر অর্থ বাকী। ماضی এর পরে حال আর استقبال থাকে, যে দুটির ওপর مضارع দালালত করে, তাই مضارع কে غابر বলে।]

اَلنَّصْرُ وَالنُّصْرَةُ সাহায্য করা।

تصريفه ـ نَصَرَ ـ يَنْصُرُ ـ نَصْرًا وَنُصْرَةً فهو نَاصِرٌ ونُصِرَ يُنْصَرُ نَصْرًا وَنُصْرَةً فهو مَنْصُوْرٌ الامر منه اُنْصُرْ والنهى عنه لَاتَنْصُرْ الظرف منه مَنْصَرٌ والالة منه مِنْصَرَةٌ وَمِنْصَارٌ وتثنيتهما مَنْصَرَانِ وَمِنْصَرَانِ والجمع منهما مَنَاصِرُ وَمَنَاصِيْرُ افعل التفضيل منه اَنْصَرُ والمؤنث منه نُصْرٰى وتثنيتهما اَنْصَرَانِ وَنُصْرَيَانِ والجمع منهما اَنْصَرُوْنَ وَاَنَاصِرُ ونُصَرٌ ونُصْرَيَاتٌ ـ

باب ودم : فَعَلَ يَفْعِلُ - অর্থাৎ ماضی -এর عين كلمه তে যবর ও مضارع এর عين كلمة তে যের। اَلضَّرْبُ (জমিনের ওপর চলা, উদাহরণ পেশ করা, প্রহার করা) تصريفه ضَرَبَ ـ يَضْرِبُ ـ ضَرْبًا ـ وَضَرْبَةً فهو ضَارِبٌ الخ

باب سوم : فَعِلَ يَفْعَلُ - ماضی এর عين كلمه তে كسره ও غابر-এর كلمه عين তে فتحه যেমন-اَلسَّمْعُ - শ্রবণ করা।

تصريفه : سَمِعَ يَسْمَعُ الخ

باب چهارم : فَعَلَ ـ يَفْعَلُ মাজি ও মুযারে' উভয়ের عين كلمه তে যবর। যেমন اَلْفَتْحُ - খোলা।

تصريفه : فَتَحَ يَفْتَحُ الخ

তবে صحيح-এর ছীগাহ সমূহ এই বাব থেকে হওয়ার জন্য শর্ত হল তার عين كلمه অথবা لام كلمه তে حرف حلقى হতে হবে। [১২]

شعر

حرف حلقى شش بود اے نور عين + همزه ـ هاؤ ـ حاؤ ـ خاؤ ـ عين وغين

باب پنجم : فَعُلَ يَفْعُلُ - بضم العين فيهما - যেমন - اَلْكَرَمُ

تصريفه كَرُمَ يَكْرُمُ كَرَمًا وكَرَامَةً فهو كَرِيْمٌ الخ। সম্মানিত হওয়া - وَالْكَرَامَةُ

এ বাবটি لازم এতে مجهول ও مفعول আসে না।

فعل দু' প্রকার (ক) لازم (খ) متعدى

(ক) لازم ঐ فعل কে বলা হয় যা فاعل বা কর্তা নিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তার প্রভাব অন্য কারো উপর পতিত হয় না। যেমন-كَرُمَ زَيْدٌ ـ جَلَسَ زَيْدٌ

(খ) আর متعدى ঐ فعل কে বলা হয়, যার প্রভাবে অন্যের উপর পতিত হয়। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا ও اَكْرَمَ بَكْرٌ خَالِدًا ইত্যাদি।

فعل لازم থেকে مفعول না আসার কারণ এই যে, যেহেতু فعل لازم অন্যের উপর প্রভাব ফেলে না আর مفعول তাকে বলে যা অন্যের প্রভাব গ্রহণ করে, তাই فعل لازم থেকে مفعول আসে না।

এদিকে فعل مجهول ـ مفعول به-এর প্রতি সম্পর্কিত হয়। এ কারণে لازم থেকে مجهول আসে না। তবে فعل لازم কে যখন لام অথবা حرف جر এর মাধ্যমে متعدى করা হয় তখন তার থেকে مفعول ও مجهول উভয়টি আসে। যেমন- كُرِمَ بِهٖ ـ مَكْرُوْمٌ بِهٖ

باب ششم : فَعِلَ يَفْعِلُ- মাযি ও মুযারে উভয়ের عين كلمة তে যের।

اَلْحَسْبُ وَالْحِسْبَانُ হিসাব করা বা ধারণা করা।

১২. صحيح : অর্থাৎ باب فتح থেকে ঐ সকল فعل صحيح-ই ব্যবহৃত হয়, যগুলোর আইন অথবা লাম কলেমাতে حرف حلقى হয়। যেমন- فتح يفتح (খোলা) এখানে দুইটি কথা বুঝা প্রয়োজন। একটি এই যে, উক্ত শর্তটি শুধুমাত্র فعل صحيح- এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব معتل অথবা مضاعف-এর ছীগা حرف حلقى ছাড়াও অত্র বাব থেকে আসতে পারে। যেমন أبى يأبى ও عض يعض দ্বিতীয় কথা এই যে, এই শর্তের উদ্দেশ্য এই নয় যে, حرف حلقى হলেই এই বাব থেকে আসতে হবে। বরং ব্যাপারটি এর উল্টো। অর্থাৎ فعل صحيح এই বাব থেকে আসতে হলে حرف حلقى প্রয়োজন। যেমন- سمع يسمع এতে লাম কলেমায় حرف حلقى থাকা সত্ত্বেও এটি فتح থেকে হয়নি।

تصريفه : حَسِبَ يَحْسِبُ حَسْبًا وحِسْبَانًا فهو حَاسِبٌ وحُسِبَ يُحْسَبُ حَسْبًا وحِسْبَانًا فهو مَحْسُوبٌ الخ

حَسِبَ يَحْسِبُ ছীগাহ ব্যতীত সহীর মধ্য থেকে অন্য কোন ছীগাহ এ বাব থেকে ব্যবহৃত হয় না। স্বয়ং حَسِبَ يَحْسِبُ ও مضارع তে আইন কালেমায় فتح দ্বারা ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ سَمِعَ يَسْمَعُ থেকে ব্যবহৃত হয়। তবে مثال ও لفيف-এর কিছু فعل এ বাব থেকে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ثلاثى مزيد فيه مطلق - এর বাবসমূহ

ثلاثى مزيد فيه - দু প্রকার।

(ক) ملحق (খ) غير ملحق । غيرملحق কে مطلق ও বলা হয়।

(ক) ملحق ঃ যে فعل এর সাথে কোন হরফ বাড়ানোর কারণে رباعى - এর ওজনের সাথে মিলে যায় এবং ملحق به - এর অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ প্রদান করে না তাকে ملحق বলে। যেমন [১] جَلْبَبَ চাদর বা জামা পরিধান করানো, مجرد এর অর্থ ছিল (جلب) টানা। এখন رباعى-এর অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ এর ভিতর নেই। সুতরাং এটি মুলহাক্ব।

(খ) مطلق ঃ ঐ فعل কে বলা হয় যা رباعى এর ওজনে আসে না অথবা আসলেও তার ভিতর অন্য অর্থের সুযোগ থাকে। যেমন- اَكْرَمَ ـ اِجْتَنَبَ

رباعى- ملحق - এর আলোচনা رباعى এর পরে আসবে। কারণ ملحق ছাড়া বুঝা যাবে না। আমরা এখন مطلق-এর আলোচনা শুরু করছি-

---

১. قوله جلبب ঃ مجرد- এর মধ্যে এটি جلب (ض ـ ن) ছিল। যার অর্থ টানা। এতে একটি (ب) অতিরিক্ত করার কারণে "بعثر"-এর ওজনের সাথে মিশে গেল। باب بعثر এর একটি বৈশিষ্ট্য "الباس" তাই এখানে جَلْبَبَ এর মধ্যে الباس। এর অর্থ এসে গেল। এর অর্থ চাদর অথবা জামা পরিধান করানো। جَلْبَبَ ছীগাটি رباعى এর ও জনের সাথে মিশে গেল এবং এতে رباعى এর অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং এটি ملحق برباعى

مطلق দু প্রকার-

(১) **بے همزه وصل** (২) ও **با همزة وصل** প্রথমটির সাত বাব।

باب اول : افتعال এ বাবের আলামত বা চিহ্ন হল- فاء কালেমার পরে تاء অতিরিক্ত হওয়া।[১]

تصريفه : اِجْتَنَبَ يَجْتَنِبُ اِجْتِنَابًا فهو مُجْتَنِبٌ واُجْتُنِبَ يُجْتَنَبُ اِجْتِنَابًا فهو مُجْتَنَبٌ الامر منه اِجْتَنِبْ والنهى عنه لَاتَجْتَنِبْ الظرف منه مُجْتَنَبٌ ـ

قاعده كلية -এর ماضى مجهول

এ বাব ও সকল مزيد فيه এবং رباعي مجرد ও ابواب ثلاثي مزيد فيه - এর ماضى مجهول-এর সব কটির হরকত ضمه হবে। তবে শেষ হরফের পূর্বের হরফে যের হবে এবং সাকিন নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। এ কারণে اُجْتُنِبَ ছীগাহতে হামযা ও تاء উভয়টিতে পেশ হবে। اُسْتُنْصِرَ ও একই রূপ।

এই বাবও همزه وصل -এর সবকটি বাবে ما অথবা لانفى আসলে দু' সাকিনের কারণে যেমনিভাবে همزه وصل পড়ে যাবে তেমনিভাবে ما ও لا -এর আলিফও পড়ে যাবে। [অর্থাৎ উচ্চারণে আসবে না] যেমন, مَاانْفُطِرَ – لَااجْتُنِبَ – لَاانْفُطِرَ – مَااسْتُنْصِرَ – لَااسْتُنْصِرَ ইত্যাদি।

اسم فاعل ও اسم مفعول এর গঠন প্রাণালী :

এ বাব, رباعى ও ثلاثى مزيد فيه এর অন্যান্য বাব সমূহ তে اسم فاعل - مضارع معروف- এর ওজনে আসে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, আলামতে মুযারেয়ের স্থানে ميم مضموم ও শেষ হরফের পূর্বের হরফে যের না থাকলে যের দিতে হয়।

اسم مفعول ـ اسم فاعل -এর মতই। তবে ماقبل اخر (শেষ হরফের পূর্বের হরফে) যবর দিতে হয়। اسم ظرف এই সকল বাব থেকে اسم مفعول এর ওজনে আসে।

---

১. فاء কালেমার পরঃ এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তা এই যে, باب افتعال - এর মধ্যে همزة وصلও অতিরিক্ত। এটিকে আলামতের মধ্যে উল্লেখ করা হল না কেন ? উত্তর ঃ এখানে মুসান্নেফ রহ. এর উদ্দেশ্য এমন এমন আলামত বর্ণনা করা যার মাধ্যমে বাবটি অন্য সকল বার থেকে পৃথক হয়ে যায় । অতিরিক্ত হরফের সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় জবাব এই যে, মুছান্নিফ রহ.এর পূর্ববর্তী বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, অত্র সাত বাবের শুরুতে همزه وصل অতিরিক্ত হয়। এ কারণে দ্বিতীয় বার বলার প্রয়োজন নেই।

الـه ও اسم الـه اسم تـفـضـيـل-এর দু'টির বিকল্প সুরত (নিয়ম) এই যে, বানাতে হলে مـصـدر এর সাথে مـابـه যোগ করে দিরেল হবে। যেমন- مَابِهِ الْإِجْتِنَابُ আর تفـضـيـل এর জন্য مـصـدر منـصـوب-এর পূর্বে اَشَدُّ শব্দ যোগ করে দিলেই হবে। যেমন-اَشَدُّ اِجْتِنَابًا-لون ও عـيـب যাতে ثلاثـى مـجـرد থেকেও اسـم تـفـضـيـل আসে না। ঠিক একই পদ্ধতিতে اسم تـفـضـيـل এর অর্থ আদায় করতে হয়। যেমনঃ اَشَدُّ حُمْرَةً (অধিক লাল) اَشَدُّ صَمَمًا (অধিক বধির)

باب افـتـعـال-এর কায়েদা কানুন

فـاء افـتـعـال - এর কায়েদা ঃ

কায়েদা নং-১ افـتـعـال -এর فـاء كـلـمـه তে دال ۔ ذال অথবা زاء হলে تـاء افـتـعـال কে دال দ্বারা পরিবর্তন করে (د থাকাকালীন অবস্থায়) دال কে دال - এর মধ্যে এদগাম করে দিতে হয়। ইহা ওয়াজিব। যেমন–اِدَّعٰى আসলে ছিল – اِدْتَعٰى

ফা কালেমাতে ذال হলে তিন অবস্থা ঃ (১) কখনও ذال কে دال দ্বারা বদল করে ادغـام করে দেওয়া হয়। যেমন- اِدَّكَرَ (২) কখনও دال কে ذال দ্বারা পরিবর্তন করে ফা কালেমাকে অর্থাৎ ذال কে ذال এর মধ্যে ادغـام করে দেওয়া হয়। যেমন- اِذَّكَرَ (৩) কখনও ادغـام বিহীন থাকে। যেমন اِذْدَكَرَ

زاء - এর অবস্থা ঃ (১) কখনও بے ادغـام বা ইদগাম ছাড়া ব্যবহৃত হয়। যেমন-اِزْدَجَرَ। (২) কখনও زاء -এর দ্বারা পরিবর্তন করে ادغـام করে দেওয়া হয়। যেমন-اِزَّجَرَ

কায়েদা নং–২ فـاء افـتـعـال যদি صـاد ۔ ضـاد ۔ طـاء অথবা ظـاء হয় তাহলে تـائے افـتـعـال কে طـاء দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। ফা কালেমাতে طـاء থাকাকালীল অবস্থায় তো طـاء কে طـاء এর মধ্যে এদগাম করা ওয়াজিব। যেমন اطلب-

ফা কালেমাতে ظـاء হলে তিন অবস্থা হতে পারে।

(১) ظـاء কখনও طـاد হয়ে এদগাম হযে যায় যেমন-اِطَّلَمَ (২) আবার কখনও بے ادغـام থেকে যায়। যেমন –اِظْطَلَمَ (৩) আর কখনও বা ظـاء এর দ্বারা পরিবর্তন করে এদগাম করে দেওয়া হয়। যেমন–اِظَّلَمَ

ضـاء - ও صـاد بے ادغـام রয়ে যায়। যেমন- اِصْطَبَرَ ۔ اِضْطَرَبَ

আবার কখনও طـاء কে صـاد অথবা ضـاد দ্বারা পরিবর্তন করে এদগাম করে দেওয়া হয়। যেমন اِصَّبَرَ ۔ اِضَّرَبَ

কায়েদা নং- ৩ فـائے افـتـعـال ثـاء হলে تـاء কে ثـاء দ্বারা পরিবর্তন করে ادغـام করা জায়েয আছে। যেমন-اثار (উত্তেজিত করা)।

عين افتعال এর কায়দা ঃ

কায়েদা নং -৪ عين اِفْتِعَال যদি ت ـ ث ـ ج ـ ز ـ د ـ ذ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ হয়। [যেমন اِخْتَصَمَ ـ اِهْتَدٰى] তাহলে تائے اِفْتِعَال কে আইন কালেমার মত হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে তার হরকত ماقبل এর দিয়ে এদগাম করে দেয়া যায়। অতঃপর همز وصل এর আর প্রয়োজন থাকে না বিধায় ফেলে দিতে হয়। অত্র কায়েদানুযায়ী هَدّٰى ও خَصَّمَ হয়ে গেল। مضارع হবে يَهَدِّىْ ও يَخَصِّمُ – আবার فاء كلمه তে যেরও দেওয়া যেতে পারে। যেমন-
هَدّٰى ـ يَهِدِّى ـ خَصَّمَ ـ يَخِصِّمُ
يَهِدِّىْ ও يَخِصِّمُوْنَ এর বাব থেকে কুরআনে পাকে ব্যবহৃত হয়েছে। اسم فاعل এর ক্ষেত্রে فاء কালেমায় ضمه সহ তিন হরকত হতে পারে। যেমন- مُخَصِّمٌ ـ مُخِصِّمٌ ও مُخُصِّمٌ

باب دوم : اِسْتِفْعَال ঃ এ বাবের আলামত হলো ফা কালেমার পূর্বে سين ও تاء অতিরিক্ত হওয়া।

تصريفه : اِسْتَنْصَرَ يَسْتَنْصِرُ اِسْتِنْصَارًا فهو مُسْتَنْصِرٌ واُسْتُنْصِرَ يُسْتَنْصَرُ اِسْتِنْصَارًا فهو مُسْتَنْصَرٌ الامر منه اِسْتَنْصِرْ والنهى عنه لَاتَسْتَنْصِرْ الظرف منه مُسْتَنْصَرٌ ـ

ফায়েদা ঃ يَسْتَطِيْعُ ও اِسْتَطَاعَ এর মধ্যে تائے اِسْتِفْعَال কে বিলুপ্ত করা জায়েয আছে। مَالَمْ تَسْطِعْ ও فَمَا اِسْطَاعُوْا এর বাব থেকে কুরআন পাকে ব্যবহৃত হয়েছে।

باب سوم : " اِنْفِعَال " এ বাবের আলামত ফা কালেমার পূর্বে نون হওয়া। যেমন اَلْاِنْفِطَارُ (ফেটে যাওয়া)

تصريفه : اِنْفَطَرَ يَنْفَطِرُ اِنْفِطَارًا فهو مُنْفَطِرٌ الامر منه اِنْفَطِرْ والنهى عنه لَاتَنْفَطِرْ الظرف منه مُنْفَطَرٌ ـ

কায়েদা ঃ যে শব্দের ফা কালেমাতে نون থাকে সে শব্দ باب اِنْفِعَال থেকে আসে না; বরং اِنْفِعَال এর অর্থ আদায় করার জন্য باب اِفْتِعَال থেকে আনা যেতে পারে। যেমন– اِنْتَكَسَ [লজ্জিত হওয়া]

باب چهارم : اِفْعِلَالٌ এ বাবের আলামত হলো- همزه وصل ও تكرار لام -এর পরে فعل ماضى তে চার হরফ হওয়া। যেমন- اَلْاِحْمِرَارُ (লাল হওয়া)।[১]

تصريفه : اِحْمَرَّ يَحْمَرُّ اِحْمِرَارًا فهو مُحْمَرٌّ الامر منه اِحْمَرَّ اِحْمَرِّ اِحْمَرِرْ والنهى عن لَاتَحْمَرَّ لَاتَحْمَرِّ لَاتَحْمَرِرْ الظرف منه مُحْمَرٌّ۔

اِحْمَرَّ মূলত ঃ ছিল اِحْمَرَرَ - এক জাতীয় দু' হরফ এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার কারণে প্রথমটিকে সাকিন কর দ্বিতীয়টি মধ্যে ادغام করে দেওয়া হয়েছে। اِحْمَرَّ হয়ে গেল। مُحْمَرٌّ۔ يَحْمَرُّ ও এ ধরনের অন্যান্য ছীগাহগুলো اِحْمَرَّ এর মত তালীল হবে امر واحدمذكر এর মধ্যে وقف এর কারণে اجتماع ساكنين হয়ে গেল।

আবার কখনও[২] দ্বিতীয় راء কে فتحه দেওয়া হয়। যেমন- اِحْمَرَّ আবার কখনও كسره দেওয়া হয়। যেমন- اِحْمَرِّ- আর কখনও এদগাম ছাড়া রাখা হয়। যেমন – اِحْمَرِرْ - لَمْ يَحْمَرَّ ও مضارع مجزوم এর অন্যান্য ছীগাহ সমূহ এভাবে বুঝে নিতে হবে।

ফায়েদা ঃ এ বাবের لام সর্বদা তাশদীদযুক্ত হয়। তবে ناقص ব্যতীত সাধারণতঃ এতে لفيف এর আহকাম জারি হয়। যেমন- اِرْعَوٰى (বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে) অর্থাৎ প্রথম واؤ কে ঠিক রেখে দ্বিতীয় واو কে ناقص-এর নিয়ম অনুসারে তালীল করতে হয়।

باب پنجم : اِفْعِيلَالٌ এ বাবের আলামত تكرار لام ও প্রথম লামের পূর্বে আলিফ অতিরিক্ত হওয়া।[৩] এ আলিফ مصدر - এর মধ্যে ইয়া দ্বারা পরিবর্তিত হয়। যেমন- اَلْاِدْهِيمَامُ-অধিক কালো হওয়া।

---

১. চার হরফ হওয়া ঃ এ শর্তটির মাধ্যমে باب اِقْشِعْرَارٌ থেকে পৃথক হয়ে গেল। যদিও تكرار لام সেই বাবের আলামত, কিন্তু সেটিতে همزه وصل এর পর পাঁচ হরফ হয়। অতএব পার্থক্য হরফের সংখ্যার দিক দিয়ে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তা এই যে, باب اِفْعِلَالٌ এর মাসদার اِحْمِرَارٌ এর মধ্যে همزه وصل-এর পর চার হরফ নয়। বরং পাঁচ হরফ। অতএব মুসান্নেফ রহ. এর শর্তটি ভুল বলে সাব্যস্ত হল। উত্তর ঃ এ সকল বাবের আলামতের ক্ষেত্রে মুসান্নেফ রহ. শুধুমাত্র فعل ماضى -এর দিকে লক্ষ্য করেছেন। অন্যান্য ছীগা সমূহ এবং মাসদারের প্রতি লক্ষ্য করেননি। এখানে فعل ماضى ও امر حاضر এ মাত্র চারটি হরফই আছে।

২. قوله فتحه ঃ কেননা فَتْحَه اَخَفُّ الْحَرَكَاتِ - আর كسره এই জন্য দেওয়া হয় যে, কোন সাকিনযুক্ত হরফকে হরকত যুক্ত করার মূল নিয়ম সাকিনটিকে যের দ্বারা পরিবর্তন করা। বলা হয় اَلسَّاكِنُ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ

৩. আলিফ অতিরিক্ত হওয়াঃ একটি প্রশ্ন ঃ এই বাবের মাসদারে তো প্রথম লামের পূর্বে আলিফ অতিরিক্ত নেই ? উত্তর ঃ এখানে فعل ماضى এর আলামত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

تصريفه : اِدْهَامَّ يَدْهَامُّ اِدْهِيْمَامًا فهو مُدْهَامٌّ الامر منه اِدْهَامَّ اِدْهَامِّ اِدْهَامِمْ والنهى عنه لَاتَدْهَمَّ لَاتَدْهَمِّ لَاتَدْهَامِمْ الظرف منه مُدْهَامٌّ

এ বাবের ছীগাহসমূহে باب افعلال -এর মত ادغام হবে। সকল ছীগাহর افعلال - এর মত করে নিতে হবে। এ দুই বাব لون ও عيب এর অর্থ تعليل বেশী বেশী ব্যবহৃত হয়। বাব দুইটি সর্বদা لازم হয়।

باب ششم : اِفْعِيْعَالٌ এ বাবের আলামত عين تكرار ও দু' আইনের মাঝে واو হওয়া। অবশ্য واو টি مصدر -এর মধ্যে পূর্বে كسره থাকার কারণে يا দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন- اَلْاِخْشِيْشَانُ (অত্যন্ত শক্ত হওয়া)[১]

تصريفه : اِخْشَوْشَنَ يَخْشَوْشِنُ اِخْشِيْشَانًا فَهُوَ مُخْشَوْشِنٌ الامر منه اِخْشَوْشِنْ والنهى عنه لَاتَخْشَوْشِنْ الظرف منه مُخْشَوْشَنٌ.

এ বাব অধিকাংশ সময় لازم হয়। তবে কখনও কখনও متعدى ও হয় যেমন- اِحْلَوْلَيْتُهٗ আমি তাকে মিষ্টি মনে করেছি।

باب هفتم : اِفْعِوَّالٌ এই বাবের আলামত হল-আইন কালেমার পর واو مشدد হওয়া যেমন - اَلْاِجْلِوَّاذُ - দৌড়ানো।

تصريفه : اِجْلَوَّذَ يَجْلَوِّذُ اِجْلِوَّاذًا فهو مُجْلَوِّذٌ الامر منه اِجْلَوِّذْ والنهى عنه لَاتَجْلَوِّذْ الظرف منه مُجْلَوَّذٌ

ثلاثى مزيد فيه مطلق بے همزه وصل

باب اول : اِفْعَالٌ امر ও ماضى এর হাসযায়ে কেত্য়ী[২] এবাবের আলামত। এবাবের معروف-এর ছীগাহতে ও আলামতে মুযারে ' পেশযুক্ত হয়।

تصريفه : اَكْرَمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا فهو مُكْرِمٌ وَاُكْرِمَ يُكْرَمُ اِكْرَامًا فهو مُكْرَمٌ الامر منه اَكْرِمْ والنهي عنه لَاتُكْرِمْ الظرف منه مُكْرَمٌ.

ماضى তে যে همزه قطعى ছিল, তা مضارع তে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তা না হলে- يُأَكْرِمُ হত। ফলে واحد متكلم এর ছীগাহতে اُأَكْرِمُ হত। তাকরারের কারণে এক হামযাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। পরে এটির সাথে সামঞ্জস্যের কারণে مضارع-এর বাকী ছীগাহগুলো থেকেও همزه ফেলে দেওয়া হয়েছে।

---

১. اَلْاِخْشِيْشَانُ : এটি মূলত : ছিল اَلْاِخْشِوْشَانُ . واو ساكن এর পূর্বে যের ছিল। এই কারণে واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

২. همزه قطعى : همزه قطعى ঐ হামযাকে বলা হয়, যেটি বাক্যের মাঝখানে আসলেও ঠিক থাকে। همزه وصل এটির বিপরীত।

বাব দুম : تَفْعِيْلٌ এ বাবের আলামত হল আইন কালেমা তাশদীদযুক্ত হওয়া ফা কালেমার পূর্বে تاء না হওয়া। এ বাবের معروف -এর ছীগাহ গুলিতেও আলামতে মুযারে ' পেশ যুক্ত হয়। যেমন- اَلتَّصْرِيْفُ- ঘুরানো, ফিরানো।

تصريفه : صَرَّفَ يُصَرِّفُ تَصْرِيْفًا فهو مُصَرِّفٌ وصُرِّفَ يُصَرَّفُ تَصْرِيْفًا فهو مُصَرَّفٌ الامر منه صَرِّفْ والنهى عنه لَاتُصَرِّفْ الظرف من مُصَرَّفٌ

এ বাবের মাসদার فِعَّالٌ এর ওজনেও আসে। যেমন- كِذَّابٌ, আল্লাহর বাণী- وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا আবার فَعَالٌ ওজনেও আসে। যেমন-سَلَامٌ ও كَلَامٌ-মন

বাব সুম : مُفَاعَلَة এ বাবের আলামত ফা কালেমার পর অতিরিক্ত আলিফ হওয়া আর ফা কালেমার পূর্বে تاء না আসা। এ বাবেরও مضارع معروف ছীগাহগুলিতে علامت مضارع পেশ বিশিষ্ট হয়। যেমন- اَلْمُقَاتَلَةُ وَالْقِتَالُ -পরস্পর যুদ্ধ করা।

تصريفه : قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا فهو مُقَاتِلٌ وقُوْتِلَ يُقَاتَلُ مُقَاتَلَةً وقِتَالًا فهو مُقَاتَلٌ الامر منه قَاتِلْ والنهى عنه لَاتُقَاتِلْ الظرف منه مُقَاتَلٌ۔

فعل ماضى مجهول - এ আলিফের পূর্বে পেশ হওয়ার কারণে আলিফ واؤ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন- (قُوْتِلَ)

বাব চাহারম : تَفَعُّلٌ এ বাবের আলামত تشديد عين ও ফা কালেমার পূর্বে تاء আসা। যেমন- اَلتَّقَبُّلُ (গ্রহণ করা)

تصريف : تَقَبَّلَ يَتَقَبَّلُ تَقَبُّلًا فهو مُتَقَبِّلٌ وتُقُبِّلَ يُتَقَبَّلُ تَقَبُّلًا فهو مُتَقَبَّلٌ الامر منه تَقَبَّلْ والنهى عنه لَاتَتَقَبَّلْ الظرف منه مُتَقَبَّلٌ

বাব পানজম : تَفَاعُلٌ এ باب -এর আলামত ফা কালেমার পূর্বে تاء এবং পরে الف হওয়া। যেমন- اَلتَّقَابُلُ (পরস্পর মুখোমুখি হওয়া)

تصريفه : تَقَابَلَ يَتَقَابَلُ تَقَابُلًا فهو مُتَقَابِلٌ وتُقُوْبِلَ يُتَقَابَلُ تَقَابُلًا فهو مُتَقَابَلٌ الامر منه تَقَابَلْ والنهى عنه لَاتَتَقَابَلْ الظرف منه مُتَقَابَلٌ

ماضى مجهول-এর মধ্যে الف- এর পূর্বে পেশ থাকার কারণে واؤ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমাদের পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে تَفَعُّل ও تَفَاعُل-এর ماضى مجهول - এ تاء বর্ণ পেশযুক্ত হয়েছে। (কায়দাটি ছিল ماضى مجهول এর শেষ বর্ণের পূর্ব ব্যতীত সকল متحرك -পেশ বিশিষ্ট হবে।)

কায়েদা ঃ উল্লেখিত দু'বাবের مضارع -এর মধ্যে যখন দুটি مفتوحه تاء এক জায়গায় জমা হয় তখন একটিকে বিলুপ্ত করা জায়েয আছে। যেমন- تَتَقَبَّلُ থেকে تَقَبَّلُ - تَتَظَاهَرُوْنَ থেকে تَظَاهَرُوْنَ

কায়েদা ঃ এ বাবের "ফা" কালেমাতে – ت ـ ث ـ ج ـ د ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ এর যে কোন একটি হরফ হলে تَفَاعُلٌ ও تَفَعُّلٌ -এর تاء কে ফা কালেমার অনুরূপ হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে, ফা কালেমার মধ্যে ادغام করে দেওয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় ماضى ও امر এর মধ্যে همزه وصل এর প্রয়োজন দেখা দিবে।

ابواب همزه وصل - اِفَّاعُلٌ ও باب اِفَّعُّلٌ - এ দুটি বাবকে মুনশাইব রচয়িতা এর মধ্যে গণ্য করেছেন। মূলতঃ বাব দুটি উল্লেখিত কায়েদার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- اِطَّهَّرَ ـ يَطَّهَّرُ الخ -[১] اِثَّاقَلَ ـ يَثَّاقَلُ ـ الخ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

مزيد فيه ও رباعى مجرد - এর বর্ণনা প্রসঙ্গে

ابواب ثلاثى مزيد فيه غير ملحق -এর আলোচনা শেষ করে ابواب رباعي مجرد ومزيد فيه ملحق এর আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা এর আলোচনা শুরু করছি।

رباعى مجرد -এর একটি মাত্র বাব اَلْفَعْلَلَةُ যেমন- "اَلْبَعْثَرَةُ" উৎসাহিত করা।

تصريفه : بَعْثَرَ يُبَعْثِرُ بَعْثَرَةً فهو مُبَعْثِرٌ وبُعْثِرَ يُبَعْثَرُ بَعْثَرَةً فهو مُبَعْثَرٌ الامر منه بَعْثِرْ والنهى عنه لاتُبَعْثِرْ الظرف منه مُبَعْثَرٌ

ماضى এর ছীগায় চারটি মূল অক্ষর হওয়া এ বাবের আলামত। علامت مضارع معروف এই বাবেও পেশযুক্ত হয়।

১. اِطَّهَّرَ ঃ এটি মূলতঃ تَطَهَّرَ ছিল। تَفَعُّلٌ এর ফা কালেমাতে طاء ছিল বলে تَفَعُّل কে تاء -কে طاء দ্বারা পরিবর্তন করা হল। অতপর طاء কে طاء এর মধ্যে ইদগাম করা হল। সাকিন হরফ দ্বারা শুরু করা বৈধ নয় বলে همزه وصل শুরুতে আনা হল। ফলে اِطَّهَّرَ হয়ে গেল।

علامت مضارع সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম

যদি ماضى চার হরফবিশিষ্ট হয়, [চাই আসল হোক অথবা অতিরিক্ত হরফসহ হোক] তাহলে معروف এর علامت مضارع পেশ বিশিষ্ট হবে। যেমন- يُقَاتِلُ ـ يُكْرِمُ ـ يُبَعْثِرُ তা না হলে علامت مضارع যবর বিশিষ্ট হবে।

যেমন- يَنْصُرُ ـ يَسْتَنْصِرُ

رباعى مزيد فيه দু'প্রকার। با همزه وصل ও بے همزه وصل - প্রথমটির মাত্র এক বাব। تَفَعْلُلٌ-এর আলামত হল চারটি হরফে আসলীর পূর্বে تاء অতিরিক্ত হওয়া। যেমন- اَلتَّسَرْبُلُ - পরিধান করা।

تصريفه : تَسَرْبَلَ يَتَسَرْبَلُ تَسَرْبُلاً فهو مُتَسَرْبِلٌ الامر منه تَسَرْبَلْ والنهى عنه لاتَتَسَرْبَلْ الظرف منه مُتَسَرْبَلٌ ـ

با همزه وصل - এর দু'বাব।

باب اول : اِفْعِلَّالٌ এ বাবের আলামত হল দ্বিতীয় লাম তাশদীদ যুক্ত হওয়া। তাতে চার حروف اصليه এর সাথে একটি لام আর ماضى ও امر- এ همزه অতিরিক্ত আসে। যেমন- اَلْاِقْشِعْرَارُ (লোম খাড়া হওয়া, শরীর শিউরে ওঠা)

تصريفه : اِقْشَعَرَّ ـ يَقْشَعِرُّ اِقْشِعْرَارًا فهو مُقْشَعِرٌّ الامر منه اِقْشَعِرَّ اِقْشَعِرِّ اِقْشَعْرِرْ والنهى عنه لاتَقْشَعِرَّ لاتَقْشَعِرِّ لاتَقْشَعْرِرْ الظرف منه مُقْشَعَرٌّ ـ

اِقْشَعَرَّ মূলত : اِقْشَعْرَرَ - আর يَقْشَعِرُّ মূলতঃ يَقْشَعْرِرُ ছিল। অনুরূপভাবে অন্যান্য ছীগাহসমূহ ছিল। এ বাবের সিগাহসমসূহে اِحْمَرَّ এর মত এদগাম করা হয়েছে। তবে এ বাবের متجانسين -এর পূর্বের হরফ সাকিন ছিল। এ কারণে তার হরকত পূর্বে দিয়ে এদগাম করে দেওয়া হয়েছে।

باب دوم : اِفْعِنْلَالٌ এ বাবের আলামত হলো- ماضى ও امر -এর ছীগাহতে همزه وصل এবং আইন কালেমার পরে نون অতিরিক্ত হওয়া। যেমন- اَلْاِبْرِنْشَاقُ - (অত্যন্ত খুশি হওয়া)

تصريفه : اِبْرَنْشَقَ يَبْرَنْشِقُ اِبْرِنْشَاقًا فهو مُبْرَنْشِقٌ الامر منه اِبْرَنْشِقْ والنهى عنه لاتَبْرَنْشِقْ الظرف منه مُبْرَنْشَقٌ ـ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ثلاثى مزيد ملحق برباعى - এর আলোচনা

ثلاثى مزيد فيه ملحق দু' প্রকার

(১) ملحق برباعي مجرد (২) ملحق برباعى مزيد فيه -ملحق

ملحق برباعى مجرد-এর সাত বাব।

باب اول : فَعْلَلَةٌ - এ বাবে লাম কালেমা তকরার হয়। যেমন- اَلْجَلْبَبَةُ - চাদর পরিধান করানো। تصريفه جَلْبَبَ يُجَلْبِبُ الخ

باب دوم : فَعْوَلَةٌ -এর বাবে عين এর পরে واؤ অতিরিক্ত। اَلسَّرْوَلَةُ - স্যালোয়ার পরিধান করা। تصريفه : سَرْوَلَ يُسَرْوِلُ الخ

باب سوم : فَيْعَلَةٌ এ বাবে فاء - এর পরে ياء অতিরিক্ত হয়েছে। যেমন- اَلصَّيْطَرَةُ - সংরক্ষক হওয়া, দারোগা হওয়া। تصريفه : صَيْطَرَ يُصَيْطِرُ الخ

باب چهارم : فَعْيَلَةٌ এ বাবে عين কালেমার পরে ياء অতিরিক্ত হয়। যেমন- اَلشَّرْيَفَةُ-জমির অপ্রয়োনীয় আগাছা কেটে ফেলা। تصريفة - شَرْيَفَ الخ

باب پنجم : فَوْعَلَةٌ এ- বাবে عين কালেমার পরে واؤ অতিরিক্ত হয়। যেমন- اَلْجَوْرَبَةُ - মোজা পরিধান করানো। تصريفه - جَوْرَبَ الخ

باب ششم : فَعْنَلَةٌ -এর عين এর পরে نون অতিরিক্ত হয়। যেমন- اَلْقَلْنَسَةُ- টুপি পরানো। تصر يفه - قَلْنَسَ الخ

باب هفتم : فَعْلاَةٌ - এ বাবে লাম কালেমার পর يا অতিরিক্ত হয়। যেমন- اَلْقَلْسَاةُ- টুপি পরানো।

تصريفه : قَلْسٰى يُقَلْسِىْ قَلْسَاةً فهو مُقَلْسٍ وقُلْسِىَ يُقَلْسٰى قَلْسَاةً فهو مُقَلْسًى الا مر منه قَلْسِ والنهى عنه لاَتُقَلْسِ الظرف منه مُقَلْسًى

قَلْسٰى মূলত : قَلْسَىَ ياء متحركه এর পূর্বে فتحه হওয়ার কারণে ياء কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। قَلْسَاةٌ - মাসদার ও قَلْسَيَةٌ ছিল। একই কারণে قَلْسَيَةٌ এর মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে।

يُقَلْسٰى - مجهول - এ ঠিক অনুরূপ তালীল হয়েছে।

يُقَلْسِىْ - مضارع معروف মূলতঃ يُقَلْسِىُ ছিল। ياء কে সাকিন করা হয়েছে। অনুরূপ مُقَلْسٍ - اسم فاعل মূলতঃ مُقَلْسِىٌ ছিল। ياء এতে اجتماع ساكنين بتنوين-এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ملحق برباعى مزيد فيه : হয়ত (১) تَفَعْلُلٌ এর সাথে মুলহক্ব হবে, অথবা (২) افعلال এর সাথে মুলহক্ব অথবা (৩) اِفْعِنْلَالٌ-এর সাথে মুলহক্ব হবে।

ملحق بتفعلل - এর আট বাব

باب اول : تَفَعْلُلٌ-এতে فاء -এর পূর্বে تاء আর لام কালেমা تکرار হয়- যেমন تَجَلْبُبٌ গাছে চাদর জড়ানো।

باب دوم : تَفَعْوُلٌ - فاء এর পূর্বে تاء আর আইন ও লাম কালেমার মাঝে واو অতিরিক্ত হয়। যেমন- تَسَرْوُلٌ - সেলোয়ার পরা।

باب سوم : تَفَيْعُلٌ - فاء এর পূর্বে تاء এবং পরে ياء অতিরিক্ত হয়। যেমন- تَشَيْطُنٌ - শয়তান হওয়া।

باب چهارم : تَفَوْعُلٌ - فاء- এর পূর্বে تاء আর عين এর পরে نون অতিরিক্ত হয়। যেমন- تَقَلْنُسٌ - টুপি পরিধান করা।

باب ششم : تَمَفْعُلٌ - فاء এর পূর্বে تاء ও ميم অতিরিক্ত হয়। যেমন- تَمَسْكُنٌ - মিসকীন হওয়া।

باب هفتم : تَفَعْلُتٌ - এক تاء -فاء-এর পূর্বে আর অপরটি لام এর পরে অতিরিক্ত হয়। যেমন- تَعَفْرُتٌ - দুষ্ট হওয়া।

باب هشتم : تَفَعْلِ - فاء এর পূর্বে تاء আর لام এর পরে ياঅতিরিক্ত হয়। যেমন- تَقَلْسٍ - টুপি পরা।

এ সকল বাবের صرف صغير এর باب تسربل - صرف صغير - এর মত করে নিতে হবে। শেষোক্ত বাব অর্থাৎ تَقَلْسٍ-এর قَلْسٰى-تعليلات এর মত করে নিতে হবে। এর মাসদারের পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করে مُقَلْسٍ - এর মত تعليل করা হয়েছে।

ملحق بِافْعِنْلَال -এর দুই বাব-

باب اول : اِفْعِنْلَالٌ এ বাবে لام دوم আইনের পরে نون এবং همزه وصل অতিরিক্ত হয়। যেমন "اِقْعِنْسَاسٌ" সীনা ও গর্দান বের করে চলা।

باب دوم : اِفْعِنْلَاءٌ - এতে লাম কালেমার পর "ى" আর আইন কালেমার পর "نون" ও همزه وصل অতিরিক্ত হয়। যেমন-اِسْلِنْقَاءٌ পিঠের উপর শয়ন করা।

تصريفه : اِسْلَنْقٰى يَسْلَنْقِىْ اِسْلِنْقَاءً فهو مُسْلَنْقٍ الامر منه اِسْلَنْقِ والنهى عنه لَاتَسْلَنْقِ الظرف منه مُسْلَنْقًى -

এ বাবের مصدر মূলতঃ اِسْلِنْقَايٌ ছিল। ياء আলিফের পরে শেষ প্রান্তে হওয়ার কারণে همزه দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেল। অন্য ছীগাসমূহের باب قَلْسَى - تعليل - এর মত করে নিতে হবে।

ملحق باِفْعِلَّالٌ-এর মাত্র এক বাব।

اِكْوِهْدَادٌ -এতে فاء -এর পরে واؤ আর لام কালেমা تكرار হয়। যেমন- اِفْوِعْلَالٌ - চেষ্টা করা।

تصريفه : اِكْوَهَدَّ يَكْوَهِدُّ اِكْوِهْدَادًا فهو مُكْوَهِدٌّ الامر منه اِكْوَهِدَّ اِكْوَهِدِّ اِكْوَهْدِدْ والنهى عنه لَاتَكْوَهِدَّ لَاتَكْوَهِدِّ لَاتَكْوَهْدِدْ الظرف منه مُكْوَهَدٌّ

এ বাবের সকল ছীগায় ادغام রয়েছে। اِقْشَعَرَّ এর صيغه সমূহের মত تعليل করে নিতে হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ صرف -এর বড় বড় কিতাবে ملحق برباعى مجرد ومزيد এর আরো কতগুলো বাব উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এ কিতাবে শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ বাব সমূহ উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছি।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

باب تَمَفْعُلٌ - মুলহাক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে উলামাযে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যারা এ বাবকে ملحق বলে স্বীকার করেন না তারা বলেন الحاق-এর জন্য فاء কালেমার পূর্বে হরফ বাড়ানোর কোন নিয়ম নেই। তবে مطاوعت -এর অর্থ প্রকাশ করার জন্য تاء অতিরিক্ত করা হয়। সুতরাং ميم এলহাক্বের জন্য আনা যাবে না।

صاحب منشعب - এ বাবকে شاذ ও غلط বলেছেন। ميم -কে মূল মনে করে এর পূর্বে تاء অতিরিক্ত করেছেন।

মাওলানা আব্দুল আলী সাহেব তাঁর هداية الصرف পুস্তিকায় تمفعل কে ملحقات থেকে আলাদা করে رباعى مزيد فيه -এর আওতাভুক্ত [১] করেছেন। মুসান্নেফ (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো এটা ملحق-উপরে উল্লেখিত শর্ত ভুল। [অর্থাৎ الحاق-এর জন্য فاء কালেমার পূর্বে কোন হরফ অতিরিক্ত করা যাবে না এ মতটি সম্পূর্ণ ভুল।]

---

১. আওতাভুক্ত ঃ অর্থাৎ تَمَفْعُلٌ নতুন কোন বাব নয়। এটা باب تَفَعْلُلٌ এর অন্তর্ভূক্ত। تَمَسْكُنٌ ছীগাহটা تَسَرْبُلٌ এর মত تَفَعْلُلٌ ওজনে। এটি تَمَفْعُلٌ ওজনে নয়। সুতরাং যেমনিভাবে تَمَسْكُنٌ এর মীম মূল এমনিভাবে تَسَرْبُلٌ এর সীনও মূল অতিরিক্ত নয়।

فصول اكبرى কিতাবের লেখক এমন অনেক ছীগাহ যেগুলোর فاء কালেমার পূর্বে حرف অতিরিক্ত করা হয়েছে সেগুলোকে ملحقات বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন - نرجس ইত্যাদি (ঔষধের মধ্যে নারগিস ফুল দেওয়া।)
الحاق - এর مدار বা মাপকাঠি হলো مزيدفيه অতিরিক্ত হরফের কা.ণে رباعى - এর ওজনের সাথে মিলে যাওয়া। আর ملحق به এর অং ছাড়া خاصيت বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে তাতে নতুন কোন অর্থের সৃষ্টি না হওয়া। সুতরাং এই শর্তদ্বয় তَمَسْكَنَ[১] এর মধ্যে পাওয়া যাওয়ার কারণে তার ملحق হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। مِسْكِيْنٌ ও এর মত ছীগাহ সমূহ مِفْعِيْلٌ - ওজনে। فِعْلِيْلٌ ওজনে নয়।[২]

এখানে অভিজ্ঞ সরফবিদদের একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম আছে। তা এই যে, হরফ অতিরিক্ত করার জন্য ماده এর সাথে مزيد فيه-এর এতটুকু সাদৃশ্যই যথেষ্ট যে, ماده বা মূলধাতুর উপর তিনটি দালালতের-(مطابقى - تضمني ও التزامى) যে কোন একটি দালালত পাওয়া যেতে হবে। এ হিসেবে مِسْكِيْنٌ ও تَمَسْكَنَ এর ভিতর ميم অতিরিক্ত বলে সাব্যস্ত। তাই মিমকে আসল ধরে একে تَسَرْبُلٌ এর মধ্যে গণ্য করা ঠিক নয়। যেমনটি আবদুল আলী সাহেব করেছেন।

১. এই শর্তদ্বয়ঃ প্রথম শর্ত এইভাবে পাওয়া গেল যে, এতে تَسَرْبُل ওজনের সাথে মিশে গেল, যেটি رباعى দ্বিতীয় শর্ত এইভাবে পাওয়া গেল যে, এতে تَسَرْبُل এর বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না।

২৩. قوله مسكين ঃ মাওলানা আব্দুল আলী রহ. সহ কতিপয় আলেম বলেন, مسكين শব্দটিও মুলহাক্ব নয়। এটি فعليل ওজনে। অতএব এর "م" বর্ণটি মূল। তিনটি দালালত ঃ অর্থাৎ مطابقى শব্দ যদি তার موضوع له এর পূর্ণ অর্থ বুঝায়, তাহলে তাকে دلالت مطابقى বলা হয়। যেমন ছুরি তার পূর্ণ অর্থ অর্থাৎ "ধারালো অংশ" হাতল ও উভয়টি বুঝানো।

আর যদি موضوع له -এর অর্থের আংশিক বুঝায়, তাহলে সেটি تضمنى যেমন ছুরি তার "ধারালো অংশ" অথবা "হাতলের" যে কোন একটি বুঝানো।

আর যদি موضوع له এর لازم এর উপর দালালত করে, তাহলে সেটি التزامى" যেমন ছুরি দ্বারা "কর্তন করা" বুঝানো। ছুরির চিন্তা অন্তরে জাগলে সাথে সাথে কর্তনের চিন্তাও এসে যায়। সুতরাং এটি ছুরির লাযেম। এবার শোন, تمسكن শব্দটি ثلاثى مزيد فيه ملحق برباعى مزيد فيه - কেননা এতে মুলহাক্ব হওয়ার সকল শর্ত পাওয়া যায়। প্রথম দুটি শর্তের কথা তো স্পষ্ট। এখান مناسبت এর যে শর্ত করা হয়েছে সেটিও تمسكن শব্দে বিদ্যমান। এটিতে دلالت التزامى পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর মূলধাতু হল سكون যার অর্থ "স্থির থাকা", নড়াচড়া না করা। এই অর্থটি تمسكن ও مسكين এর মধ্যে পুরোপুরি পাওয়া যায়। কেননা ফকীর ব্যক্তি সাধারণতঃ এক জায়গায় স্থির থাকে। আমির ও ধনী লোকদের মত দূর দুরান্তে সফর করতে পারে না। অতএব উভয় অর্থের মাঝে পুরোপুরি مناسبت রয়েছে।

ফায়েদা ঃ شافيه কিতাবের লিখক تَفَعُّلٌ ও تَفَاعُلٌ কে ملحقات-এর মধ্যে গণ্য করেছেন। অভিজ্ঞ আলেমগণ এ মতকে ভুল মনে করেছেন। কেননা বাব দুটি رباعى এর ওজনের সাথে মিলে গেলেও এগুলোতে ملحق به - এর চেয়ে معانى ও خاصيات অধিক [১] পাওয়া যায়। তাই এলহাকের শর্ত পাওয়া গেল না।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ সাহেব বেরেলভী রহ. مصادر غير ثلاثى مجرد - এর হরকত মুখস্ত রাখার কয়েকটি নিয়ম বর্ণনা করেছেন। ছাত্রদের উপকারার্থে নিয়ম কয়টি উল্লেখ করছি।

(الف) غير ثلاثى مجرد - এর যে মাসদারের فاء কালেমা مفتوح ও শেষে تاء হয়, সে মাসদারের প্রথম ساكن - পরে যবর হয়। যেমন- مُفَاعَلَةٌ - ও এর ملحقات فَعْلَلَةٌ

(ب) غير ثلاثى مجرد-এর যে মাসদারের فاء কালেমার পূর্বে تاء আর فاء কালেমাতে যবর হয় সে মাসদারের مابعد ساكن اول পেশযুক্ত হয়। যেমন- تَسَرْبُلٌ ۔ تَقَابُلٌ ۔ تَقَبُّلٌ ও এগুলোর ملحقات

(ج) আর শুরুতে تاء থাকলে ও فاء কালেমা সাকিন হলে, সাকিনের পরে যের হয়। যেমন- تصريف

(د) যে সকল মাসদারের শুরুতে همزه وصل হয় সে সকল মাসদারের প্রথম সাকিনের পরে مكسور হয়। যেমন- اِجْتِنَابٌ ۔ اِسْتِنْصَارٌ ইত্যাদি। اِفَّاعُلٌ ও اِفَّعُّلٌ - মাসদারদ্বয় এর ব্যতিক্রম। এ দুটি মূলতঃ همزه وصل-এর বাব সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এ দুটি تَفَعُّلٌ ও تَفَاعُلٌ থেকে গঠিত।

(ه) যে সকল মাসদারের শুরুতে همزه قطعى হয় সে সকল মাসদারের مابعد ساكن اول যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন- اِفْعَالٌ

এ সকল কায়েদায় বিশেষ করে مابعد ساكن اول -এর হরকত নিয়ে এ জন্য আলোচনা করা হয়েছে,যেহেতু সাধারণভাবে মানুষ এই বর্ণের হরকতের উচ্চারণে ভুল করে থাকে। অধিকাংশ লোক مناسبة ও বাবে مُفَاعَلَة-এর অন্যান্য মাসদারের আইন কালেমাতে যের দিয়ে পড়ে। আর اِجْتِنَاب- মাসদারের تاء বর্ণে যবর দিয়ে পড়ে।

---

২৪. অধিক ঃ যেমন- باب تَفَعْلُل যেটিকে شافيه কিতাবের রচয়িতা تفعل ও تفاعل এর ملحق به বলেছেন, অথচ تفعلل এর বৈশিষ্ট্য মাত্র তিনটি। আর تفاعل ও تفعل এর বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে ১৪টি ও ৬টি। অতএব ملحق হওয়ার শর্ত পাওয়া গেল না।

غير ثلاثى مجرد এর বাব সমূহের مضارع معروف এর আই কালেমার হরকত স্বরণ রাখার নিয়মঃ

(الف) ماضى فعل তে ফা কালিমার পূর্বে تاء বর্ণ হলে مضارع এর عين কালেমা যবরবিশিষ্ট হয়। তা না হলে مكسور হয়। رباعى ও এর সকল ملحقات-এর মধ্যে লাম এবং প্রথম লামের স্থানে যে বর্ণ আসে সে বর্ণ উপরে উল্লেখিত عين কালেমার হুকুম রাখে। যেমন- يَتَسَرْبَلُ

(ب) تَفَاعُلٌ ـ تَفَعُّلٌ ـ تَفَعْلُلٌ - এবং এগুলোর ملحقات-এর مضارع معروف -এর মধ্যে শেষ বর্ণের পূর্বের বর্ণ مفتوح হয়। অন্যান্য সকল বাবে مكسور হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

مضاعف ও مهموز , معتل -এর گردان

এখানে ৩টি فصل বা পরিচ্ছেদ রয়েছে।

বাবের আলোচনা শেষ করে এবার আমরা تخفيف ـ اعلال ও ادغام এর নিয়মসমূহের বর্ণনা শুরু করছি।

✪ হামযার পরিবর্তনকে তাখফীফ বলে। ✪ এক হরফকে অন্য হরফের মধ্যে ঢুকিয়ে তাশদীদ যুক্ত করাকে ইদগাম বলে। ✪ হরফে ইল্লত এর পরিবর্তনকে এ'লাল বা তা'লীল বলে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

مهموز -এর আলোচনা।

এর আওতায় দুটি প্রকার রয়েছে।

প্রথম প্রকার تخفيف همزه-এর নিয়মাবলী।

কায়েদা-১ ঃ সাকিন যুক্ত একক হামযাকে তার পূর্বের হরকতের অনুযায়ী হরফে ইল্লত দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। তবে এটা জায়েয । অর্থা যবরের পরে আলিফ হলে আলিফ, পেশের পরে واؤ এবং যেরের পরে يا. হয়ে যায় ।

যেমন –رَاسٌ – ذِيْبٌ - بُوْسٌ মূলতঃ ছিল –رَأْسٌ – ذِئْبٌ - بُؤْسٌ

কায়েদা-২ ঃ همزه متحركه-এর পরে همزه ساكنه তার পূর্বের হরকতের অনুযায়ী হরফে ইল্লাত দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। যেমন- اِيْمَانٌ ـ اُوْمِنَ ـ اٰمَنَ মূলতঃ ছিল اِئْمَانًا ও اُؤْمِنَ ـ أَأْمَنَ -

কায়েদা-৩ همزه منفرد مفتوحه পেশের পর হলে واؤ আর যেরের পর হলে یاء দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয আছে। যেমন- مِیَرٌ جُوَنٌ মূলতঃ مِئَرٌ ও جُؤَنٌ ছিল।[১]

কায়েদা -৪ দুটি হরকত বিশিষ্ট হামযার মধ্যে যে কোন একটি مكسور হলে দ্বিতীয়টি یاء হয়ে যায়। যেমন- اَیِمَّةٌ ۔ جَاءٍ - আর তা না হলে واؤ হয়ে যায়। কায়েদাটি ওয়াজিবের পর্যায়ে। যেমন- اُوَیْدِمُ ۔ اَوَادِمُ [২]

সরফবিদগণ এ নিয়মকে যেরের অবস্থায়ও ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা কিছু ক্বেরাআতে মুতাওয়াতেরায় اَئِمَّةٌ হামযা সহকারে বর্ণিত আছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, উল্লেখিত কায়েদা جوازی (জায়েযের পর্যায়ে)

কায়েদা -৫ واؤ এবং یاء মদ্দে যায়েদা (অতিরিক্ত মদ্দ) ও یائے تصغیر - এর পর উল্লিখিত همزه তার পূর্বের স্বজাতীয় হরফে পরিবর্তিত হয়ে এদগাম হয়ে যায়। এটা জায়েয, ওয়াজিব নয়। যেমন- خَطِیَّةٌ ۔ مَقْرُوَّةٌ ۔ اُفَیِّسٌ মূলতঃ ছিল اُفَیْئِسٌ ও خَطِیْئَةٌ ۔ مَقْرُوْءَةٌ [৩]

কায়েদা -৬ الف مفاعل -এর পরের همزه - یاء -এর পূর্বে হলে সে হামযা یائے مفتوحه দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর یاء আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়। যেমন- خَطَایَا - خَطِیْئَةٌ ۔ خَطَایَا - এর বহুবচন। خَطَایَا মূলতঃ ছিল خَطَائِیُ -الف۔ یاء ۔ جمع-এর পরে শেষ হরফের পূর্বের হরফে হওয়ার কারণে হামযা হয়ে গেল। ফলে خَطَاءِءُ রূপ ধারণ করল। অতঃপর দ্বিতীয় হামযা جَاءٍ-এর কায়েদা অনুসারে یاء হয়ে গেল। এবার চলতি নিয়ম অনুযায়ী হামযা যবর বিশিষ্ট ইয়া দ্বারা আর ইয়া আলিফ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেল। ফলে خَطَایَا হয়ে গেল।

কায়েদা -৭ ঃ যে হরকত বিশিষ্ট হামযা এমন একটি হরফে সাকিনের পরে হয়, যেটি অতিরিক্ত মদ্দ অথবা یائے تصغیر নয় সে হামযার হরকত তার পূর্বে দিয়ে হামযাটি বিলুপ্ত করে দেওয়া জায়েয আছে। যেমন-

یَسَلُ ۔ قَدَفْلَحَ ۔ خَاهُ یَرِمِیَ মূলত ঃ یَسْأَلُ ۔ قَدْ اَفْلَحَ ও یَرِمِیُ اَخَاهُ ছিল।

---

১. قوله جُوَنٌ - এটি جُؤْنَةٌ এর جمع যার অর্থ "আতরদানী"।

২. اَئِمَّةٌ ও جَاءٍ ঃ جَاءٍ মূলতঃ ছিল جَائِئٌ - "ی" বর্ণটি الف زائد এর পর আসার কারণে "ی" কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর দুইটি همزة متحرك এক স্থানে একত্রিত হয়ে গেল। দুইটির প্রথমটির যেরবিশিষ্ট ছিল। অত্র নিয়মানুসারে দ্বিতীয় হামযাটিকে "ی" দ্বারা পরিবর্তন করা হলো। এবার جَائِی হয়ে গেল। "ی" এর উপর পেশ পড়া কঠিন ছিল বলে "ی" কে বিলুপ্ত করা হল। ফলে جاءٍ হয়ে গেল।

৩. اُفَیِّسٌ ঃ এটি افوس এর تصغیر - আর فَأْسٌ এর جمع- যার অর্থ "কুঠার"।

কায়েদা -৮ يُرٰى يَرٰى ও رُؤْيَةٌ মাসদারের সকল فعل - এর মধ্যে উল্লেখিত (৭নং) নিয়ম ওয়াজিব হিসেবে জারি হয়। رُؤْيَةٌ - মাসদারের اسمائے مشتقه - এর মধ্যে নয়। [১] সুতরাং اسم مفعول এবং اله - مِرْاةٌ - مصدر ميمى مَرْأًى এবং مَرْئِىٌّ- এর মধ্যে হামযার হরকত পূর্বে দিয়ে বিলুপ্ত করা জায়েয। ওয়াজিব নয়।

কায়েদা -৯ হরকত বিশিষ্ট হামযা যদি হরকতবিশিষ্ট হরফের পরে হয়, তবে তাতে بين بين قريب ও بين بين بعيد উভয়টি জায়েয আছে।

✪ بين بين قريب - এর সংজ্ঞা ঃ হামযাকে তার নিজস্ব مخرج (উচ্চারণ স্থল) ও তার হরকতের অনুযায়ী হরফে ইল্লতের مخرج -এর মাঝামাঝি পড়াকে بين بين قريب বলা হয়।

✪ بين بين بعيد এর সংজ্ঞা হামযাকে তার নিজস্ব مخرج ও তার পূর্বের হরকতের অনুযায়ী হরফে ইল্লতের مخرج-এর মাঝামাঝি পড়াকে بين بين بعيد বলে। আবার بين بين কে تسهيل ও বলা হয়। যেমন- سَأَلَ . سَئِمَ . لَؤُمَ

✪ سَأَلَ - ছীগাহটিতে উভয় بين بين - এর ক্ষেত্রে হামযাটি তার নিজস্ব مخرج ও আলিফের مخرج-এর মাঝে পড়তে হবে। যেহেতু হামযা নিজেও যবর যুক্ত, আর তার পূর্বেও যবর।

سَئِمَ - ছীগাহটিতে بين بين قريب-এর ক্ষেত্রে ইয়া বর্ণের مخرج ও হামযার মাঝে, আর بعيد এর ক্ষেত্রে مخرج الف ও হামযার মাঝামাঝি পড়তে হবে।

لَؤُمَ ছীগাহটি قريب এর ক্ষেত্রে واؤ এর মাখরাজ ও হামযার মাঝে, আর بعيد এর ক্ষেত্রে আলিফের মাখরাজ ও হামযার মাঝে উচ্চারিত হবে। الف। এর পরে হামযার মধ্যে بين بين قريب জায়েয আছে।

কায়েদা -১০ همزه استفهام যখন অন্য হামযার সাথে মিলিত হয়, তখন تخفيف -এর কায়েদা অনুযায়ী হরফ দ্বারা পরিবর্তন করার অনুমতি আছে। যেমন- أَأَنْتُمْ কে أَوَنْتُمْ পড়া যায়। আর হামযাকে تسهيل قريب ও بعيد অনুযায়ীও পড়া যায়। দুটি হামযার মাঝখানে আলিফ আনাও জায়েয আছে। যেমন-أَاَنْتُمْ

---

১. মধ্যে নয় ঃ কেননা اسمائے مشتقه। অধিক ব্যবহৃত হয় না। এদিকে افعال। অধিক ব্যবহৃত হয় তাই তাতে تخفيف করা বেশী প্রয়োজন। অতএব فعل এর মধ্যে হামযা বিলুপ্ত হওয়া আবশ্যকীয়।

দ্বিতীয় প্রকার : مهموز-এর গردان প্রসঙ্গে

বাবে نصر থেকে مهموز فاء যেমন-اَلْأَخْذُ - ধরা।

تصریفه : أَخَذَ يَأْخُذُ اَخْذًا فهو اٰخِذٌ واُخِذَ يُؤْخَذُ اَخْذًا فهو مَاْخُوْذٌ الامر منه خُذْ والنهى عنه لَاتَأْخُذْ الظرف منه مَاْخَذٌ والالة منه مِيْخَذٌ ومِيْخَذَةٌ ومِيْخَاذٌ وتثنيتهما مَاْخَذَانِ وَمِيْخَذَانِ والجمع منهما مَاٰخِذُ وَمَاٰخِيْذُ افعل التفضيل منه اٰخَذُ والمؤنث منه اُخْذٰى وتثنيتهما اٰخَذَانِ واُخْذَيَانِ والجمع منهما اٰخَذُوْنَ واَوَاخِذُ واُخَذٌ واُخْذَيَاتٌ ـ

এ বাবের أمر[১] এর ছীগাহ خُذْ ـ خلافه قياس ـ اُوْمِنَ-এর নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয় হামযা واو দ্বারা পরিবর্তন হয়ে اُوْخُذْ হওয়াটা কিয়াসের দাবী ছিল। ঠিক একইভাবে أَكَلَ ـ يَأْكُلُ থেকে كُلْ ও أَمَرَ يَأْمُرُ থেকে مُرْ ব্যবহৃত হয়।

তবে أَمَرَ يَأْمُرُ-এর امر এর ছীগাহতে উভয় হামযা রাখাও যেতে পারে। আবার না রাখলে ও চলে। اُوْمُرْ ও مُرْ উভয়টি ব্যবহৃত হয়।[২] অত্র বাবের واحد متكلم ব্যতীত مضارع معروف এর সকল ছীগাহয় رَأْسٌ - এর কায়দা প্রযোজ্য হয়। ظرف ও مفعول এর মধ্যেও ঠিক একই কায়েদা জারি হয়। (غير مجهول (ওয়াহেদ মুতাকাল্লিম ব্যতীত) এর মধ্যে بِئْرٌ এর কায়দা এবং واحد متكلم مضارع ও افعل التفضيل এর মধ্যে بُؤْسٌ এর কায়েদা জারি হয়। তে جمع এর تفضيل এর اٰمَنَ এ معروف واحدمتكلم এর কায়দা এবং واحد متكلم مضارع مجهول এর মধ্যে اُوْمِنَ এর কায়দা প্রযোজ্য হয়। এভাবে সকল ছীগাহ বুঝে মুখস্ত করে নিতে হবে।

---

১. امرএর ছীগাহ : خُذْ ও كُلْ এর মধ্যে হামযা বিলুপ্ত করা ওয়াজিব, তবে সেটি আবার خلاف قياس

২. উভয়টি ব্যবহৃত হয়: তবে যদি বক্যের শুরুতে আসে তাহলে হামযা বিলুপ্ত করা অধিক فصيح - যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلٰوةِ
আর যদি বাক্যের মাঝখানে আসে, তাহলে হামযা সহকারেই অধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআন কারীমে আছে- وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ "

باب ضرب থেকে مهموز فاء - اَلْاَسْرُ বন্দী করা।

تصريفه : اَسَرَ يَاْسِرُ اَسْرًا الخ

এ বাবের ছীগাহসমূহে باب اَخَذَ এর- মতই تعليل হবে। তবে امر এর ছীগাহ اِيْسِرْ এ اِيْمَانٌ-এর কায়েদা প্রয়োগ হবে। ثلاثى مجرد এর অন্যান্য বাব সমূহের گردان এভাবে করে নিতে হবে। باب افتعال থেকে مهموز فاء যেমন-اَلْاِيْتِمَارُ (আনুগত্য স্বীকার করা)

اِيْتَمَرَ يَاْتَمِرُ اِيْتِمَارًا فهو مُوْتَمِرٌ واُوْتُمِرَ يُوْتَمَرُ اِيْتِمَارًا فهو مُوْتَمَرٌ الامر منه اِيْتَمِرْ والنهى عنه لَاتَاْتَمِرْ الظرف منه مُوْتَمَرٌ۔

مصدر ও امرحاضر معروف ، ماضى معروف এর মধ্যে اِيْمَان এর কায়েদা জারী হয়েছে।

ماضى مجهول -এর ক্ষেত্রে اُوْمِنَ ও مضارع معروف এর ক্ষেত্রে رَاسٌ আর مضارع مجهول ، فاعل ۔ مفعول ও ظرف এর ছীগাহসমূহে ও يُؤْسٌ - এর কায়েদা প্রযোজ্য হয়।

باب استفعال থেকে مهموز فاء যেমন-اَلْاِسْتِيْذَانُ অনুমতি চাওয়া-

تصريفه : اِسْتَاْذَنَ الخ এ বাব ও ثلاثى مزيد فيه -এর অন্যান্য বাব সমূহের ছীগাহসমূহ পূর্বের ছীগাহগুলোর মত বুঝে নিবে। এ গুলোর تعليل তেমন কঠিন নয়।

জ্ঞাতব্য : ثلاثى مجرد -এর مهموز عين এর ماضى এর ছীগাহসমূহে - بين بين এর কায়েদা প্রযোজ্য হবে। আর مضارع ও امر এর ক্ষেত্রে يَسَلُ-এর কায়েদা প্রযোজ্য। باب ضَرَبَ -এর زَارَ يَزْئِرُ - باب فَتَحَ -এর سَاَلَ ۔يَسْاَلُ

আর বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ - এর سَئِمَ يَسْاَمُ ۔ باب كَرُمَ -এর لَؤُمَ يَلْئُمُ এর আমরের ক্ষেত্রে যখন يَسَلُ এর নিয়ম প্রযোজ্য হবে, তখন همزه وصل বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

اِزْئِرْ কে زِرْ, اِسْاَلْ কে سَلْ ۔ اِسْئَمْ কে سَمْ ও اُلْئُمْ কে لُمْ বলা যাবে। এগুলোর রূপান্তরের তরীকা নিম্নরূপ-

زِرْ – زِرَا ۔ زِرُوْا ۔ زِرِىْ ۔ زِرْنَ

سَلْ ۔ سَلَا ۔ سَلُوْا ۔ سَلِىْ ۔ سَلْنَ ۔ لُمْ ۔ لُمَا ۔ لُمُوْا ۔ لُمِىْ ۔ لُمْنَ

ابواب مزيد فيه-এর مهموز عين এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করে নিতে হবে।

ফায়েদা ঃ مهموز لام এর অধিকাংশ ছীগাহয় (যেমন قَرَأَ يَقْرَأُ) بين بين এর নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে। واحد ماضى مجهول - যেমন- قُرِئَ তে مِيَرٌ

همزه منفرده এর নিয়ম امر ও مضارع مجزوم -এর সকল ছীগাহয় ساكنه-এর নিয়ম প্রযোজ্য হয়। অতএব لَمْ يَقْرَأْ ও اِقْرَأْ এর হামযা আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে। لَمْ يَرْدُؤْ ও اُرْدُؤْ -এর মধ্যকার হামযা واو আর مكسور العين এর হামযা ياء হয়ে যায়। ابواب ثلاثى مزيد فيه -এর

مهموز عين ও لام এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত কায়েদা কানুনের মাধ্যমে ছীগাহসমূহের تعليل করে নিবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ معتل -এর আলোচনা

এতে পাঁচটি প্রকার রয়েছে।

প্রথম প্রকার - معتل এর নিয়মাবলী প্রসঙ্গে -

কায়েদা -১ প্রত্যেক ঐ واو বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেটি علامت مضارع যবরবিশিষ্ট হরফ ও كسره এর মাঝে হয় অথবা এমন একটি শব্দের فتحه -এর মাঝে হয় যেটির عين অথবা لام كلمه তে-حرف حلقى হয়। যেমন يَعِدُ- يَسَعُ ও - يَهَبُ -ইত্যাদি [এখানে علامت مضارع বলে ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে] এ কায়েদাটি ياء - এর ক্ষেত্রে মূল ধরে مضارع -এর অন্য ছীগাহসমূহকে তাবে' বলা অনর্থক। অনুরূপভাবে يَهَبُ - এর ছীগাহসমূহে এ কথা বলা যে, মূলতঃ এটি مكسور العين -ই ছিল। পরিশেষে حرف حلقى-এর প্রতি লক্ষ্য করে আইন কালেমাতে فتح দেওয়া হয়েছে। এটা অযথা উক্তি ছাড়া কিছুই নয়। আমরা যেভাবে বলেছি সেটাই সঠিক[৩১] ও সুন্দর। صاحب منظوم ও এটাকে পছন্দ করেছেন।

কায়েদা -২ যে সকল مصدر - فِعْل এর ওজনে আসে সে সকল মাসদারের فاء কলেমার واو বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে عين কালেমাকে যের প্রদান করে শেষে تاء (ة) বাড়াতে হয়। مضارع مفتوح العين এর মাসদারের فتح ও দেওয়া হয়। যেমন- سِعَةٌ - زِنَةٌ - عِدَةٌ মূলতঃ ছিল وِسْعٌ ، وِعْدٌ ও وِزْنٌ

৩১. সঠিক ঃ মুসান্নেফ রহ. এর বক্তব্যের উপরও প্রশ্ন উথাপিত হয়। তা এই যে, وَسِخَ يَوْسَخُ وَسَخًا ও وَجِعَ يَوْجَعُ وَجَعًا এর লাম কলেমা حرف حلقى আর علات مضارع مفتوحه ও فتحه এর মাঝে واو এসেছে। কিন্তু واو বিলুপ্ত হল না।

কায়েদা – ৩ واؤ ساكن غير مدغم যেরের পরে ইয়া হয়ে যায়। যেমন- مِيْعَادٌ মূলত ঃ مِوْعَادٌ ছিল। اِجْلِوَّاذٌ এর মধ্যে পরিবর্তন হবে না। যেহেতু এতে শর্ত পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে يائے ساكن غير مدغم পেশের পরে মূলতঃ واؤ হয়ে যায়। যেমন-مُوْسِرٌ - এটি মূলতঃ مُيْسِرٌ ছিল। مُيَّزَ - এর মধ্যে শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে কোন রূপ পরিবর্তন হয়নি। ঠিক একই ভাবে واؤ الف بعد ضمه হয়ে যায়। যেমন-قُوْتِلَ - আর যেরের পর ইয়া হয়ে যায়। যেমন-مَحَارِيْبُ এটি مِحْرَابٌ - এর جمع -

কায়েদা –৪ افتعال এর ফা কলেমা واؤ অথবা يائے اصلى হলে সেটি تاء দ্বারা পরিবর্তন হয়ে افتعال এর تاء - এর মধ্যে এদগাম হয়ে যায়। যেমন- اِوْتَقَدَ থেকে اِتَّقَدَ- اِيْتَسَرَ থেকে اِتَّسَرَ-

কায়েদা –৫ واؤ مضموم ومكسور শুরু কালেমায় এবং واؤ مضموم - মাঝখানে মূলতঃ হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয আছে। যেমন- اِشَاحٌ اُقِّتَتْ أَدْوُرٌ - أُجُوْهٌ আসলে ছিল وُجُوْهٌ - وِشَاحٌ - وُقِّتَتْ - أَدْوُرٌ - তবে শুরুতে যবরবিশিষ্ট واؤ কে হামযা দ্বারা বদল করা شاذ -যেমন- اَحَدٌ ও اَنَاةٌ[১]

কায়েদা –৬ দুইটি واؤ - متحرك কালেমার শুরুতে আসলে প্রথমটিকে হামযার দ্বারা পরিবর্তন করা ওয়াজিব। যেমন- وَوَاصِلُ থেকে اَوَاصِلُ ইহা وَاصِلَةٌ - এর جمع - অনুরূপভাবে وُوَيْصِلُ থেকে اُوَيْصِلُ -ইহা وَاصِلٌ - এর تصغير -

কায়েদা –৭ يائے متحرك যবরের পরে আলিফ হয়ে যায়। তবে ৮টি শর্ত সাপেক্ষে। واو متحرك

(১) ফা কালেমায় না হওয়া। তাই فَوْعَدَ - تَوَفِّى ও تَيَسَّرَ এর মধ্যকার واؤ ও ياء আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না।

(২) عين لفيف না হওয়া। যেমন- حَيِىَ - طَوٰى

(৩) تثنيه - এর আলিফের পূর্বে না হওয়া। যেমন - دَعَوَا ও رَمَيَا

(৪) مده زائده -এর পূর্বে না হওয়া। যেমন-طَوِيْلٌ - غَيُوْرٌ ও غَيَابَةٌ ইত্যাদি।

---

১. قوله اناة ঃ اناة শব্দের অর্থ অলস মেয়ে.

[১] তবে فَعَلُوْا - يَفْعَلُوْنَ . تَفْعَلُوْنَ এর واو এবং تَفْعَلِيْنَ ছীগাহর ياء যেহেতু আলাদা কালেমা ও فِعْل এর فَاعِل - অতিরিক্ত مده নয়, তাই এগুলোর পূর্বেকার ياء ও واو আলিফ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে اجتماع ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- دَعَوْا - يَخْشَوْنَ- تَخْشَوْنَ - تَخْشَيْنَ

(৫) তাশদীদ যুক্ত ইয়া ও নুনে তাকীদের পূর্বে না হওয়া। যেমন - اِخْشَيَنَّ . عَلَوِيٌّ

(৬) لون ও عيب এর অর্থে না হওয়া।[২] যেমন- عَوِرَ . صَيِدَ -

(৭) فَعَلَانٌ . فَعَلَى ও فَعَلَةٌ -এ ওজনে না হওয়া। যেমন-

حَوَكَةٌ ও سَيَلَانٌ - دَوَرَانٌ - حَيَدَى . صَوَرَى

(৮) افتعال . تفاعل এর অর্থেনা হওয়া। যেমন- اِعْتَوَرَ . اِجْتَوَرَ - এর অর্থ- تَعَاوَرَ ও تَجَاوَرَ মূল কায়েদার উদাহরণ قَالَ . بَاعَ . دَعَا . رَمَى . بَابٌ . نَابٌ

যদি এ প্রকার আলিফের (অর্থাৎ যে আলিফ واو অথবা ياء থেকে পরিবর্তন হয়ে এসেছে) পরে অথবা ساكن এর-فعل ماضى তাءে تانيث আসে (যদি ও সেটা متحرك হয়) তাহলে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যেমন- دَعَتْ - دَعَتَا - دَعَوْا ও تَرْضَيْنَ

ماضى معروف এর ছীগাহসমূহে جمع مؤنث غائب থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আলিফ বিলুপ্ত করার পর واوى مفتوح العين ومضموم العين - এর "ফা" কালেমায় পেশ আর يائى ও واوى مكسور العين এর ফা কালেমায় যের দিতে হয়ে। যেমন- قُلْنَ . طُلْنَ . بِعْنَ ও خِفْنَ

---

১. তবে فعلوا ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি এই যে, فعل ماضى এর صيغة جمع مذكر غائب وحاضر এর مضارع আর صيغة جمع مذكرغائب - এর মধ্যে যখন লাম কালেমা واو অথবা ياء হয়, তখন এগুলিকে ৭ নং - নিয়মানুসারে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা অসমীচীন। কেননা সেই واو টি مدة زائدهএর পূর্বের হরফ। অথচ دعوا এর মধ্যে واو কে আর تخشون ও يخشون এর মধ্যে ياء কে আলিফ দ্বারা বদল اجتماع ساكنين এর কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে/ অনুরূপভাবে مضارع এর صيغة واحد مؤنث حاضر এর মধ্যকার واو এবং ياءআলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা অসমীচীন। কেননা সে ياء টি مدة زائده এর পূর্ব বর্ণ। অথচ خشين এর মধ্যে যেটি মূলতঃ تَخْشَيِيْنَ ছিল। "ى" কে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে।

২. عور ঃ এক চক্ষু বিশিষ্ট হয়ে গেল। صيد বাঁকা গর্দান ওয়ালা হয়ে গেল। حيداى - অহংকারী চলন। حوكة এটি حائك এর جمع যার অর্থ "কাপড় বয়নকারী تعاورا - ধীরে ধীরে নেওয়া।

কায়েদা -৮ واو এবং ياء এর পূর্বে সাকিন হলে واؤ অথবা ياء এর হরকত ماقبل- এ দিয়ে দিতে হয়। অতঃপর واؤ অথবা ياء এর হরকত যদি যবর থাকে, তাহলে واؤ অথবা ياء কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। [৭ নং কায়েদায় উল্লেখিত শর্ত সমূহ অত্র কায়েদার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য] যেমন-

يُبَاعُ ও يَبِيعُ- يَقُوْلُ- يُقَالُ

এ ধরনের واؤ অথবা ياء এর পরে ساكن হলে পেশ ও যেরের অবস্থায় হরফ দুইটি স্বয়ং বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যবরের অবস্থায় সেগুলোর পরিবর্তে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

رَتِبْيَانٌ ، এর মধ্যে শর্ত يَطْوِىْ ও يَحْيٰى এর মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত, مَنْ وَعَدَ مِقْوَالٌ، مِحْوَالٌ ও تَمْيِيْزٌ এর মধ্যে চতুর্থ শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে হরকত নকল করা হয়নি। তবে مفعول এর واو চতুর্থ শর্ত থেকে ব্যতিক্রম। তাই مَقُوْلٌ ও مَبِيْعٌ এর মধ্যে হরকত পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। يَصْيَدُ - يَعْوَرُ - مُسْوَدَّةٌ ও اَبْيَضُ - اَسْوَدُ ছীগাহসমূহে ষষ্ঠ শর্তের কারণে হরকত নকল করা হয়নি।

افعل التفضيل - فعل تعجب ও ملحقات - এর ছীগাহসমূহের ক্ষেত্রে অত্র কায়েদা অনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই বলে شَرْيَفَ - مَاأَقْوَلَهُ - اَقْوِلْ بِهِ ও جهور এর মধ্যে হরকত পরিবর্তন করা হয় নাই।

কায়েদা -৯ ماضى مجهول এর আইন কালেমার واو এবং يا এর হরকত, তার পূর্বের হরফকে সাকিন করে সে হরফে দিয়ে দিতে হয়। অতঃপর يا- واؤ হয়ে যায় যেমন- قِيْلَ - بِيْعَ - اُخْتِيْرَ ও اُنْقِيْدَ পূর্ববর্তী হরকত ঠিক রেখে واؤ অথবা ياء কে সাকিন করে রাখাও জায়েয আছে। এ অবস্থায় ياء - واؤ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমন - اُنْقُوْدَ - قُوْلَ - ابدال - بُوْعَ - اُخْتُوْرَ অর্থাৎ, হরকত পূর্বের হরফে দিয়ে দেওয়ার সময় যেরকে পেশের দিকে مائل করে اشمام[১] করা জায়েয আছে। যেমন- قِيْلَ ও بِيْعَ এভাবে পড়া যে, যথাক্রমের قاف ও يا -এর যেরের মধ্যে পেশের চিহ্ন পাওয়া যায়।

এ কায়েদার ক্ষেত্রে معروف -এর মধ্যে تعليل হওয়া শর্ত। অতএব اُعْتُوِرَ ছীগাহটিতে تعليل হবে না। যখন এ প্রকার ياء দু সাকিন এক জায়গায় جمع হওয়ার কারণে جمع مؤنث غائب থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ছীগাহসমূহে বিলুপ্ত হয়ে যায়,

---

১. اشمام: কোন একটি হরকত এভাবে উচ্চারণ করা যে, তাতে অন্য একটি হরকতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তোমরা কোন একজন কারীসাহেব থেকে মশ্‌ক্ব করে নিও।

তখন مفتوح العين হলে ফা কালেমায় পেশ হয় এবং مكسور العين واوى বা يائى হলে ফা কালেমায় যের হয়। এখানে مضموم العين এ জন্য উল্লেখ করা হয়নি কেননা مضموم العين সর্বদা باب كرم থেকে আসে আর باب كرم لازم। তার مجهول হয় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ও معروف ও مجهول-এর ছীগাহসমূহ একই রূপ ধারণ করে। যেমন قُلْتُ - بِعْتُ - خِفْتُ

জ্ঞাতব্য ঃ اِسْتِفْعَال[১] مجهول-এর ছীগাহতে অত্র কায়েদার হরকত পরিবর্তন হয় নাই। বরং ৮ নং কায়েদা অনুযায়ী হয়েছে। এ কারণে এতে قِيْلَ এর সকল অবস্থা (যেমন قُوْلَ বা اشمام প্রযোজ্য হবে না।

কায়েদা -১০ (الف) نَفْعَلُ ও اَفْعَلُ - تَفْعَلُ - يَفْعَلُ ছীগাহসমূহের মধ্যে যদি লাম কালেমায় واؤ অথবা ياء হয় তাহলে পেশ ও যেরের পরে হলে সাকিন হয়ে যায়, আর যবরের পরে হলে পেশ ও যেরের পরে হলে সাকিন হয়ে যায়, আর যবরের পরে হলে "قَالَ"-এর কায়েদা অনুযায়ী আলিফ হয়ে যায়। যেমন–
يَخْشٰى ـ يَرْمِىْ ـ يَدْعُوْ ـ يَرْضٰى

(ب) যদি واؤ পেশের পরে হয়ে এর পরে আরেকটি و হয় অথবা ى যেরের পরে হয়ে এর পরে আরেকটি ى হয়, তাহলে পেশের পরের و এবং যেরের পরের ى সাকিন হয়ে দু সাকিন এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন–يَدْعُوْنَ ـ تَرْمِيْنَ - মূলতঃ يَدْعُوُوْنَ ও تَرْمِيِيْنَ ছিল।

(ج) আর যদি "و" পেশের পরে হয়ে এর পরে "ى" হয়। [যেমন تَدْعِيْنَ মূলতঃ تَدْعُوِيْنَ ছিল] অথবা "ى" যেরের পরে হয়ে উহার পরে "و" হয় (যেমন يَرْمُوْنَ মূলতঃ ছিল يَرْمِيُوْنَ (তাহলে ماقبل কে সাকিন করে "و" এবং ى এর হরকত তাতে দিয়ে দিতে হয়। অতপর "و" বর্ণটি "ى" আর "ى" বর্ণটি "و" হয়ে اجتماع ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন لَقُوْا ـ رُمُوْا মূলতঃ ছিল لَقِيُوْا ও رُمِيُوْا

কায়েদা – ১১ কালেমার শেষের "و" যেরের পরে হলে "ى" হয়ে যায়। যেমন-
دُعِىَ ـ دُعِيَا ـ دَاعِيَانِ ـ دَاعِيَةٌ মূলতঃ دُعِوَ ছিল।

---

১. استفعال এর مجهول ঃ যেমন اُسْتُخِيْرَ - এতে ৯ নং নিয়ম প্রযোজ্য হয়নি। يُقُوْلُ ও يَبِيْعُ এর কায়েদা প্রযোজ্য হয়েছে। কেননা اُسْتُخِيْرَ এর ى মূলতঃ যের বিশিষ্ট ও ماقبل সাকিনযুক্ত ছিল। এতে শুধুমাত্র ى এর হরকত ماقبل কে দেওয়া হয়েছে। পূর্বের বর্ণ সাকিন করার প্রয়োজন হয়নি। কেননা পূর্বের বর্ণ নিজেই সাকিনযুক্ত ছিল। استفعال এর মধ্যে قيل এর, অন্য একটি রূপ অর্থাৎ قول এর মত استخور পড়া যাবে না। তাছাড়া اشمام ও করা যাবে না। কেননা اشمام ৯ নং নিয়মের সাথে খাছ। আর باب استفعال এর ৮ নং কায়েদা জানা হয়েছে।

কায়েদা -১২ কালেমার শেষ বর্ণের "ى" পেশের পরে হলে "و" হয়ে যা।। যেমন-نهو মূলতঃছিল نهى -

কায়েদা -১৩ ঃ মাসদারের আইন কালেমার "و"যেরের পরে হলে ইয়া হয়ে যায়। তবে এর فعل এর মধ্যে تعليل হওয়া চাই। যেমন-قِيَامٌ - এটা فعل - قام-এর মাসদার। অনুরূপভাবে صِيَامًا এটা فعل - صام - এর মাসদার।। قَاوَمَ - فعل-এর মাসদার। قِوَامًا এ শর্ত না পাওয়ার কারণে তালীল হবে না। এ تعليل টি-ই جمع عين-এর "و" - এর মধ্যে হয়। তবে শর্ত হলো। واحد - এর মধ্যে واو বর্ণটি ساكن অথবা معلل হওয়া। যেমন- حِيَاضٌ ইহা حَوْضٌ - এর جمع

কায়েদা - ১৪ঃ যে واو এবং يـاء কোন হরফ থেকে পরিবর্তন হয়ে আসেনি, সে واو এবং يـاء যদি غير ملحق এর একত্রিত হয়ে যায় ও প্রথমটি সাকিন হয়, তাহলে واو কে يـاء দ্বারা পরিবর্তন করে يـاء এর মধ্যে ادغام করে দিতে হয়। অতঃপর ماقبل এর পেশ যের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন-سَيِّدٌ - مَرْمِيٌّ - مُضِيٌّ শেষোক্ত শব্দটি- مَضَى - يَمْضِيْ -এর মাসদার। মূলতঃ ছিল مُضُوْيٌ- এটাতে আইন কালেমার সাদৃশ্য বজায় রেখে মীম বর্ণে যের দিয়ে مِضِيٌّ পড়াও বৈধ আছে। يَاْوِيْ থেকে امرحاضر - ايو-এর মধে "ى" বর্ণটি همزه থেকে পরিবর্তি হয়ে এসেছে বিধায়, আর ضَيْوَنٌ ৩৭ মুলহাক্ব হওয়ার কারণে অত্র কায়েদা জারী হয়নি।

কায়েদা -১৫ فُعُوْلٌ ওজনের শেষে যদি দুটি واو একত্রিত হয়, তাহলে দুটিকেই "ى" দ্বারা পরিবর্তন করে এদগাম করে দিতে হয়। আর পূর্বের পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। "ফা" কালেমাতেও যের দেওয়া যেতে পারে। যেমন -دَلْوٌ - এর جمع - دُلُوْوٌ - অত্র কায়েদা অনুযায়ী دُلِيٌّ হয়ে গেল।

কায়েদা -১৬ اسم - এর লাম কালেমায় যে "و" টি পেশের পরে হয়, সেটি যেরের পরে হয়ে "ى" হয়ে যায়, অতঃপর সাকিন হয়ে তানভীন সহ দু সাকিন এক জায়গায় হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন-دَلْوٌ - এর جمع -اَدْلُوٌ অত্র কায়েদা অনুযায়ী এটাকে اَدْلٍ পড়া যায়। অনুরূপভাবে تَفَاعَلَ ও تَفَعَّلَ - এর মাসদার تَعَالٍ ও تَعَلٍّ

---

৩৭. ضيون ঃ এর অর্থ "বিড়াল" (পুঃ) এর جمع -

৩৮. হামযা দ্বারা ঃ তবে কখনও কখনও اسم فاعل - এর মধ্যকার حرف علت বিলুপ্ত করা হয়। যেমন-هار -মূলত ঃ ছিল هائر- আল্লাহ বলেন- عَلٰى شَفَا جُرُفٍ

আর পেশের পরে "ى" থাকলে সেটাও যেরের পরে পতিত হয়ে যায় এবং সাকিন হয়ে اجتماع ساكنين - এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন-أَظْبُيٌ থেকে أَظْبٍ ইহা ظَبْيٌ এর جمع

কায়েদা -১৭ যে "و" অথবা ياء - فَاعِلٌ - এর আইন কালেমায় হয় সেটি হামযা দ্বারা [৩৮] পরিবর্তন করতে হয়। তবে শর্ত হল فعل এর মধ্যে تعليل হওয়া চাই। যেমন- قَائِلٌ - بَائِعٌ আসলে ছিল قَاوِلٌ - بَايِعٌ

কায়েদা -১৮ অতিরিক্ত ইয়া, ওয়াও এবং আলিফ الف مفاعل -এর পরে হলে হামযা হয়ে যায়। যেমন- عَجَاوِزُ থেকে عَجَائِزُ এটা عَجُوزٌ - এর شَرَايِفُ থেকে شَرَائِفُ এটা شَرِيْفَه - এর جمع জমع

কায়েদা -১৯ কালেমার শেষ বর্ণে "و" অথবা "ى" الف زائد এর পরে হলে সেটি হামযা হয়ে যায়। যেমন- دُعَاوٌ থেকে دُعَاءٌ - رُوَايٌ থেকে رُوَاءٌ এ দুটি মাসদার। دِعَايٌ থেকে دِعَاءٌ - اَسْمَاوٌ থেকে اَسْمَاءٌ এটা اِسْمٌ এর جمع এটি মূলতঃ ছিল سِمْوٌ অনুরূপভাবে حَيٌّ এর جمع اَحْيَاءٌ এমনিভাবে رِدَاءٌ ও كِسَاءٌ এ দুটি اسم جامد মূলতঃছিল رِدَايٌ ও كِسَاوٌ

কায়েদা -২০ ঃ যে "و" চতুর্থ অথবা তার পরের কালেমায় হয় এবং পেশ অথবা "و" সাকিনের পরে না হয় সেটি "ى" হয়ে যায়। যেমন- اِسْتَعْلَيْتُ - اَعْلَيْتُ - يُدْعَيَانِ অভিজ্ঞ সরফবিদগণেরর মতে مِدْعَاءٌ এর جمع مَدَاعِيٌّ যেটি মূলতঃ ছিল مَدَاعِيُوٌ অত্র কায়েদার মাধ্যমে ইদগামযুক্ত হয়েছে। এতে سَيِّدٌ এর কায়েদা প্রযোজ্য হয় নাই। কেননা مَدَاعِيُوٌ এর ইয়া আলিফ থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে।

কায়েদা -২১ ঃ আলিফ- بعد ضمه -"و"হয়ে যায়। যেমন - ضُوَيْرِبٌ আর كسره এর পরে ইয়া হয়ে যায়। যেমন- مَحَارِيْبُ এটা مِحْرَابٌ ضُوَيْرِبٌ এর جمع

কায়েদা -২২ ঃ جمع مؤنث سالم ও تثنيه এর আলিফের পূর্বের الف زائد "ى" হয়ে যায়। যেমন- حُبْلَيَانِ - حُبْلَيَاتٌ এখানে حُبْلٰى - এর الف হয়ে গিয়েছে।

কায়েদা -২৩ঃ যে ইয়া فُعْلٌ (صيغه جمع) এবং فُعْلٰى (صيغه مؤنث) - এর আই কালেমায় হয় সেটি صيغهٔ صفت এর ক্ষেত্রে যেরের পরে হয়ে

যায়। অর্থাৎ পূর্বের পেশ যের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন بِيْضٌ এটা بَيْضَاءُ এর জমع এবং حِيْكَى [১] মূলতঃ ছিল حُيُكَى – আর اسم এর মধ্যে ৩ নং কায়েদা অনুযায়ী "و" হয়ে যায়। اسم - اسم تفضيل এর হুকুমেই; যেমন- طُوْبَى ও كُوْسَى যথাক্রমের اَطْيَبُ ও اَكْيَسُ এর - مؤنث - মূলতঃ ও طُيْبَى ও كُيْسَى ছিল।

কায়েদা –২৪ঃ فَعْلُوْلَةٌ মাসদারের আইন কালেমার "و" ইয়া দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন- كَيْنُوْنَةٌ মূলতঃ ছিল كَوْنُوْنَةٌ

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সরফবিদগণ এ কায়েদাটি আরো দীর্ঘ করে ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন। كَيْنُوْنَةٌ মূলতঃছিল كَيْوُنُوْنَةٌ -প্রথমে سَيِّدٌ "و" এর কায়োদায় "ى" দ্বারা পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা বলেছি সেটাই বাস্তব ও সঠিক।

কায়েদা –২৫ اَفَاعِلُ ও مَفَاعِلُ এবং যে সকল ছীগাহ এগুলোর সাদৃশ [২] সেগুলোর শেষে যদি "ى" হয়, তাহলে معرف باللام অথবা مضاف হলে حالت رفعى ও جرى তে সাকিন হয়ে যায়। যেমন- هٰذِهِ الْجَوَارِىْ وَجَوَارِيْكُمْ ও مَرَرْتُ بِالْجَوَارِىْ وَجَوَارِيْكُمْ আর লাম ও اضافت না হলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তানভীন আইন কালেমায় এসে যায়। যেমন- مررت بجوار ۔ هذه جوار এদিকে حالت نصبى তে সর্বদা যবরবিশিষ্ট হয়। যেমন-رأيت الجوارى ۔ رأيت جوارى

কায়েদা –২৬ ঃ فُعْلٰى (পেশ দ্বারা) এর লাম কালেমার "و" اسم جامد এর ক্ষেত্রে "ى" হয়ে যায়। আর صفت এর ছীগাহর মধ্যে নিজস্ব অবস্থায় থাকে। اسم تفضيل ۔ جامد -এর হুকুমেই। যেমন- دُنْيَا ۔ عُلْيَا মূলতঃ دُنْوَا ও عُلْوَا আর فعلى (ফা কালেমায় যবর দ্বারা)- এর লাম কালেমার "و"- "ى" যায়। যেমন- تَقْوٰى মূলতঃছিল تَقْيَا

---

১. حكى ঃ ইহা حَاكَ ۔ يَحِيْكُ (حِيْكًا ও حِيْكَانًا) থেকে নির্গত-বাঁকা হয়ে চলা - বিলাসিতা করা।

২. সাদৃশ ঃ আমার মতে نظائر দ্বারা উদ্দেশ্যে ঐ সকল اسم – যেগুলোর শেষে بائے متحرك ও ماقبل ও مكسور হয়। যেমন - رامى - কেননা এতে ও হুবহু এ কায়েদাটি জারি হয়, যেটি جوار এর মধ্যে জারি হয়। আমার এই ব্যাখাটি এই জন্য যে, যদি এ ব্যাখ্যা না করা হয় তাহলে رام এর মত শব্দসমূহ অত্র নিয়ম থেকে বের হয়ে যায়। অথচ মুসান্নিফ রহ. এগুলোর জন্য নতুন কোন নিয়ম বর্ননা করেন নি।

দ্বিতীয় প্রকার مثال এর রূপান্তর প্রসঙ্গে

اَلْوَعْدُ وَالْعِدَةُ থেকে باب ضَرَبَ - مثال واوى (অঙ্গীকার করা)

تصريفه ـ وَعَدَ ـ يَعِدُ وَعْدًا وعِدَةً فهو وَاعِدٌ ووُعِدَ يُوْعَدُ وَعْدًا وعِدَةً فهو مَوْعُوْدٌ الامر منه عِدْ والنهى لَاتَعِدْ الظرف منه مَوْعِدٌ والالة منه مِيْعَدٌ ومِيْعَدَةٌ ومِيْعَادٌ وتثنيتهما مَوْعِدَانِ ومِيْعَدَانِ والجمع منهما مَوَاعِدُ ومَوَاعِيْدُ افعل التفضيل منه اَوْعَدُ والمؤنث منه وُعْدٰى تثنيتهما اَوْعَدَانِ ووُعْدَيَانِ والجمع منهما اَوْعَدُوْنَ واَوَاعِدُ ووُعَدٌ ووُعْدَيَاتٌ ـ

مضارع معروف থেকে ১ নং (يَعِدُ -এর কায়েদা) কায়েদা অনুসারে এবং عِدَةٌ থেকে ২নং কায়েদা অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়েছে।

ماضى مجهول এর মধ্যে ৫ নং কায়েদা অনুসারে وُعِدَ এর স্থানে اُعِدُ পড়া যায়। اسم تفضيل مؤنث এরও একই অবস্থা (যেমন وُعْدٰى এর স্থলে (اعدى اسم فاعل مؤنث-এর جمع مكسر وَوَاعِدُ আসলে اَوَاعِدُ ছিল। প্রথম واؤ ৬ নং কায়েদা অনুসারে হামযা হয়ে গিয়েছে। اسم اله এর "و" ৩ নং নিয়মের ভিত্তিতে "ى" হয়ে গেল। যথা مِوْعَدٌ থেকে مِيْعَدٌ

কিন্তু تصغير ـ جمع مكسر ও مَوَاعِيْدُ ـ مُوَيْعِيْدٌ এর "و" ফিরে এসেছে। কেননা سبب تعليل অর্থাৎ সাকিনযুক্ত واؤ এবং এর পূর্বে যের অবশিষ্ট নেই।

اَلْمَيْسِرُ[৪২] থেকে باب ضَرَبَ ـ مثال يائى (জুয়া খেলা) **اَلْمَيْسِرُ**

تصريفه : يَسَرَ ، يَيْسِرُ ، مَيْسِرًا فهو يَاسِرٌ الخ

مضارع مجهول এর "ى" ৩নং নিয়মানুসারে "و" হয়ে গেল। এ বাবে উল্লেখিত تعليل টি ব্যতিত অন্য কোন تعليل হয় নাই।

বিঃ দ্রঃ এ সকল গর্দানে মুসান্নিফ রহ. নিয়মাবলীর নম্বরের হাওয়ালা দিয়েছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা যায় যে, ছাত্ররা সাধারণতঃ নম্বর ভুলে যায়। একারণে সবচেয়ে ভাল ছিল উদাহরণের হাওয়ালা দেওয়া। যেমন এভাবে বলা যে, يعد এর কায়েদা বা عدة - এর কায়েদা। উস্তাদগণ সকল ছীগাহর تعليل ছাত্রদের দ্বারা বের করিয়ে নিবেন। যে সকল শব্দের تعليل মুসান্নিফ রহ. করে দেখাননি, সেগুলোও শিখিয়ে দিবেন।

৪২. الميسر ঃ আল্লাহ বলেন- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ـ

مثال واوى - باب سَمِعَ থেকে **اَلْوَجَلُ**[১] (ভয় করা)

تصريفه : وَجِلَ يَوْجَلُ الخ

وُجِلَ ও وَجِلَ । অর্থাৎ اِيْجَلْ ও الـه এর মধ্যকার "و" হামযা হয়ে গেল। امر حاضر ছীগাহদ্বয়ের "و" হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে। অত্র বাবে এছাড় অন্য কোন تعليل হয় নি।

مثال واوى - سَمِعَ يَسْمَعُ থেকে আরেকটি মাসদার
اَلسَّعَةُ وَالْوَسْعُ (সুযোগ রাখা/প্রশস্ত হওয়া)

تصريفه : وَسِعَ يَسَعُ الخ

مثال واوى - باب فَتَحَ থেকে اَلْهِبَةُ (দান করা) الخ وَهَبَ يَهَبُ هِبَةً এই দু'বাবের مضارع معروف এর "و" ১ নং কায়েদা অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। وَسِعَ - فعل এর মাসদারের ফা কালেমা বিলুপ্ত করে আইন কালেমাকে যের দেওয়া হয়েছে। তবে এটাতে যবর ও দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য ছীগাহসমূহের تعليل - وَعَدَ يَعِدُ এর মতই।

مثال واوى - باب حَسِبَ يَحْسِبُ থেকে اَلْوَمْقُ وَالْمِقَةُ (ভালবাসা)

تصريفه : وَمِقَ يَمِقُ الخ

এ বাবের ছীগাহসমূহের تعليل হুবহু وَعَدَ يَعِدُ এর ছীগাহসমূহের মত। উল্লেখিত বাবগুলোতে আমরা যে تعليل পেশ করেছি, তা ছাড়া অন্য কোন تعليل হয় নাই। সব কটির گردان - صرف كبير এর অনুযায়ী করে নিতে হবে।

مثال واوى - باب اِفْتِعَال থেকে اَلْاِتِّقَادُ (আগুন জ্বালানো)- اِتَّقَدَ - اِتِّقَادًا الخ

- يَتَّقِدُ এ বাব থেকে مثال يائى - اَلْاِتِّسَارُ (জুয়া খেলা)

اِتَّسَرَ يَتَّسِرُ اِتِّسَارًا الخ

অত্র বাবদ্বয় ৪ নং কায়েদা অনুসারে "و" এবং "ى" "তা" দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে এদগামযুক্ত হয়ে গেল।

باب اِسْتِفْعَال থেকে مثال واوى اَلْاِسْتِيْقَادُ (আগুন জ্বালানো) اِسْتَوْقَدَ الخ

باب اِفْعَال থেকে مثال واوى - اِيْقَادًا الخ - اَوْقَدَ - يُوْقِدُ

اِسْتِيْقَادٌ ও اِيْقَادٌ উভয়টির অর্থ আগুন প্রজ্বলিত করা। উভয়টির "و" ৩ নং কায়েদা অনুযায়ী "ى" হয়ে গেল।

অত্র চার বাবে উল্লেখিত দুটি اعلال ব্যতীত অন্য কোন اعلال হয়নি।

---

১. الوجل ঃ কুরআনে আছে قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ

তৃতীয় প্রকার أجوف এর রূপান্তর প্রসঙ্গে

اَلْقَوْلُ – اجوف واوى থেকে باب نَصَرَ يَنْصُرُ বলা

تصريفه : قَالَ يَقُوْلُ قَوْلًا فهو قَائِلٌ وقِيْلَ يُقَالُ قَوْلًا فهو مَقُوْلٌ الامر منه قُلْ والنهى عنه لَاتَقُلْ الظرف منه مَقَالٌ والالة منه مِقْوَلٌ ومِقْوَلَةٌ ومِقْوَالٌ وتثنيتهما مَقَالَانِ ومِقْوَلَانِ والجمع منهما مَقَاوِلُ ومَقَاوِيْلُ افعل التفضيل منه اَقْوَلُ والمؤنث منه قُوْلٰى وتثنيتهما اَقْوَلَانِ وَقُوْلَيَانِ والجمع منهما اَقْوَلُوْنَ وَاَقَاوِلُ وقُوَلٌ وقُوْلَيَاتٌ :

اسم الة- مِقْوَلَةٌ ও مِقْوَلٌ - এর মধ্যে "و" এর হরকত পূর্বে এ জন্য দেওয়া হয়নি যে, যেহেতু এ দুটি মূলতঃ ছিল مِقْوَالٌ আলিফ বিলুপ্ত করে দেওয়ায় مِقْوَلٌ রয়ে গেল। حذف الف এর পরে "তা" বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে مِقْوَلَةٌ হয়ে গেল। আর مِقْوَالٌ এর মধ্যে "و" الف زائده এর পূর্বে হওয়ার কারণে হরকত নকল করা হয়নি। مِقْوَلَةٌ ও مِقْوَلٌ এ দুটি তারই শাখা হওয়ার এদুটিতেও নকল করা হয়নি।

اثبات فعل ماضى معروف

قَالَ، قَالَا ، قَالُوْا، قَالَتْ ، قَالَتَا، قُلْنَ، قُلْتَ ، قُلْتُمَا، قُلْتُمْ ، قُلْتِ - قُلْتُنَّ ، قُلْتُ ، قُلْنَا -

قَالَ থেকে قَالَتَا পর্যন্ত ৭ নং কায়েদা অনুসারে "و" আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। قَالَتَا এর পর থেকে اجتماع ساكنين এর কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে "ق" বর্ণ পেশবিশিষ্ট হয়ে যায়।

اثبات فعل ماضى مجهول

قِيْلَ - قِيْلَا - قِيْلُوْا- قِيْلَتْ - قِيْلَتَا - قُلْنَ - قُلْتَ - قُلْتُمَا - قُلْتُمْ - قُلْتِ - قُلْتُنَّ - قُلْتُ - قُلْنَ -

قِيْلَ মূলতঃ قُوِلَ ছিল। ৯ নং কায়েদা অনুযায়ী قِيْلَ হয়ে গেল। قِيْلَتَا পর্যন্ত এ তা'লীলই হয়েছে। قُلْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত সব কয়টি ছীগাহতে التقاء ساكنين এর কারণে قُلْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত সব কয়টি ছীগাহতে التقاء ساكنين এর কারণে "ى" বিলুপ্ত হওয়ার পর قاف এর মধ্যে পেশ দেওয়া হল।

اثبات فعل مضارع معروف

يَقُوْلُ - يَقُوْلَانِ - يَقُوْلُوْنَ - تَقُوْلُ - تَقُوْلَانِ - يَقُلْنَ - تَقُوْلُوْنَ - تَقُوْلِيْنَ - تَقُلْنَ - اَقُوْلُ - نَقُوْلُ -

সকল ছীগাহতে "ق" বর্ণ মূলতঃ সাকিন এবং আইন কালেমা পেশযুক্ত ছিল। ৮ কায়েদা অনুযায়ী "و" এর পেশ قاف কে দেওয়া হল। تَقُلْنَ ও يَقُلْنَ এর মধ্যে "و" التقاء ساكنين কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

اثبات فعل مضارع مجهول

يُقَالُ ۔ يُقَالَانِ ۔ يُقَالُوْنَ ۔ تُقَالُ ۔ تُقَالَانِ ۔ يُقَلْنَ ۔ تُقَالُوْنَ ۔ تُقَالِيْنَ ۔ تُقَلْنَ ۔ أُقَالُ ۔ نُقَالُ ۔

এ সকল ছীগাহতে ক্বাফ সাকিন এবং "و" যবর যুক্ত ছিল। ৮নং নিয়ম অনুযায়ী واؤ এর যবর قاف কে দিয়ে واؤ কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। পরে تُقَلْنَ ও يُقَلْنَ ۔ الف এর মধ্যে اجتماع ساكنين এর কারণে পড়ে গিয়েছে।

نفی تاکید بلن درفعل مستقبل معروف ۔ لَنْ يَقُوْلَ ۔ لَنْ يَقُوْلَا الخ

نفی تاکید بلن درفعل مستقبل مجهول – لَنْ يُقَالَ الخ

এই مضارع এ بحث এর تعليل ছাড়া অন্য কোন تعليل হয়নি।

نفی جحد بلم درفعل مضارع معروف ۔ لَمْ يَقُلْ ۔ لَمْ يَقُوْلَا الخ ۔

نفی جحد بلم درفعل مضارع مجهول ۔ لَمْ يُقَلْ الخ

لَمْ يَقُلْ ও তার সাদৃশ ছীগাহসমূহে "و" এবং لَمْ يُقَلْ ও তার نظائر এর আলিফ التقاء ساكنين -এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এছাড়া অন্য কোন تعليل অত্র بحث এ হয় নাই।

لام تاکید بانون ثقیله درفعل مستقبل معروف – لَيَقُوْلَنَّ ۔ الخ

مجهول – لَيُقَالَنَّ الخ

نون خفيفه এ রকমই। এ চারটি গর্দানে مضارع এর تعليل ছাড়া অন্য কোন تعليل হয়নি।

امر حاضر معروف – قُلْ ۔ قُوْلَا ۔ قُوْلُوْا ۔ قُوْلِيْ ۔ قُلْنَ

قُلْ ছীগাহটি امر এর রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে মূলতঃ تَقُوْلُ [১] ছিল।

---

১. قُلْ মূলতঃ تَقُوْلُ ছিলঃ কতিপয় সরফবিদ তা'লীলকৃত مضارع -এর ছীগাহ "تَقُلْ" থেকে امر গঠন করেন না। তারা مضارع এর আসল রূপ থেকে أُمُرْ গঠন করেন। তারা বলেন تَقْوُلُ ("ق" বর্ণে সাকিন ও "و" বর্ণে পেশ) থেকে مُرْ বানানো হয়েছে। علامت مضارع এর পর সাকিন ছিল বলে همزه وصل আনা হয়েছে। ফলে (اُقْوُلْ) হয়ে গেল। অতঃপর واؤ متحرك ও তার পূর্বে ساكن থাকার কারণে واؤ - এর =

علامت مضارع- বিলুপ্ত করার পর متحرك ছিল। শেষে ওয়াকফ করা হলো। واؤ - اجتماع ساكنين এর কারণে পড়ে গেল। ফলে قُلْ হয়ে গেল।

আর কেউ কেউ امر- এর ছীগাহটি مضارع - এর আসল রূপ থেকে গঠন করেন। সেই হিসেবে امر - ছীগাহটি দাঁড়ায় أُقْوُلْ "و" এর হরকত ماقبل এ দিয়ে التقاء ساكنين- এর কারণে واو কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। همزه وصل এর প্রয়োজন না থাকার কারণে সেটিকে দূর করে দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে امر এর অন্যান্য ছীগাহসমূহ কিয়াস করে নিতে হবে।

نهى ও امر بالام- এর ছীগাহসমূহ نفى جحد بلم- এর ছীগাহসমূহের মত। যেমন ليقل - لاتقل এই ভাবে কিয়াস করে নিতে হবে।

যে "و" এবং আলিফ جزم এর স্থানে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেটি امر ও نهى এর نون ثقيله ও نون خفيفه এর মধ্যে ফিরে আসবে[৪৫]। কেননা نون تاكيد- এর পূর্বে متحرك হওয়া আবশ্যক।

امر حاضر معروف بانون ثقيله

قُوْلَنَّ ـ قُوْلَانِّ ـ قُوْلُنَّ ـ قُوْلِنَّ ـ قُلْنَانِّ ـ

امر غائب ومتكلم معروف بانون ثقيله

لِيَقُوْلَنَّ ـ لِيَقُوْلَانِّ ـ لِيَقُوْلُنَّ ـ لِتَقُوْلَنَّ ـ لِتَقُوْلَانِّ ـ
لِيَقُلْنَانِّ ـ لِأَقُوْلَنَّ ـ لِنَقُوْلَنَّ ـ

امر غائب ومتكلم معروف بانون خفيفه

لِيَقُوْلَنْ ـ لِيَقُوْلُنْ ـ لِتَقُوْلُنْ ـ لِأَقُوْلَنْ ـ لِنَقُوْلَنْ ـ

بحث امر مجهول بانون ثقيله

لِيُقَالَنَّ لِيُقَالَانِّ ـ لِيُقَالُنَّ ـ لِتُقَالَنَّ ـ لِتُقَالَانِّ ـ لِيُقَلْنَانِّ ـ لِتُقَالُنَّ ـ
لِتُقَالِنَّ ـ لِتُقَلْنَانِّ ـ لِأُقَالَنَّ ـ لِنُقَالَنَّ ـ

نون خفيفه - এর ছীগাহসমূহও অনুরূপ।

= হরকত ماقبل কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার همزه প্রয়োজন না থাকার কারণে সেটিকে বিলুপ্ত করার ফলে قُلْ হয়ে গেল। অতঃপর اجتماع ساكنين এর কারণে "و" বিলুপ্ত করার হল। ফলে قُلْ হয়ে গেল।

৪৫. ফিরে আসবে ঃ কেননা যখন نون تاكيد - فعل এর সাথে যুক্ত হয়, তখন সেটি তার পূর্বের বর্ণকে متحرك করে দেয়। আর সে অবস্থায় اجتماع ساكنين বাকী থাকে না।

نهى معروف بانون ثقيله – لَايَقُوْلَنَّ الخ مجهول۔ لَايُقَالَنَّ الخ

نون خفيفه ও এগুলোর মত।

بحث اسم فاعل – قَائِلٌ ، قَائِلَانِ ، قَائِلَةٌ ، قَائِلَتَانِ ، قَائِلَاتٌ

قائل মূলতঃ قاول ছিল। ১৭ নং কায়েদা অনুসারে "و" হামযা হয়ে গেল। বাকী ছীগাহগুলোতে একই تعليل হয়েছে।

اسم مفعول – مَقُوْلٌ ، مَقُوْلَانِ ، مَقُوْلُوْنَ، مَقُوْلَةٌ ، مَقُوْلَتَانِ، مَقُوْلَاتٌ

مَقُوْلٌ – ছীগাহটি মূলতঃ ছিল مَقْوُوْلٌ ৮ নং কায়েদা অনুসারে "و" এর হরকত তার পূর্বে দিয়ে التقاء ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

ফায়েদা ঃ مَقُوْلٌ ও এর সাদৃশ ছীগাহসমূহে প্রথম واؤ টি বিলুপ্ত হয়েছে না-কি দ্বিতীয়টি এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন দ্বিতীয়টি। তাদের যুক্তি হলো- দ্বিতীয়টি অতিরিক্ত, আর অতিরিক্ত হরফ বিলুপ্ত হওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত। এদিকে কারো কারো মতে প্রথমটি বিলুপ্ত হয়েছে। তাদের যুক্তি এই যে, দ্বিতীয়টি আলামত। আর আলামত কখনও বিলুপ্ত হয় না।

সরফী আলেমদের অধিকাংশ حذف دوم কে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমার (অর্থাৎ, লিখকের নিজের) মতে প্রথমটি বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা সাধারণ নিয়ম হলো এ রকম স্থানে অর্থাৎ, দুই সাকিন এক স্থানে একত্রিত হলে প্রথমটি [১] বিলুপ্ত হয়। চাই সেটি অতিরিক্ত হোক বা মূল হোক। তাই এটিকে ও সাধারণ নিয়ম থেকে বহির্ভুত করা উচিত হবে না।

বিঃ দ্রঃ এ সকল স্থানে মতবিরোধের ফলাফল বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। কেননা উভয় অবস্থাতেই مَقُوْلٌ হয়ে যায়। চাই প্রথমটি বিলুপ্ত হোক বা দ্বিতীয়টি। মৌলভী ইছমত উল্লাহ সাহ্রানপুরী রহ. شرح خلاصة الحساب নামক কিতাবে رَحْمٰن শব্দটি غير منصرف হওয়া না হওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত সুন্দর একটি কথা লিখেছেন। তা এই যে, মতানৈক্যের ফলাফল ফেকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। যেমন কোন ব্যক্তি এর মর্মে শপথ করল যে, আমি আজকের দিন অতিরিক্ত واؤ উচ্চারণ করব না। পরক্ষণেই সে مَقُوْلٌ শব্দটি উচ্চারন করল। এ ক্ষেত্রে যারা বলেন প্রথমটি বিলুপ্ত হয়েছে তাদের মতে সে حانث বা কসম ভঙ্গকারী বলে গণ্য হয়ে যাবে। আর যারা বলেন দ্বিতীয়টি বিলুপ্ত হয়েছে তাদের মতে সে কসম ভঙ্গকারী রূপে বিবেচিত হবে না।

---

১. প্রথমটিঃ যেমন "فِى الْاَرْضِ" এর মধ্যে সাকিন "ى" যেটি মূল। আর দ্বিতীয় সাকিন "ل" যেটি অতিরিক্ত। এখানে وصل এর সময় প্রথম সাকিন "ى" পড়ে যায়। এবং "ى" পড়ে যায়। এবং "ل" ঠিক থাকে।

আরো একটি উদাহরণ ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আজ তুমি যদি অতিরিক্ত واو উচ্চারণ কর তাহলে তুমি তালাক প্রাপ্তা। স্ত্রী مقول শব্দটি উচ্চারণ করল। প্রথমটি বিলুপ্ত হওয়ার মতপোষনকারীদের মতে তালাক হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় দলের মতে তালাক হবে না।

اَلْبَيْعُ ـ اجوف يائى থেকে ضَرَبَ ـ يَضْرِبُ (বিক্রি করা)-

بَاعَ ، يَبِيْعُ ، بَيْعًا فهو بَائِعٌ وبِيْعَ يُبَاعُ ، بَيْعًا فهو مَبِيْعٌ الامر منه بِعْ والنهى عنه لَاتَبِعْ الظرف منه مَبِيْعٌ والالة منه مِبْيَعٌ ومِبْيَعَةٌ ومِبْيَاعٌ وتثنتهما مَبِيْعَانِ وَمِبْيَعَانِ والجمع منهما مَبَايِعُ وَمَبَايِيْعُ افعل التفضيل منه اَبْيَعُ والمؤنث منه بُوْعٰى وتثنيتهما اَبْيَعَانِ وبُوْعَيَانِ والجمع منهما اَبْيَعُوْنَ وَاَبَايِعُ وبُوْعَيَاتٌ ـ

এ বাবে ظرف এর ছীগাহ اسم مفعول এর রূপ ধারণ করল। কেননা আইন কালেমার হরকত তার পূর্বে ফা কলেমায় দেওয়া হলো। এদিকে اسم مفعول - হরকত নকল ও আইন কালেমাকে বিলুপ্ত করার পর ফা কালেমাকে যের দেওয়া হলো। এ কারণে واو কে ইয়া বানিয়ে দেওয়া হলো। مَبِيْعٌ ـ ظرف এটি মূলতঃ مَبْيِعٌ ছিল। আর مفعول ও مَبِيْعٌ যেটি মূলতঃ مَبْيُوْعٌ ছিল।

اثبات فعل ماضى معروف

بَاعَ ، بَاعَا ، بَاعُوْا ، بَاعَتْ ، بَاعَتَا ، بِعْنَ ، بِعْتَ ، بِعْتُمَا ، بِعْتُمْ ، بِعْتِ ، بِعْتُنَّ ، بِعْتُ ، بِعْنَا ،

بَاعَ থেকে শেষ পর্যন্ত ৭ নং কায়েদা অনুসারে ইয়া আলিফ হয়ে গিয়েছে। بَاعَتَا এর পর থেকে শেষ পর্যন্ত الف ـ التقاء ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। এবং يائى হওয়ার কারণে ফা কালেমাতে যের দেওয়া হয়েছে।

اثبات فعل ماضى مجهول

بِيْعَ ـ بِيْعَا ـ بِيْعُوْا ـ بِيْعَتْ ـ بِيْعَتَا ـ بِعْنَ ـ بِعْتَ ـ بِعْتُمَا ـ بِعْتُمْ ـ بِعْتِ ـ بِعْتُنَّ ـ بِعْتُ ـ بِعْنَا ـ

بِيْعَ মূলতঃ بُيِعَ ছিল। ৯ নং কায়েদানুসারে এর যের "ب" কে দেওয়া হয়েছে, আর بِعْنَ الخ ছীগাহগুলোতে এ ইয়া التقاء ساكنين এর কারণে পড়ে গিয়েছে।

اثبات فعل مضارع معروف – يَبِيْعُ يَبِيْعَانِ يَبِيْعُوْنَ الخ

উপরিউক্ত সকল ছীগার মধ্যে ৮নং কায়েদা অনুযায়ী ياء এর হরকতকে পূর্বাক্ষরে দেওয়া হয়েছে। تَبِعْنَ ও يَبِعْنَ এর মধ্যে اجتماع ساكنين এর

কারণে . يـا . বিলুপ্ত হয়েছে।

اثبات فعل مضارع مجهول - يُبَاعُ يُبَاعَانِ الخ

এগুলো হুকহু يُقَالُ يُقَالاَنِ الخ এর মতই।

نفی تاکید بلن - لَنْ يَّبِيْعَ হতে শেষ পর্যন্ত এবং لَنْ يُّبَاعَ হতে শেষ পর্যন্ত ছীগাহ গুলোর মধ্যে নূতন কোন تعليل হয়নি।

نفی جحد بلم درفعل مضارع معروف - لَمْ يَبِعْ . لَمْ يَبِيْعَا الخ

نفی جحد بلم درفعل مضارع مجهول - لَمْ يُبَعْ ، لَمْ يُبَاعَا الخ

لَمْ يَبِعْ ও لَمْ اَبِعْ . لَمْ تَبِعْ . لَمْ يَبِعْ - ছীগাহসমূহে معروف - এর ক্ষেত্রে "ی" আর مجهول এর ক্ষেত্রে আলিফ اجتماع ساكنين -এর কারণে পড়ে গিয়েছে। অন্যান্য ছীগাহর মধ্যে مضارع এর পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কোন পরিবর্তন হয়নি।

لام تاکید بانون ثقیله درفعل مستقبل معروف

لَيَبِيْعَنَّ لَيَبِيْعَانِّ الخ

مجهول - لَيُبَاعَنَّ لَيُبَاعَانِّ الخ

نون خفيفه এর معروف ও مجهول এর ছীগাহ ও একই নিয়মে হবে।

امرحاضر معروف . بِعْ . بِيْعَا . بِيْعُوْا . بِيْعِىْ . بِعْنَ .

এগুলোতে قُلْ . قُوْلاَ -এর মত تعليل করে নিলেই চলবে।

أمر حاضر معروف بانون ثقیله - بِيْعَنَّ بِيْعَانِّ الخ

যে "ی" بِعْ এর মধ্যে থেকে التقاء ساكنين এর কারণে পড়ে গিয়েছিল সেটি بِيْعَنَّ এর মধ্যে আইন কালেমা যবরযুক্ত হওয়ার কারণে ফিরে এসেছে।

লَمْ يَبِعْ এ দুই بحث -এর ছীগাহসমূহ لَمْ يَبِعْ এর মতই-এ امر بالام ونهى ছীগাহগুলোরর মধ্যেও نون ثقيله وخفيفه - যুক্ত হলে বিলুপ্ত "ی" ফিরে আসবে।

بحث اسم فاعل - بَائِعٌ بَائِعَانِ بَائِعُوْنَ بَائِعَةٌ بَائِعَتَانِ بَائِعَاتٌ

১৭ নং কায়েদা অনুসারে "ی" হামযা হয়ে গেল।

بحث اسم مفعول - مَبِيْعٌ مَبِيْعَانِ مَبِيْعُوْنَ مَبِيْعَةٌ مَبِيْعَتَانِ مَبِيْعَاتٌ .

مَبِيْعٌ -এর تعليل ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অন্যান্য ছীগাহর تعليل ঠিক এই ভাবেই।

اجوف واوى سَمِعَ۔ يَسْمَعُ থেকে যেমন- **اَلْخَوْفُ** (ভয় করা)

خَافَ يَخَافُ خَوْفًا فهو خَائِفٌ وخِيْفَ يُخَافُ خَوْفًا فهو مَخُوْفٌ الامر منه خَفْ والنهى عنه لَاتَخَفْ

ماضى معروف : خَافَ خَافَا خَافُوْا خَافَتْ خَافَتَا خِفْنَ خِفْتَ خِفْتُمَا خِفْتُمْ خِفْتِ خِفْتُنَّ خِفْتُ خِفْنَا۔

خِفْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত ছীগাহসমূহে আইন কালেমা বিলুপ্ত করার পর, আইন কালেমাতে যের ছিল বলে ফা কালেমাতে যের দেওয়া হয়েছে। বাকী ছীগাহসমূহের তালীল পূর্বে উল্লেখিত নিয়মানুসারে করতে হবে। قَالَ এর গরদান এ اجراء সহকারে বিস্তারিত আলোচনা চলে গিয়েছে।

مضارع এর ছীগাহ يَخَافُ يَخَافَانِ الخ এর মধ্যে يُقَالُ الخ এর নিয়মানুসারে تعليل করতে হবে।

امر حاضر معروف – خَفْ خَافَا خَافُوْ خَافِىْ خَفْنَ

خَفْ ছীগাহটি تَخَافُ থেকে বানানো হয়েছে। তা বিলুপ্ত করার পরে متحرك পাওয়ার কারণে শুধুমাত্র শেষে ওয়াকফ করা হয়েছে আলিফ التقاء ساكنين এর কারণে পড়ে গিয়েছে। خَافَا কে تَخَافَانِ থেকে বানানো হয়েছে। আলামতে مضارع কে বিলুপ্ত করে نون اعرابى কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এ বাবের ماضى এর تثنيه ও جمع এর ছীগাহসমূহ امرحاضر এর تثنيه ও جمع مذكرغائب এর ছীগাহসমূহের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।

امرحاضر معروف بانون ثقيله ۔ خَافَنَّ خَافَانِّ خَافُنَّ الخ

خف এর মধ্যকার যে আলিফটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেটি اجتماع ساكنين না থাকার কারণে পুনরায় ফিরে এসেছে।

لَنْ ۔ نهى ۔ لَمْ ও امرو لام এর ছীগাহসমূহের গর্দান মুখে মুখে করে নিতে হবে। উল্লেখিত নিয়মানুসারে সেগুলোর تعليل করে নিলেই চলবে।

জ্ঞাতব্য ঃ [১] امر مهموز এর যে সকল ছীগাহতে سَلْ এর কায়েদা অনুসারে

১. জ্ঞাতব্য ঃ এখানে মুসান্নিফ রহ. একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, مهموز عين - এর امر حاضر এর ছীগাহতে ও "سَلْ" - এর কায়েদা অনুযায়ী আইন কালেমা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার اجوف এর امر حاضر -এর আইন কালেমা ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- خَفْ সুতরাং আইন কালেমা যখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন ছীগাহটি معتل না-কি مهموز কিভাবে চেনা যাবে?

হামযা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সে সকল ছীগাহ থেকে امر اجوف এর ছীগাহসমূহ পৃথক করার পদ্ধতি হলো এই যে, اجوف এর ক্ষেত্রে جمع مؤنث ও واحد مذكر ব্যতীত সকল ছীগাহতে আইন কালেমা বাকী থাকে। যেমন-
خَافُوْا ـ خَافَ এবং بِيْعَا ـ بِيْعُوْا ـ قُوْلَا ـ قُوْلِىْ ـ قُوْلُوْا ـ আর نون ثقيله -
خَافَنَّ ـ بِيْعَنَّ যেমন- তে ও আইন কালেমা ফিরে আসে। وخفيفه -
এদিকে مهموز عين এর সকল ছীগাহতে আইন কালেমা বিলুপ্ত হয়ে যায়।
যেমন- سَلَا سَلُوْا ـ سَلِىْ ـ سَلْنَ ও زِرَا ـ زِرُوْا ـ زِرْنَ [১]

نَالَ ـ يَنَالُ الخ (পাওয়া) اَلنَّيْلُ اجوف يائى থেকে باب سمع এর সকল ছীগাহর تعليلات আমাদের পূর্বোল্লিখিত কায়েদার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করে নিতে হবে। এইভাবেই ثلاثى مجرد -এর অন্যান্য বাবের গর্দান ও ছীগাহসমূহ বের করে নিতে হবে।

باب اِفْتِعَال থেকে اجوف واوى ـ اَلْاِقْتِيَادُ (টানা)

اِقْتَادَ يَقْتَادُ اِقْتِيَادًا فهو مُقْتَادٌ وَاُقْتِيْدَ يُقْتَادُ اِقْتِيَادًا فهو مُقْتَادٌ الامر منه اِقْتَدْ والنهى عنه لَاتَقْتَدْ الظرف منه مُقْتَادٌ

اسم فاعل ও اسم مفعول -এর রূপ এক হয়ে গেল। তবে اسم فاعل আসলে ছিল مُقْتَوِدٌ ـ واؤ বর্ণে যের দ্বারা, আর اسم مفعول ছিল مُقْتَوَدٌ ـ واؤ বর্ণে যবর দ্বারা। ظرف ও ঠিক একই ওজনে।

امرحاضر تثنيه وجمع مذكر এর ছীগাহ اِقْتَادَا اِقْتَادُوْا ও تثنيه -وجمع মذكر غائب ماضى - এর ছীগাহ রূপে একই আকার ধারণ করেছে। তবে ماضى তে আসল রূপ بفتح واؤ এবং امر এর ছীগাহ যা مضارع থেকে বানানো হয়েছে بكسر واؤ ছিল। অন্যান্য ছীগাহর تعليل অত্যন্ত সহজ।

باب اِفْتِعَالٌ থেকে اجوف يائى যেমন- اَلْاِخْتِيَارُ (পছন্দ করা) اِخْتَارَ ـ يَخْتَارُ এটি اِقْتَادَ এর মতই।

باب اِسْتِفْعَال থেকে اجوف واوى ـ اَلْاِسْتِقَامَةُ (সোজা হওয়া)

اِسْتَقَامَ يَسْتَقِيْمُ اِسْتِقَامَةً فهو مُسْتَقِيْمٌ الامر منه اِسْتَقِمْ والنهى عنه لَاتَسْتَقِمْ الظرف منه مُسْتَقَامٌ

১. زرا الخ ঃ ইহা فَتَحَ ও سَمِعَ ـ ضَرَبَ থেকে ব্যবহৃত হয়ে زَئِيْرًا ও زأرا - বাঘ গর্জন করা। বাঘের আওয়াজকে "زَئِيْر" বলা হয়।

اِسْتَقَامَ -মূলতঃ ছিল اِسْتَقْوَمَ ৮ নং কায়েদা অনুযায়ী واؤ কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

يَسْتَقِيْمُ মূলতঃ ছিল يَسْتَقْوِمُ - واؤ বর্ণের হরকত ماقبل এর দেওয়ার পর واؤ ৩ নং কায়েদা অনুযায়ী يا ، হয়ে গেল।

اِسْتِقَامَةً প্রসিদ্ধ মতানুসারে মূলতঃ اِسْتِقْوَامًا ছিল। يُقَالُ এর কায়েদা জারি করার পর আলিফ التقاء ساكنين - এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। শেষে تائے عوض যোগ করা হলো। ফলে اِسْتِقَامَةً হয়ে গেল।

مُسْتَقِيْمٌ মূলতঃছিল مُسْتَقْوِمٌ - এতে يَسْتَقِيْمُ - এর মত تعليل করা হয়েছে। مضارع مجزوم ও نهى - امر - এর অন্যান্য ছীগাহতে التقاء ساكنين -এর কারণে আইন কালেমা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ভাবেই يَسْتَقِمْنَ ও تَسْتَقِمْنَ - এর মধ্যে হয়েছে।

امر ও نهى তে خفيفه ও نون ثقيله যোগ হওয়ার সময় উক্ত বিলুপ্তাক্ষর পুনরায় ফিরে আসে। তাই لَا يَسْتَقِيْمَنَّ ও اِسْتَقِيْمَنَّ বলা হয়।

اَلْاِسْتِخَارَةُ (মঙ্গল অন্বেষণ করা) ইহা باب اِسْتِفْعَال থেকে اجوف يائى - اِسْتَقَامَ এর মতই।

اَلْاِقَامَةُ - اجوف واوى থেকে باب اِفْعَال (ঠিক করা, সোজা করা)

اَقَامَ يُقِيْمُ اِقَامَةً فهو مُقِيْمٌ وَاُقِيْمَ يُقَامُ اِقَامَةً فهو مُقَامٌ الامر منه اَقِمْ والنهى عنه لَاتُقِمْ الظرف منه مُقَامٌ.

এবাবের صيغه এর تعليل ঠিক اِسْتَقَامَ يَسْتَقِيْمُ এর تعليل এর মত।

চতুর্থ প্রকার لفيف ও ناقص -এর রূপান্তর প্রসঙ্গে

اَلدُّعَاءُ الدَّعْوَةُ - ناقص واوى থেকে باب نَصَرَ (ডাকা)

دَعَا - يَدْعُوْا - دُعَاءً وَدَعْوَةً فهو دَاعٍ وَدُعِىَ يُدْعٰى دُعَاءً وَدَعْوَةً فهو مَدْعُوٌّ الامر منه اُدْعُ والنهى عنه لَاتَدْعُ الظرف منه مَدْعًى والالة منه مِدْعًى مِدْعَاةٌ مِدْعَاءٌ وتثنيتهما مَدْعَيَانِ ومِدْعَيَانِ والجمع منهما مَدَاعٍ ومَدَاعِىُّ افعل التفضيل منه اَدْعٰى والمؤنث منه دُعْىٰ وتثنيتهما اَدْعَيَانِ وَدُعْيَيَانِ والجمع منهما اَدَاعٍ واَدْعَوْنَ دُعًى وَدُعْيَيَاتٌ .

مَدْعًى ছীগাহটি ظرف - এর আর مِدْعًى اسم اله -এর। যে ৭ নং واؤ কায়েদায় আলিফ হয়ে গিয়েছিল সেটি তানভীনের সাথে اجتماع ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। তবে উভয় ছীগাহতে যদি الف لام অথবা اضافت - এর কারণে তানভীন না থাকে তাহলে আলিফ বিলুপ্ত হয় না। যেমন- مَدْعَاكُمْ - مِدْعَاكُمْ ও اَلْمَدْعٰى - اَلْمِدْعٰى

مِدْعَاءٌ -এর মধ্যে دُعَاءٌ মাসদারের মত ১৯ নং কায়েদা অনুসারে واؤ হামযা হয়ে গেল। اَدَاعٍ - جمع مذكر এর اسم تفضيل ও مَدَاعٍ، جمع এর اسم ظرف এর মধ্যে ২৫নং কায়েদা অনুযায়ী তা'লীল হয়েছে।

اَدْعَيَانِ এর اسم تفضيل – مِدْعَيَانِ ও مَدْعَيَانِ، تثنيه এর آله ও اسم ظرف এর مداعى - جمع এর اسم آله ও تثنيه مذكر এর মধ্যে واؤ ২০ নং কায়েদা অনুযায়ী আর دُعَيَّى এর মধ্যে ২৬ নং কায়েদা অনুযায়ী ياء হয়ে গেল। دُعَيَّاتٌ ও دُعَيَّانِ - এর মধ্যে আলিফ ২২ নং কায়েদা অনুযায়ী "ى" হয়ে গেল। এদুটি ছীগাহ সর্বাবস্থায় (অর্থাৎ ناقص হোক বা সহীহ হোক) এই রূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ আলিফ ياء হয়ে যায়।

اثبات فعل ماضى معروف

دَعَا دَعَوَا دَعَوْا دَعَتْ دَعَتَا دَعَوْنَ دَعَوْتَ دَعَوْتُمَا دَعَوْتُمْ دَعَوْتِ
دَعَوْتُنَّ دَعَوْتُ دَعَوْنَا

دَعَا মূলতঃ دَعَوَ ছিল। ৭ নং কায়েদা অনুযায়ী واؤ আলিফ হয়ে গেল।

ফায়েদা ঃ যে আলিফ واو থেকে পরিবর্তন হয়ে আসে, সেটি আলিফের আকৃতিতে লেখা হয়। যেমন دَعَا - আর যেটি ياء থেকে বদলে আসে সেটি - ياء - এর আকৃতিতে লেখা হয়। যেমন-رَمٰى

تثنيه এর ছীগাহ دَعَوَا এর মধ্যকার واؤ - الف تثنيه এর পূর্বে হওয়ার কারণে ঠিক রয়ে গেল। আর جمع এর ছীগাহ دَعَوْا এর মধ্যকার আলিফ التقاء ساكنين - এর কারণে পড়ে গেল। دَعَتْ ও دَعَتَا এর সাথে تائے تانيث মিলিত হওয়ার কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে গেল।

دعون থেকে শেষ পর্যন্ত ছীগাহসমূহ নিজস্ব অবস্থায় বাকী থাকবে।

اثباب فعل ماضى مجهول

دُعِىَ دُعِيَا دُعُوْا دُعِيَتْ دُعِيَتَا دُعِيْنَ دُعِيْتَ دُعِيْتُمَا دُعِيْتُمْ
دُعِيْتِ دُعِيْتُنَّ دُعِيْتُ دُعِيْنَا۔

এ বহছের সকল ছীগাহয় واؤ ১১ নং কায়েদা অনুযায়ী ياء হয়ে গেল। جمع

مذكرغائب-এর ছীগাহ دَعَوُا - এর মধ্যে ১০ নং কায়েদা অনুসারে "ى" এর হরকত ماقبل কে দিয়ে "ى" কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

اثبات فعل مضارع معروف

يَدْعُوْ يَدْعُوَانِ يَدْعُوْنَ تَدْعُوْ تَدْعُوَانِ يَدْعُوْنَ تَدْعُوْنَ تَدْعِيْنَ

تَدْعُوْنَ اَدْعُوْ نَدْعُوْ

تثنيه ও جمع مؤنث - এর সকল ছীগাহ নিজস্ব অবস্থায় আছে। يَدْعُوْ ও এরকম ছীগাহসমূহে ১০ নং কায়েদা অনুযায়ী "و" বর্ণ সাকিন হয়ে গেল। দু'جمع مذكر ও تَدْعِيْنَ -এর মধ্যে উল্লেখিত কায়েদা অনুসারেই "و" বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই بحث -এ جمع مؤنث ও مذكر - এর ছীগাহদ্বয় একই রূপের।

اثبات فعل مضارع مجهول

يُدْعٰى يُدْعَيَانِ يُدْعَوْنَ تُدْعٰى تُدْعَيَانِ يُدْعَيْنَ تُدْعَوْنَ تُدْعَيْنَ

اُدْعٰى نُدْعٰى۔

এ সকল ছীগাহতে "و" ২০ নং কায়েদা অনুযায়ী ياء হয়ে গেল। অতঃপর تثنيه ও جمع مؤنث -এর ছীগাহগুলো ব্যতীত অন্যান্য ছীগাহতে সে "ى" আলিফ হয়ে গেল। এ আলিফ আবার يُدْعَوْنَ ۔ تُدْعَوْنَ ও تُدْعَيْنَ এর মধ্যে التقاء ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

جمع مؤنث حاضر ও واحدمؤنث حاضر আকৃতিগত ভাবে এক হয়ে গেল। তবে واحد এর ছীগাহ মূলতঃ تُدْعَوِيْنَ ছিল। "و" ২০ নং কায়েদা অনুযায়ী ياء হওয়ার পর ৭ নং কায়েদা অনুসারে আলিফ হয়ে التقاء ساكنين - এর কারণে পড়ে গেল। এদিকে جمع مؤنث حاضر -এর মূলত ঃ রূপ ছিল تدعون - শুধুমাত্র ২০ কায়েদা অনুযায়ী "و" কে "ى" দ্বারা পরিবর্তন করা হলো।

نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف

لَنْ يَّدْعُوَ لَنْ يَّدْعُوَا لَنْ يَّدْعُوْا لَنْ تَدْعُوَ لَنْ تَدْعُوَا لَنْ يَّدْعُوْنَ

لَنْ تَدْعُوْا لَنْ تَدْعِيْ لَنْ تَدْعُوْنَ لَنْ اَدْعُوَ لَنْ نَدْعُوَ

لَنْ এর আমল যেভাবে صحيح -এর মধ্যে হয়েছে এখানে ঠিক সে ভাবেই। مضارع - এর মধ্যকার পরিবর্তন ব্যতীত নতুন কোন পরিবর্তন এতে হয়নি।

نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل مجهول

لَنْ يُّدْعٰى لَنْ يُّدْعَيَا لَنْ يُّدْعَوْا لَنْ تُدْعٰى لَنْ تُدْعَيَا لَنْ يُّدْعَيْنَ

لَنْ تُدْعَوْا لَنْ تُدْعَىْ لَنْ تُدْعَيْنَ لَنْ اُدْعٰى لَنْ نُّدْعٰى

يُدْعٰى ও এর মত ছীগাহ সমূহের শেষে আলিফ থাকার কারণে لَنْ এর আমল প্রকাশ পায়নি। অন্যান্য ছীগাহসমূহের শেষে আলিফ থাকার কারণে لَنْ এর আমল প্রকাশ পায়নি। অন্যান্য ছীগাহগুলোতে لَنْ এর আমল صحيح এর মত কায়দা জারি হয়েছে নতুন করে কিছু হয় নাই।

نفی جحد بلم درفعل مستقبل معروف

لَمْ يَدْعُ لَمْ يَدْعُوَا لَمْ يَدْعُوْا لَمْ تَدْعُ لَمْ تَدْعُوَا لَمْ يَدْعُوْنَ لَمْ تَدْعُوْا لَمْ تَدْعِىْ لَمْ تَعْدُوْنَ لَمْ اَدْعُ لَمْ نَدْعُ

جزم এর স্থানে واؤ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য ছীগাহতে لم এর আমল صحيح এর মতই। নতুন কিছু হয়নি।

نفی جحد بلم درفعل مستقبل مجهول

لَمْ يُدْعَ لَمْ يُدْعَيَا لَمْ يُدْعَوْا لَمْ تُدْعَ لَمْ تُدْعَيَا لَمْ يُدْعَيْنَ لَمْ تُدْعَوْا لَمْ تُدْعَىْ لَمْ تُدْعَيْنَ لَمْ اُدْعَ لَمْ نُدْعَ۔

শুধুমাত্র জযমের স্থানে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف

لَيَدْعُوَنَّ لَيَدْعُوَانِّ لَيَدْعُنَّ لَتَدْعُوَنَّ لَتَدْعُوَانِّ لَيَدْعُوْنَانِّ لَتَدْعُنَّ لَتَدْعِنَّ لَتَدْعُوْنَانِّ لَاَدْعُوَنَّ لَنَدْعُوَنَّ

نون ثقيله এর কারণে مضارع صحيح -তে সাধারণতঃ যে পরিবর্তন হয়, এখানে শুধুমাত্র ততটুকু হয়েছে।

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در فعل مستقبل مجهول

لَيُدْعَيَنَّ لَيُدْعَيَانِّ لَيُدْعَوُنَّ لَتُدْعَيَنَّ لَتُدْعَيَانِّ لَيُدْعَيْنَانِّ لَتُدْعَوُنَّ لَتُدْعَيِنَّ لَتُدْعَيْنَانِّ لَاُدْعَيَنَّ لَنُدْعَيَنَّ۔

لَيُدْعَيَنَّ মূলতঃ ছিল يُدْعٰى - যখন শুরুতে لام تاكيد ও শেষে نون ثقيله এসে গেল, তখন نون ثقيله নিজের পূর্বে যবর চাইল। এদিকে আলিফ হরকত গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। তাই "ى" যেটি আলিফের মূলে ছিল সেটিকে ফিরিয়ে এনে যবর দেওয়া হয়েছে। ফলে لَيُدْعَيَنَّ হয়ে গেল। ঠিক একই অবস্থা لَاُدْعَيَنَّ লَنُدْعَيَنَّ ও لَتُدْعَيَنَّ এর ক্ষেত্রে।

একটি প্রশ্ন ঃ لَنْ يُدْعٰى এর মধ্যে نصب এর কারণে "ى" বর্ণ কেন ফিরিয়ে আনা হলো না, যাতে করে যবর প্রকাশ পেয়ে যায়।

উত্তর ঃ "ى" কে ফিরিয়ে আনলে সেটি পুনরায় আলিফ হয়ে যেত। কেননা تعليل এর কারণ অর্থাৎ ى মুতাহাররাক ও ماقبل এ - مفتوح তখনও বাকী থাকত। তবে لَيُدْعَيَنَّ - এর বিপরীত। এ ক্ষেত্রে اعلال -এর কারণ বাকী নেই। কেননা نون ثقيله -এর মিলন ৭ নং কায়েদা জারি হওয়াকে বাধাপ্রদানকারী। لَيُدْعُوُنَّ মূলতঃ يُدْعَوْنَ ছিল। শুরুতে لام تاكيد ও শেষে نون ثقيله আনা হয়েছে। আর نون اعرابى বিলুপ্ত করা হয়েছে। এবার نون ও واؤ এর মাঝে اجتماع ساكنين হয়ে গেল। واؤ - غير مده ছিল, তাই এতে পেশ দেওয়া হলো। ঠিক একই অবস্থা لَتُدْعَوُنَّ- এর। এদিকে لَتُدْعَيِنَّ - এর মধ্যে "ى" কে যের দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ اجتماع ساكنين - এর সময় যদি প্রথমটি مده হয় তাহলে তাকে বিলুপ্ত করে দিতে হয়। আর যদি غير مده হয়, তাহলে واؤ কে পেশ এবং "ى" কে যের দেওয়া হয়।

মদ্দ ঃ এমন এক সাকিনবিশিষ্ট حرف علت কে বলা হয় যেটির পূর্বের হরকত তার অনুযায়ী হয়। আর যে হরফে ইল্লত এ রকম হয় না সেটি غير مده

لام تاكيد بانون تاكيد خفيفه در فعل مستقبل معروف

لَيَدْعُوَنْ لَيَدْعُنْ لَتَدْعُوَنْ لَتَدْعُنْ لَتَدْعِنْ لَأَدْعُوَنْ لَنَدْعُوَنْ

لام تاكيد بانون تاكيد خفيفه در فعل مستقبل مجهول

لَيُدْعَيَنْ لَيُدْعَوُنْ لَتُوْعَيَنْ لَتُدْعَوُنْ لَتُدْعَيِنْ لَأُدْعَيَنْ لَنُدْعَيَنْ ـ

امرحاضر معروف – اُدْعُ اُدْعُوَا اُدْعُوْا اُدْعِىْ اُدْعُوْنَ ـ

اُدْعُ হতে سكون وقفى বর্ণ واؤ- এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বাকী ছীগাহ مضارع থেকে ঐভাবে গঠিত হয়েছে, যেভাবে مضارع صحيح থেকে হয়।

امر غائب ومتكلم معروف

لِيَدْعُ لِيَدْعُوَا لِيَدْعُوْ لِتَدْعُ لِتَدْعُوَا لِيَدْعُوْنَ لِاَدْعُ لِنَدْعُ

لَمْ - لَمْ يُدْعَ হতে শেষ পর্যন্ত ছীগাহগুলি امر مجهول ـ لِيُدْعَيَا ـ لِيُدْعَ এর মত। يُدْعَيَا

امر حاضر معروف بانون ثقيله: اُدْعُوَنَّ اُدْعُوَانِّ اُدْعُنَّ اُدْعِنَّ اُدْعُوْنَانِّ

اُدْعُ এর মধ্যে যে واؤ টি ওয়াক্‌ফের কারণে পড়ে গিয়েছিল, সেটি نون ثقيله

বাড়ানোর পর ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কেননা এখন আর ওয়াকফ বাকী নেই। অতঃপর واؤ বর্ণে যবর দেওয়া হয়েছে। বাকী ছীগাহসমূহে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছে।

امر غائب ومتكلم معروف بانون ثقيله

لِيَدْعُوَنَّ لِيَدْعُوَانِّ لِيَدْعُنَّ لِتَدْعُوَنَّ لِتَدْعُوَانِّ لِيَدْعُونَانِّ لِأَدْعُوَنَّ لِنَدْعُوَنَّ

যে واؤ জযমের কারণে لِيَدْعُ ও এরকম ছীগাহসমূহে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেটি ফিরে এসে যবর যুক্ত হয়েছে। বাকী সবগুলো সাধারণ নিয়মানুসারে হয়েছে।

مضارع مجهول بانون লِيُدْعَيَنَّ শেষ পর্যন্ত - **امر مجهول بانون ثقيله** ثقيله এর মত। তবে পার্থক্য এই যে امر এর লাম যেরবিশিষ্ট, আর مضارع এর লাম যবরযুক্ত।

لِيُدْعَيَنَّ ও এর মত ছীগাহসমূহে জযম অবশিষ্ট না থাকার কারণে "ى" ফিরে এসেছে, যেটি মূলতঃ الف محذوف- এর রূপ ছিল। কেননা نون ثقيله তার পূর্বে যবর চায়। আর আলিফ যবর গ্রহনের উপযুক্ত নয়। امر এর সকল ছীগাহতে نون خفيفه - এর অবস্থা نون ثقيله এর মাধ্যমে জানা যায়।

نهى معروف : لَايَدْعُ لَايَدْعُوَا لَايَدْعُوْا لَاتَدْعُ لَاتَدْعُوَا لَايَدْعُوْنَ لَاتَدْعُوْا لَاتَدْعِىْ لَاتَدْعُوْنَ لَاأَدْعُ لَانَدْعُ۔

এগুলো لم يدع এর মত।

نهى مجهول : لَايُدْعَ لَايُدْعَيَا لَايُدْعَوْا لَاتُدْعَ لَاتُدْعَيَا لَايُدْعَيْنَ لَاتُدْعَوْا لَاتُدْعَىْ لَاتُدْعَيْنَ لَاأُدْعَ لَانُدْعَ۔

শেষ পর্যন্ত لَمْ يُدْعَ এর মত।

نهى حاضر معروف بانون ثقيله۔ لَايَدْعُوَنَّ الخ

مجهول۔ لَايُدْعَيَنَّ الخ

এগুলো امر معروف ثقيله এর মত। আর نون خفيفه - এই নিয়মে বের করে নিতে পারবে।

بحث اسم فاعل : دَاعٍ دَاعِيَانِ دَاعُوْنَ دَاعِيَةٌ دَاعِيَتَانِ دَاعِيَاتٌ۔

এ সকল ছীগাহতে واؤ ১১ নং কায়েদা অনুযায়ী "ى" হয়ে গিয়েছে। আর داعٍ এর মধ্যে ১০ নং কায়েদা অনুযায়ী واؤ সাকিন হয়ে اجتماع ساكنين -এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য] ১০নং কায়েদা এখানে প্রযোজ্য করা মুসান্নেফ র. এর জন্য ঠিক হয়নি। কেননা ১০ নং কায়েদা কোন ভাবেই এখানে ফিট করা যায় না। সঠিক কথা হলো, এখানে ২০ ও ২৫ নং কায়েদা জারি হয়েছে।

دَاعٍ মূলতঃ ছিল دَاعِوٌ ـ دَاعِوًا واو বর্ণটি চতুর্থ কালেমাতে হওয়ার কারণে ২০ নং কায়েদা অনুযায়ী একে "ى" বানানো হয়েছে। পরে ২৫ নং কায়েদা অনুযায়ী "ى" বিলুপ্ত করা হয়েছে, যদি دَاعٍ ছীগাহটিতে الف لام আসে অথবা এটি مضاف হয়, তাহরে এতে تنوين থাকে না, ফলে শুধুমাত্র সাকিন হয়ে যায়। ياء বিলুপ্ত হয় না। যেমন- اَلدَّاعِىْ ـ دَاعِيْكُمْ তবে কখনও কখনও اَلدَّاعِىْ এর "ى" বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। যেমন- আল্লাহ বলেছেন- يَوْمَ يَدْعُوْ الدَّاعِ اِلٰى شَيْئٍ نُكُرٍ এ সকল অবস্থা শুধুমাত্র حالت رفعى ও جرى তে। حالت نصبى তে সর্বদা যবরযুক্ত হয়। যেমন- دَاعِيًا - دَاعِيَكُمْ- اَلدَّاعِىَ

اسم مفعول : مَدْعُوٌّ ـ مَدْعُوَّانِ مَدْعُوُّوْنَ ـ مَدْعُوَّةٌ ـ مَدْعُوَّتَانِ ـ مَدْعُوَّاتٌ

এ ছীগাহগুলোতে শুধু মাত্র واو مفعول এর লাম কালেমার واو এর মধ্যে ادغام হয়েছে এখানে অন্য কোন পরিবর্তন হয়নি।

الرمى ناقص يائى থেকে **ضرب ـ يضرب** (তীর নিক্ষেপ করা বা মারা)

رَمٰى يَرْمِىْ رَمْيًا فهو رَامٍ ورُمِىَ يُرْمٰى رَمْيًا فهو مَرْمِىٌّ الامر منه اِرْمِ والنهي عنه لَاتَرْمِ الظرف منه مَرْمًى والالة منه مِرْمًى مِرْمَاةٌ مِرْمَاءٌ وتثنيتهما مَرْمَيَانِ ومِرْمَيَانِ والجمع منهما مَرَامٍ ومَرَامِىُّ افعل التفضيل منه اَرْمٰى والمؤنث منه رُمْيٰى وتثنيتهما اَرْمَيَانِ ورُمْيَيَانِ والجمع منهما اَرَامٍ واَرْمَوْنَ ورُمًى ورُمْيَيَاتٌ ـ

ظرف مفتوح العين হওয়া সত্ত্বেও এ বাব থেকে مضارع مكسور العين এসেছে আমাদের পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে। অর্থাৎ ناقص থেকে ظرف সাধারণত مفتوح العين -ই আসে। مَرْمًى ছীগাহটিতে "ى" আলিফ হয় اجتماع ساكنين با تنوين হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ঠিক একই ـ مِرْمًى تعليل - এর ক্ষেত্রে। তানভীন না থাকা অবস্থায় আলিফ বাকি থাকে। যেমন- اَلْمَرْمٰى ـ مَرْمَاكُمْ

ظرف এর বহুবচন اَرَامٍ ـ جمع এর تفضيل এবং مَرَامٍ মূলতঃ ও مَرَامِىُ (اسم) اَرَامِىُ ছিল। ২৫ নং কায়দা জারি হয়ে اَرَامٍ ও مَرَامٍ হয়ে গেল। اَرْمَىُ (تفضيل) এর "ى" ৭ নং কায়দা অনুযায়ী الف। দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। رُمْيَى ـ مؤنث দুই تثنيه নিজস্ব অবস্থায় বাকী আছে। رمى এর মধ্যে "ى" আলিফ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে اجتماع ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

اثبات فعل ماضی معروف

رَمٰی رَمَیَا رَمَوْا رَمَتْ رَمَتَا رَمَیْنَ رَمَیْتَ رَمَیْتُمَا رَمَیْتُمْ رَمَیْتِ رَمَیْتُنَّ
رَمَیْتُ رَمَیْنَا

اثبات فعل ماضی مجهول

رُمِیَ رُمِیَا رُمُوْا رُمِیَتْ رُمِیَتَا رُمِیْنَ رُمِیْتَ رُمِیْتُمَا رُمِیْتُمْ رُمِیْتِ
رُمِیْتُنَّ رُمِیْتُ رُمِیْنَا.

معروف এর ছীগাহসমূহ رَمٰی ـ رَمَوْا ـ رَمَتْ ও رَمَتَا এর মধ্যকার "ی" ৭ নং কায়েদা অনুযায়ী আলিফ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর رَمَتْ ও رَمَتَا এর মধ্যে সেই আলিফ تائے تانیث এর সাথে মিলিত হয়ে اجتماع ساکنین সৃষ্টি হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য ছীগাহসমূহ স্বীয় অবস্থায় আছে।

مجہول এর ছীগাহসমূহে কোন প্রকার তালীল হয় নাই। তবে رُمُوْا ছীগাহটিতে ১০ নং কায়েদা অনুযায়ী "ی" এর হরকত তার পূর্বে দিয়ে "ی" বর্ণটি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

اثبات فعل مضارع معروف

یَرْمِیْ ـ یَرْمِیَانِ ـ یَرْمُوْنَ ـ تَرْمِیْ ـ تَرْمِیَانِ ـ یَرْمِیْنَ ـ تَرْمُوْنَ ـ تَرْمِیْنَ ـ
تَرْمِیْنَ ـ اَرْمِیْ ـ نَرْمِیْ ـ

یَرْمِیْ ـ تَرْمِیْ ـ اَرْمِیْ ـ نَرْمِیْ এর মধ্যকার প্রযোজ্য হয়ে "ی" ১০নং কায়েদা অনুযায়ী সাকিন হয়ে গেল।

یَرْمُوْنَ - تَرْمُوْنَ ও تَرْمِیْنَ এর মধ্যে এই কায়েদা প্রযোজ্য হয়ে "ی" বিলুপ্ত হয়েছে। বাকী ছীগাহ অর্থাৎ সকল تثنیہ ও দু' جمع مؤنث নিজস্ব অবস্থায় আছে। واحدمؤنث حاضر এর ছীগাহ تَرْمِیْنَ তে "ی" বিলুপ্ত হওয়ার পরে আকৃতিগতভাবে جمع مؤنث حاضر এর মত হয়ে গেল।

اثبات فعل مضارع مجهول

یُرْمٰی یُرْمَیَانِ یُرْمَوْنَ تُرْمٰی تُرْمَیَانِ یُرْمَیْنَ تُرْمَوْنَ تُرْمَیْنَ تُرْمَیْنَ
اُرْمٰی نُرْمٰی

সকল تثنیہ ও দু' جمع مؤنث নিজস্ব অবস্থায় রয়েছে। অন্যান্য ছীগাহ সমূহের "ی" বর্ণটি ৭ নং কায়েদা অনুযায়ী পরিবর্তন হয়ে اجتماع ساکنین এর স্থানসমূহ অর্থাৎ یُرْمَوْنَ ـ تُرْمَوْنَ ও تُرْمَیْنَ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف

لَنْ يَّرْمِيَ لَنْ يَّرْمِيَا لَنْ يَرْمُوْا الخ

لن স্বাভাবিকভাবে যে আমল করে তা ছাড়া নতুন কোন পরিবর্তন করেনি।

نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجهول – لَنْ يُّرْمٰى لَنْ يُّرْمَيَا الخ

يُرْمٰى - تُرْمٰى - اُرْمٰى ও نُرْمٰى এর মধ্যে لَنْ এর আমল আলিফের কারণে প্রকাশ পায়নি ইহা ব্যতীত অন্য কোন ছীগায় নতুন কোন পরিবর্তন হয় নাই।

نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف

لَمْ يَرْمِ لَمْ يَرْمِيَا لَمْ يَرْمُوْا لَمْ تَرْمِ لَمْ تَرْمِيَا لَمْ يَرْمِيْنَ لَمْ تَرْمُوْا لَمْ تَرْمِيْ لَمْ تَرْمِيْنَ لَمْ اَرْمِ لَمْ نَرْمِ

جزم এর স্থানে "ى" বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর বাকী ছীগাহগুলোতে لَمْ এর আমল صحيح এর মত।

نفی جحد بلم در فعل مستقبل مجهول ـ لَمْ يُرْمَ لَمْ يُرْمَيَا الخ

এর অবস্থা معروف এর মতই।

لام تاکید بانون ثقیله در فعل مستقبل معروف

لَيَرْمِيَنَّ لَيَرْمِيَانِّ لَيَرْمُنَّ لَتَرْمِيَنَّ لَتَرْمِيَانِّ لَيَرْمِيْنَانِّ لَتَرْمُنَّ لَتَرْمِنَّ لَتَرْمِيْنَانِّ لَاَرْمِيَنَّ لَنَرْمِيَنَّ

এগুলোতে لَيَضْرِبَنَّ এর মত تعليل হওয়ার পরে مضارع এর যে আকৃতি বাকী ছিল তার ওপর صحيح এর মত পরিবর্তন হয়েছে।

مجهول ـ لَيُرْمَيَنَّ لَيُرْمَيَانِّ لَيُرْمَوُنَّ لَتُرْمَيَنَّ لَتُرْمَيَانِّ لَيُرْمَيْنَانِّ لَتُرْمَوُنَّ لَتُرْمَيِنَّ لَتُرْمَيْنَانِّ لَاُرْمَيَنَّ لَنُرْمَيَنَّ ـ

উল্লেখিত ছীগাহসমূহ لَيُدْعَيَنَّ এর মত।

معروف ومجهول نون خفيفه ও এই ভাবে বুঝে নিতে হবে।

امرحاضر معروف ـ اِرْمِ اِرْمِيَا اِرْمُوْا اِرْمِيْ اِرْمِيْنَ

واحد مذكرحاضر –এ ওয়াকফের কারণে "ى" বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মুজারে থেকে অন্যান্য ছীগাহসমূহ সাধারণ নিয়মানুসারে বানানো হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ঃ اِرْمُوْا ছীগাহটি যখন تَرْمُوْنَ থেকে বানানো হলো, তখন প্রয়োজন ছিল علامت مضارع বিলুপ্ত করার পরে পরবর্তী হরফ সাকিন থাকার

কারণে পেশ বিশিষ্ট همزه আনা । কেননা আইন কালেমা مضموم ছিল। এমনটি করা হলো না কেন?

উত্তর ঃ আইন কালেমা বর্তমানে যদিও পেশযুক্ত, কিন্তু মূলতঃ এটি যের যুক্ত ছিল। কেননা ছীগাহটির আসল রূপ ছিল تَرْمِيُوْنَ আর همزه وصل এর হরকত আসলের দিকে লক্ষ্য করে হয়ে থাকে। এই কারণেই তো ادعى ছীগাহতে যেটি تَدْعِيْنَ থেকে বানানো হয়েছে। همزه وصل - مضموم আনা হয়েছে।

امر غائب ومتكلم معروف يَرْمِيْ

لِيَرْمِ - لِيَرْمِيَا - لِيَرْمُوْا - لِتَرْمِ - لِتَرْمِيَا - لِأَرْمِ - لِنَرْمِ

امرمجهول ঃ যেমন لِيُرْمَ لِيُرْمَيَا الخ

امر مجهول এর ছীগাহগুলি لَمْ يُرْمَ এর মত। যেমন - لَايُرْمَ الخ - لَايَرْمِ الخ

নুন ثقيله وخفيفه যখন امر ও نهى তে আসে তখন বিলুপ্ত حرف علت ফিরে এসে مفتوح হয়ে যায়। অন্যান্য ছীগাহসমূহে সহীর মধ্যে যে রকম পরিবর্তন হয়, তা ব্যতীত নতুন কোন পরিবর্তন হয়নি।

امر حاضر معروف بانون ثقيله - اِرْمِيَنَّ اِرْمِيَانِّ اِرْمُنَّ اِرْمِنَّ اِرْمِيْنَانِّ

امر غائب ومتكلم معروف بانون ثقيله

لِيَرْمِيَنَّ لِيَرْمِيَانِّ لِيَرْمُنَّ لِتَرْمِيَنَّ لِتَرْمِيَانِّ لِيَرْمِيْنَانِّ لِأَرْمِيَنَّ لِنَرْمِيَنَّ

امر حاضر معروف بانون خفيفه - اِرْمِيَنْ - اِرْمُنْ اِرْمِنْ

امر غائب ومتكلم معروف بانون خفيفه

لِيَرْمِيَنْ لِيَرْمُنْ - لِتَرْمِيَنْ - لِأَرْمِيَنْ - لِنَرْمِيَنْ

أمر مجهول بانون خفيفه

لِيُرْمَيَنْ لِيُرْمَوُنْ لِتُرْمَيَنْ لِتُرْمَوُنْ لِتُرْمَيِنْ لِأُرْمَيَنْ لِنُرْمَيَنْ -

نهى معروف بانون ثقيله

لَايَرْمِيَنَّ لَايَرْمِيَانِّ لَايَرْمُنَّ لَاتَرْمِيَنَّ لَاتَرْمِيَانِّ لَايَرْمِيْنَانِّ لَاتَرْمُوُنَّ

لَاتَرْمِنَّ لَاتَرْمِيْنَانِّ لَاأَرْمِيَنَّ لَانَرْمِيَنَّ -

نهى معروف بانون خفيفه

لَايَرْمِيَنْ لَايَرْمُنْ لَاتَرْمِيَنْ لَاتَرْمُنْ لَاتَرْمِنْ لَاأَرْمِيَنْ لَانَرْمِيَنْ -

نہی مجہول بانون خفیفہ - এর ছীগাহসমূহ امر مجہول - এর মতই।

اسم فاعل - رَامٍ رَامِيَانِ رَامُوْنَ رَامِيَةٌ رَامِيَتَانِ رَامِيَاتٌ

رام -এর মধ্যে "ی" সাকিন হয়ে اجتماع ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর رَامُوْنَ -এর মধ্যে "ی" বর্ণের হরকত ماقبل কে দেওয়ার পর "ی" কে واؤ দ্বারা পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন صيغه তে اعلال নেই।

اسم مفعول - مَرْمِيٌّ مَرْمِيَّانِ الخ

এ সকল ছীগাহ হতে ১৪ নং কায়েদা অনুযায়ী "و" "ی" হয়ে "ی" এর মধ্যে এদগাম হয়ে গেল। আর ماقبل এর পেশ যের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেল।

سمع يسمع থেকে ناقص واوی - اَلرِّضْوَانُ وَالرِّضٰی (সন্তুষ্ট হওয়া/ পছন্দ করা)

رَضِیَ يَرْضٰی رِضًی وَرِضْوَانًا فهو رَاضٍ وَرُضِیَ (يُرْضٰی) رِضًی وَرِضْوَانًا فهو مَرْضِیٌّ الامر منه اِرْضَ والنهی عنه لَاتَرْضَ الظرف منه مَرْضًی والالة منه مِرْضًی ومِرْضَاةٌ ومِرْضَاءٌ وتثنيتهما مِرْضَيَانِ وَمِرْضَيَانِ والجمع منهما مَرَاضٍ ومَرَاضِیُّ افعل التفضيل منه اَرْضٰی والمؤنث منه رُضْيٰی وتثنيتهما اَرْضَيَانِ وَرُضْيَيَانِ والجمع منهما اَرْضَوْنَ واَرَاضٍ ورُضًی ورُضْيَيَاتٌ۔

এ বাবের معروف এর ছীগাহসমূহে دُعِیَ يُدْعٰی - এর মত তালীল হয়েছে। আর مَرْضِیٌّ ছীগাহটি ব্যতীত সকল ছীগাহর তালীল دَعَا يَدْعُوْ - এর ছীগাহসমূহের মত। مَرْضِیٌّ মূলতঃ ছিল مَرْضُوْوٌ - এতে دِلِیٌّ এর কায়দা خلاف قياس জারি হয়েছে। [নতুবা কেয়াসের দাবী ছিল مَدْعُوٌّ এর মত مَرْضُوٌّ হওয়া। কেননা دُلِیٌّ এর কায়েদা فُعُوْلٌ ওজনের মধ্যে জারি হয়। مَفْعُوْلٌ- ওজনে নয়। ভাল করে বুঝে گردان বের করে নিতে হবে।

سمع থেকে اَلْخَشْيَةُ - ناقص يائی الخ (ভয় করা) خَشِیَ يَخْشٰی এই বাবের افعال -এর তালীল رَمٰی - يَرْمِیْ -এর مجہول এর তরীকা অনুযায়ী।

صرف صغير - এর অন্যান্য ছীগাহ সমূহ رَمٰی - يَرْمِیْ -এর صرف صغير এর মত।

اَلْوِقَايَةُ - لفيف مفروق থেকে **باب ضَرَبَ** (হেফাজত করা/ সংরক্ষণ করা)

وَقٰى يَقِىْ وِقَايَةً فهو وَاقٍ و وُقِىَ يُوْقٰى وِقَايَةً فهو مُوْقِىٌّ الامر منه قِ النهى عنه لاَتَقِ الظرف منه مَوْقًى والالة منه مِيْقًى مِيْقَاةٌ مِيْقَاءٌ وتثنيتهما مَوْقَيَانِ ومِيْقَيَانِ والجمع منهما مَوَاقٍ مَوَاقِىُّ افعل التفضيل منه اَوْقٰى والمؤنث منه وُقْيٰى وتثنيتهما اَوْقَيَانِ وُوْقْيَيَانِ والجمع منهما اَوْقَوْنَ واَوَاقٍ وُوْقًى وُوْقْيَيَاتٌ ـ

এ বাবের ফা কালেমায় مثال এর কায়েদা ও লাম কালেমায় ناقص এর কায়েদা জারি হয়েছে।

ماضى معروف : وَقٰى وَقَيَا الخ

শেষ পর্যন্ত رَمٰى ـ رَمَيَا الخ - এর মত।

ماضى مجهول : وُقِىَ وُقِيَا الخ

رُمِىَ الخ -এর মত।

اثبات فعل مضارع معروف

يَقِىْ يَقِيَانِ يَقُوْنَ تَقِىْ تَقِيَانِ يَقِيْنَ تَقُوْنَ تَقِيْنَ اَقِىْ نَقِىْ

يَقِىْ ও সকল ছীগাহর "و" "يَعِدُ" এর কায়েদা অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়েছে। আর ى - এর মধ্যে باب رَمٰى يَرْمِىْ - এর কায়েদা জারি হয়েছে।

مضارع مجهول : يُوْقٰى يُوْقَيَانِ الخ

শেষ পর্যন্ত يُرْمٰى الخ এর মত।

نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف

لَنْ يَّقِىَ لَنْ يَقِيَا لَنْ يَّقُوْا لَنْ تَقِىَ لَنْ تَقِيَا لَنْ يَّقِيْنَ لَنْ تَقُوْا لَنْ تَقِىْ لَنْ تَقِيْنَ لَنْ اَقِىَ لَنْ نَّقِىَ ـ

لَنْ বর্ণটি صحيح এর মধ্যে যে আমল করে এখানে তা ব্যতীত অন্য কোন পরিবর্তন করেনি। অতএব مضارع তে যে تعليل হয়েছিল তাই বাকী রয়েছে।

مجهول ـ لَنْ يُّوْقٰى لَنْ يُّوْقَيَا الخ

শেষ পর্যন্ত لَنْ يُّرْمٰى এর মতই।

نفى جحد بلم در فعل مضارع معروف

لَمْ يَقِ لَمْ يَقِيَا لَمْ يَقُوْا لَمْ تَقِ لَمْ تَقِيَا لَمْ يَقِيْنَ لَمْ تَقُوْا لَمْ تَقِىْ لَمْ تَقِيْنَ لَمْ اَقِ لَمْ نَقِ ـ

لَمْ يَقِ ও এ ধরনের ছীগাহগুলোর লাম কালেমা জযমের কারণে পড়ে গিয়েছে। বাকী ছীগাহগুলো পূর্বের গর্দানের মতই । অর্থাৎ لن এর গردان যে আকৃতি ছিল তাই এখানে। مجهول ـ لَمْ يُوقَ الخ

শেষ পর্যন্ত لَمْ يُرْمَ الخ এর মত।

لام تاكيد بانون ثقيله در فعل مستقبل معروف

لَيَقِيَنَّ لَيَقِيَانِّ ـ لَيَقُنَّ لَتَقِيَنَّ لَتَقِيَانِّ لَيَقِينَانِّ لَتَقُنَّ لَتَقِنَّ
لَتَقِينَانِّ لَاَقِيَنَّ لَنَقِيَنَّ ـ

লাম কালেমাতে لام كلمة এর لَيَرْمِيَنَّ -এর মত আমল করতে হবে।

مجهول : لَيُوقَيَنَّ الخ শেষ পর্যন্ত لَيُرْمَيَنَّ الخ - এর মত।

نون خفيفه ও এই নিয়মে।

امر حاضر معروف : قِ قِيَا قُوا قِى قِيْنَ

قِ মূলতঃ ছিল تَقِى ـ علامت مضارع বিলুপ্ত করার পরে متحرك ছিল। শেষে ওয়াকফ করার কারণে "ى" বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে قِ হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য ছীগাহ مضارع থেকে সাধারণ নিয়মানুসারে বানানো হয়েছে।

امرغائب متكلم معروف ـ لِيَقِ لِيَقِيَا لِيَقُوا لِتَقِ لِتَقِيَا لِيَقِيْنَ لِاَقِ لِنَقِ

امر مجهول : لِيُوقَ الخ শেষ পর্যন্ত لِيُرْمَ الخ এর মত।

امر حاضر معروف بانون ثقيله : قِيَنَّ قِيَانِّ قُنَّ قِنَّ قِينَانِّ

امر غائب ومتكلم معروف بانون ثقيله

لِيَقِيَنَّ لِيَقِيَانِّ لِيَقُنَّ لِتَقِيَنَّ لِتَقِيَانِّ لِيَقِينَانِّ لِاَقِيَنَّ لِنَقِيَنَّ

امر مجهول : لِيُوقَيَنَّ الخ

امر حاضر معروف بانون خفيفه ـ قِيَنْ قُنْ قِنْ

امر حاضر مجهول بانون خفيفه : لِيُوقَيَنْ الخ

نهى معروف: لَايَقِ لَايَقِيَا لَايَقُوا لَاتَقِ لَاتَقِيَا لَايَقِيْنَ لَاتَقُوا لَاتَقِى
لَاتَقِيْنَ لَااَقِ لَانَقِ

مجهول : لَايُوقَ الخ

نهى معروف بانون ثقيله : لَايَقِيَنَّ لَايَقِيَانِّ لَايَقُنَّ الخ

نهی مجهول بانون ثقیله : لَایُوْقَیَنَّ لَایُوْقَیَانِّ لَایُوْقَوُنَّ الخ

نهی معروف بانون خفیفه : لَایَقِیَنْ لَایَقُنْ الخ

نهی مجهول بانون خفیفه

لَایُوْقَیَنْ لَایُوْقَوُنْ لَاتُوْقَیَنْ لَاتُوْقَوُنْ لَاتُوْقَیِنْ لَااُوْقَیَنْ لَانُوْقَیَنْ ۔

اسم فاعل ۔ وَاقٍ وَاقِیَانِ وَاقُوْنَ الخ

শেষ পর্যন্ত رَامٍ ۔وَامِیَانِ الخ এর মত।

اسم مفعول : مَوْقِیٌّ الخ

শেষ পর্যন্ত مَرْمِیٌّ এর মত।

باب حَسِبَ থেকে **لفیف مفروق اَلْوِلَایَةُ** (মালিক হওয়া)

وَلِیَ یَلِیَ وَلَایَةً فهو وَالٍ الامر منه لِ والنهی عنه لَاتَلِ الظرف منه مَوْلًی الالة منه مِیْلًی مِیْلَاةٌ وتثنیتهما مَوْلَیَانِ مِیْلَیَانِ والجمع منهما مَوَالٍ ومَوَالِیُّ افعل التفضیل اَوْلٰی و المؤنث منه وُلْیٰی وتثنیتهما اَوْلَیَانِ ووُلْیَیَانِ والجمع منهما اَوَالٍ واَوْلَوْنَ و وُلًی ووُلْیَیَاتٌ ۔

এ ব্যাপারে ছীগাহ সমূহের تعلیل ওপরে উল্লেখিত নিয়মানুসারে -وَقٰی یَقِیْ এর মত করে নিতে হবে। صرف کبیر এর সকল ছীগাহ পড়ে নিতে হবে।

باب ضَرَبَ থেকে **لفیف مقرون- اَلطَّیُّ** পেচানো, ভাঁজ করা।

طوی یطوی الخ

শেষ পর্যন্ত رَمٰی یَرْمِیْ الخ এর মত।

باب افتعال থেকে **ناقص واوی -**

اَلْاِحْتِبَاءُ (উরু খাড়া করে হাঁটুতে হাত বেঁধে বসা)

اِحْتَبٰی یَحْتَبِیْ اِحْتِبَاءً فهو مُحْتَبٍ الامر منه اِحْتَبِ والنهی عنه لَاتَحْتَبِ الظرف منه مُحْتَبًی ۔

এ বাব থেকেই اَلْاِجْتِبَاءُ ۔ ناقص یائی বাছাই করা/ নির্বাচন করা।

اِجْتَبٰی یَجْتَبِیْ اِجْتِبَاءً فهو مُجْتَبٍ واُجْتُبِیَ یُجْتَبٰی اِجْتِبَاءً فهو مُجْتَبًی الامر منه اِجْتَبِ والنهی عنه لَاتَجْتَبِ الظرف منه مُجْتَبًی ۔

لفيف مقرون থেকে باب افتعال

اَلْاِلْتِوَاءُ [১] (পেঁচিয়ে যাওয়া/ ভাঁজ হওয়া) اِلْتَوٰى يَلْتَوِىْ الخ

باب انفعال থেকে ناقص واوى - اَلْاِنْمِحَاءُ (মিটে যাওয়া। বিলুপ্ত হওয়া)

اِنْمَحٰى يَنْمَحِىْ الخ

একই বাব থেকে اَلْاِنْبِغَاءُ - ناقص يائى সমীচীন হওয়া। باب اِنْفِعَال থেকে

ناقص واوى থেকে باب اِسْتِفْعَال (নির্জনবাসী হওয়া) الانزواء - لفيف مقرون

-اَلْاِسْتِغْنَاءُ ناقص يائى থেকে একই বাব। উঁচু হওয়া "اَلْاِسْتِعْلَاءُ" -

বেপরোয়া হওয়া/ অমুখাপেক্ষী হওয়া।

باب اِفْعَال থেকে ناقص واوى - اَلْاِعْلَاءُ উঁচু করা।

اَعْلٰى - يُعْلِىْ - اِعْلَاءً فهو مُعْلٍ واُعْلِىَ يُعْلٰى اِعْلَاءً فهو مُعْلًى الامر منه اَعْلِ والنهى عنه لَاتُعْلِ الظرف منه مُعْلًى -

ناقص يائى এ বাব থেকে - اَلْاِغْنَاءُ - অমুখাপেক্ষী করা। اَغْنٰى يُغْنِىْ الخ

লাফীফে মাফরূক যেমন- "اَلْاِيْلَاءُ" (নিকটবর্তী করা) اَوْلٰى يُوْلِىْ الخ ..-

লাফীফে মাকরূন যেমন-لفيف مقرون (পরিতৃপ্ত করা)

اَحْيٰى الخ (জীবিত করা) اَلْاِحْيَاءُ - اَرْوٰى يُرْوِىْ الخ

باب تفعيل থেকে ناقص واوى - اَلتَّسْمِيَةُ (নাম রাখা)

سَمّٰى - يُسَمِّىْ - تَسْمِيَةً فهو مُسَمٍّ وسُمِّىَ يُسَمّٰى تَسْمِيَةً فهو مُسَمًّى الامر منه سَمِّ والنهى عنه لَاتُسَمِّ الظرف منه مُسَمًّى

এ বাব থেকে ناقص، لفيف ও مهموز لام এর মাসদার تَفْعِلَةٌ [২] ওজনে আসে।

ناقص يائى যেমন- اَلتَّلْقِيَةُ -- لَقّٰى يُلَقِّىْ الخ (ঢেলে দেওয়া)

লাফীফে মাকরূন যেমন- اَلتَّقْوِيَةُ - (শক্তিদান করা) قَوّٰى - يُقَوِّىْ الخ

লাফীফে মাফরূক যেমন- اَلتَّحِيَّةُ (সালাম করা) حَيّٰ - يُحَيِّىْ الخ

---

৫১. اَلْاِلْتِوَاءُ : হযরত আসাতেজায়ে কেরামের নিকট আমার আবেদন এই যে, তারা যেন আগত বাব সমূহের কমপক্ষে "صرف صغير" গর্দান ছাত্রদের দ্বারা করিয়ে নেন।

৫২. تفعلة আবার কখনও شعر এর ওজন ঠিক রাখার জন্যে تفعيل ওজনেও আসে

شعر : هى تنزى دلوها تنزيا × كما تنزى شهلة صبيا

এতে "تنزيا" - باب تفعيل এর মাছদার। এটি মূলতঃ تنزية হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু شعر এর ওজন ঠিক রাখার জন্য تفعيل ওজনে আনা হল।

একটি প্রশ্ন ঃ আমরা জানি لفيف এ-عين تعليل হয় না। এখানে تَحِيَّةٌ এর আইন কালেমার হরকত নকল করে পূর্বে দেওয়া হলো কেন?

উত্তর ঃ تَحِيَّةٌ মাসদারটি যেমনিভাবে لفيف ঠিক তেমনিভাবে مضاعف ও বটে , এখানে مضاعف এর দিকে লক্ষ্য করে হরকত নকল করা হয়েছে। আর تَقْوِيَةٌ -এর মধ্যে করা হয়নি। কেননা এটি مضاعف নয়।

مفاعلة থেকে اَلْمُغَالَاةُ - ناقص واوى (মহর অতিরিক্ত/ বেশী করা)

غَالٰى - يُغَالِىْ الخ

يائى- اَلْمُرَامَاةُ (পরস্পর তীর নিক্ষেপ কর) رَامٰى - يُرَامِىْ الخ

লাফীফে মাফরূক যেমন- مُوَارَاةٌ (গোপন করা) وَارٰى الخ -

লাফীফে মাকরূন যেমন- اَلْمُدَاوَاةُ (ঔষধ সেবন করানো। চিকিৎসা করা।)

دَاوٰى يُدَاوِىْ الخ মাসদারের "و" ১৬ নং কায়েদা অনুযায়ী যেরের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে "ى" হয়ে গিয়েছে। অতঃপর সাকিন হয়ে حالت رفعى وجرى তে اجتماع ساكنين - এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

تَمَنّٰى الخ (আশা করা) اَلتَّمَنِّىْ - ناقص يائى

লাফীফে মাফরূক যেমন-لفيف مفروق -বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

লাফীফে মাকরূন যেমন-- اَلتَّقَوِّىْ - শক্তিশালী হওয়া।

تفاعل থেকে تَعَالٰى الخ। اَلتَّعَالِىْ - ناقص واوى বড় হওয়া।

পঞ্চম প্রকার معتل ও مهموز - এর বর্ণনা

باب نَصَرَ থেকে الاَوْلُ - اجوف واوى ও مهموز فا প্রত্যাবর্তন করা। ফেরা।

تصريفه : اٰلَ يَؤُوْلُ اَوْلاً فهو اٰلٍ وَاٰئِلٌ يُؤَالُ اَوْلاً فهو مَؤُوْلٌ الامر منه اُلْ والنهى عنه لا تَؤُلْ الظرف منه مَاٰلٌ والالة منه مِيْوَلٌ ومِيْوَلَةٌ وَمِيْوَالٌ وتثنيتهما مَاٰلاَنِ ومِيْوَلاَنِ والجمع منهما مَاوِلُ مَاوِيْلُ افعل التفضيل منه اَوْلُ والمؤنث منه اُوْلٰى وتثنيتهما اَوْلاَنِ وَاُوْلَيَانِ والجمع منهما اَوْلُوْنَ وَاَوَائِلُ واُوَلٌ واُوْلَيَاتٌ۔

এগুলো قَالَ يَقُوْلُ এর মত। হামযার মধ্যে مهموز এর কায়েদা এবং واو এর মধ্যে معتل এর কায়েদা জারি করে নিবে; কিন্তু যেখানে مهموز ও معتل - এর কায়েদা পরস্পর বিরোধী হয়, সেখান معتل এর কায়েদা প্রাধান্য পাবে। যেমন -يَؤُوْلُ এটি মূলতঃ ছিল يَاْوُلُ এতে رَاْسٌ এর কায়েদা অনুযায়ী হামযাকে

আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা যেত। এদিকে معتل - এর কায়েদা واو - এর হরকত ماقبل কে দেওয়ার দাবি করে। এখানে معتل এর কায়েদাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে أُوُلٌ ছীগাহটি মূলতঃ ছিল أَءْوُلٌ - اٰمَنَ এর কায়েদায় হামযাকে আলিফ দ্বারা পবিরবর্তন করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এর উপর معتل এর কায়েদাকে প্রাধান্য দিয়ে হরকত নকল করে أَءُوْلٌ বানানো হয়েছে। ফলে أَوُوْلٌ হয়ে গেল।

باب ضَرَبَ থেকে مهموز فا ও اجوف يائى - اَلْاَيْدُ - মজবুত হওয়া, শক্তিশালী হওয়া।

اَدَ - يَئِيْدُ الخ

এগুলি بَاعَ يَبِيْعُ الخ এর মত। এই বাবেও ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং يَئِيْدُ এর মধ্যে رَأْسٌ এর কায়েদার উপর يَبِيْعُ-এর কায়েদাকে প্রাধান্য দেওয়া হল। واحدمتكلم - এর ছীগাহ اَئِيْدُ ও অনুরূপ ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় হামযাটি اَئِمَّةٌ এর কায়েদা অনুযায়ী "ى" হয়ে যায়।

باب نَصَرَ থেকে مهموز فا ও ناقص واوى - اَلْاَلُوُ- অসতর্ক হওয়া।

اَلَا - يَاْلُوْا اَلُوًّا فهو اٰلٍ وَاُلِىَ يُوْلٰى اَلْوًا فهو مَاْلُوٌّ الامر منه اُوْلُ والنهى عنه لَا تَأْلُ الظرف منه مَاْلًى والالة منه مِيْلًى ومِيْلَاةٌ ومِيْلَاءٌ وتثنيتهما مَاْلَيَانِ وَمِيْلَيَانِ والجمع منهما مَالٍ ومَالِيُّ افعل التفضيل منه اٰلى والمؤنث منه اُلْيٰى وتثنيتهما اٰلَيَانِ وَاُلْيَيَانِ والجمع منهما اَوَالٍ وَاٰلَوْنَ وَاُلًى وَاُلْيَيَاتٌ -

হামযাতে مهموز - এর কায়েদা আর "و" এর মধ্যে ناقص-এর কায়েদা জারী করে নিবে।

باب ضرب থেকে مهموز فا ও ناقص يائى اَلْاِتْيَانُ অর্থঃ আসা।

اَتٰى يَاْتِىْ الخ

এই বাবের ছীগাহসমূহ رَمٰى يَرْمِىْ الخ এর মত।

باب فتح থেকে اَلْاِبَاءُ (অস্বীকার করা) ابى يابى

باب ضرب থেকে مهموز فا ও لفيف مقرون - اَلْاَىُّ (আশ্রয় নেওয়া।)

اَوٰى - يَاْوِىْ الخ - طَوٰى الخ এর মত।

باب ضَرَبَ থেকে مهموز عين ও مثال واوى

الـواد (জীবিত দাফন করা) وَأَدَ - يَئِدُ الخ - وَعَدَ - يَعِدُ এর মত।

باب فَتَحَ থেকে **مهموز عين** ও **ناقص يائى ـ اَلرُّؤْيَةُ** । (দর্শন করা, জানা, দেখা)

رَأٰى ـ يَرٰى ـ رُؤْيَةً فهو رَاءٍ ورُئِىَ يُرٰى رُؤْيَةً فهو مَرْئِىٌّ الامر منه رَ والنهى عنه لاَتَرَ الظرف منه مَرْأًى والالة منه مِرْأًى ومِرْأَةٌ ومِرْاءٌ وتثنيتهما مَرْئَيَانِ وَمِرْئَيَانِ والجمع منهما مَرَاءٍ وَمَرَائِىٌّ افعل التفضيل منه أَرْأٰى والمؤنث منه رُؤْىٰ وتثنيتهما أَرْئَيَانِ ورُؤْيَيَانِ والجمع منهما أَرَاءٍ وأَرْأَوْنَ ورُأًى ورُؤْيَيَاتٌ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, يَسْأَلُ - এর কায়েদা এই বাবের فعل সমূহের ক্ষেত্রে ওয়াজিব। اسم সমূহের ক্ষেত্রে নয়। এই কথাটি লক্ষ্য রেখে ناقص এর কায়েদা অনুযায়ী সকল ছীগাহ পড়ে নিবে। আমরা শিক্ষাদানের জন্য صرف كبير ও এখানে উল্লেখ করছি। কেননা এই বাবের ছীগাহসমূহ কিছুটা জটিল।

اثبات فعل ماضى معروف

رَأٰى ـ رَأَيَا ـ رَأَوْ ـ رَأَتْ ـ رَأَتَا ـ رَأَيْنَ

শেষ পর্যন্ত رَمٰى الخ এর মত। তবে এতে হামযার মধ্যে بين بين হতে পারে। **مجهول** رُئِىَ الخ শেষ পর্যন্ত رُمِىَ الخ এর মত।

اثبات فعل مضارع معروف

يَرٰى ـ يَرَيَانِ ـ يَرَوْنَ ـ تَرٰى ـ تَرَيَانِ ـ يَرَيْنَ ـ تَرَوْنَ ـ تَرَيْنَ ـ أَرٰى ـ نَرٰى ـ

يَرٰى মূলতঃ يَرْأَىُ ছিল। يَسْأَلُ - এর কায়েদা অনুযায়ী হামযার হরকত তার পূর্বে দিয়ে সেটিকে বিলোপ করা হয়েছে। ফলে يَرَىُ হয়ে গেল। এবার ৭নং কায়েদা অনুযায়ী "ى" আলিফ হয়ে গেল। تثنيه ব্যতীত সকল ছীগাহয় এইভাবে تعليل হয়েছে। আর تثنيه তে শুধুমাত্র يَسْأَلُ এর কায়েদা প্রযোজ্য হয়েছে। تثنيه এর আলিফ مانع থাকার কারণে "ى" আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়নি।

يَرَوْنَ ও تَرَوْنَ[১] ছীগাহদ্বয়ের মধ্যে আলিফ "و" এর সাথে এবং واحد مؤنث حاضر - এর ছীগাহ تَرَيْنَ - এর মধ্যে "ى" এর সাথে মিলে التقاء ساكنين - এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

১.. يَرَوْنَ ও تَرَوْنَ ঃ এ দুটি মূলতঃ ছিল يَرْأَيُوْنَ ও تَرْأَيُوْنَ আর تَرَيْنَ মূলত ছিল تَرْأَيِيْنَ - তোমরা চিন্তা ভাবনা করে تعليل বের করে নিবে। মুসান্নেফ রহ. সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে গিয়েছেন।

مجهول : يُرٰى الخ

এর معروف - تعليل এর মত।

نفي تاكيد بلن معروف ومجهول

لَنْ يُّرٰى۔ لَنْ يُّرَيَا ۔ لَنْ يُّرَوْا الخ

لَنْ বর্ণটি لَنْ يَّخْشٰى ও لَنْ يَّرْضٰى এর মত ও يُرٰى ও তার সাদৃশ ছীগাহসমূহে আলিফের মধ্যে কোন আমল করে নাই। আর অন্যান্য ছীগাহসমূহে ঠিক ঐ ভাবে আমল করেছে যেভাবে صحيح-এর মধ্যে করে থাকে। مضارع - এর মধ্যে যে সমস্ত تعليل ছিল সেগুলিই এখানে বাকী আছে।

نفي جحد بلم معروف ومجهول

لَمْ يُرَ ۔ لَمْ يُرَيَا ۔ لَمْ يُرَوْا ۔ لَمْ تُرَ ۔ لَمْ تُرَيَا ۔ لَمْ يُرَيْنَ ۔ لَمْ تُرَوْا ۔ لَمْ تُرَيْ ۔

لَمْ تُرَيْنَ ۔ لَمْ اُرَ ۔ لَمْ نُرَ ۔

لَمْ يَرَ মূলতঃ يَرٰى ছিল। لَمْ আসার কারণে শেষ বর্ণ থেকে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে لَمْ يَرَ হয়েছে। لَمْ تَرَ ۔ لَمْ اَرَ ও لَمْ نَرَ তেও এভাবেই তালীল হয়েছে। বাকী ছীগাহসমূহের সহীহের মত আমল করেছে। مضارع তে যে تعليل হয়েছে এখানে তার চেয়ে বেশী কিছু হয় নাই।

لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در فعل مستقبل معروف ومجهول

لَيُرَيَنَّ ۔ لَيُرَيَانِّ ۔ لَيُرَوُنَّ ۔ لَتُرَيَنَّ ۔ لَتُرَيَانِّ ۔ لَيُرَيْنَانِّ ۔ لَتُرَوُنَّ ۔ لَتُرَيِنَّ ۔

لَتُرَيْنَانِّ ۔ لَاُرَيَنَّ ۔ لَنُرَيَنَّ ۔

لَيُرَيَنَّ মূলতঃ يُرٰى ছিল। শুরুতে لام تاكيد এবং শেষে نون ثقيله যুক্ত হয়েছে। نون ثقيله তার পূর্বে যবর চায়, এ দিকে আলিফ হরকত গ্রহণের উপযুক্ত নয়। তাই "ى" কে যেটি الف এর আসল রূপ ছিল তাকে ফিরিয়ে এনে যবর দেয়া হয়েছে। ফলে لَيُرَيَنَّ হয়ে গেল। ঠিক একই অবস্থা لَتُرَيَنَّ ۔ لَاُرَيَنَّ ও لَنُرَيَنَّ এর ক্ষেত্রে।

لَيُرَوُنَّ মূলতঃ يُرَوْنَ ছিল। لام تاكيد ও نون ثقيله যোগ করে نون اعرابى বিলুপ্ত করার পর "و" ও "ن" এর মাঝে اجتماع ساكنين এর সৃষ্টি হয়। "و" বর্ণটি غير مدة থাকার কারণে সেটিকে পেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে لَيُرَوُنَّ হয়ে গেল। لَتُرَوُنَّ ও অনুরূপ।

واحد مؤنث حاضر - এর ছীগাহ لَتَرَيِنَّ - এর মধ্যকার نون اعرابی বিলুপ্ত করার পর "ی" কে যের দেওয়া হয়েছে।

لام تاكيد بانون خفيفه

لَيَرَيَنْ ـ لَيَرَوُنْ ـ لَتَرَيَنْ ـ لَتَرَوُنْ ـ لَتَرَيِنْ ـ لَأَرَيَنْ ـ لَنَرَيَنْ ـ

امر حاضر معروف

رَ ـ رَيَا ـ رَوْا ـ رَىْ ـ رَيْنَ ـ

رَ মূলতঃ تَرٰى ছিল। علامت مضارع বিলুপ্ত করার পরে متحرك ছিল বলে ও همزه وصل এর প্রয়োজন হয়নি। শেষে ওয়াকফ করার কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়ে গেল। ফলে رَ রয়ে গেল।

বাকী ছীগাহসমূহে علامت مضارع বিলুপ্ত করার পর نون اعرابی বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে جمع مؤنث - এর ছীগাহ رَيْنَ - এর মধ্যে نون جمع مؤنث এর কারণে উহার শেষে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

امر غائب ومتكلم معروف

لِيَرَ ـ لِيَرَيَا ـ لِيَرَوْا ـ لِتَرَيَا ـ لِيَرَيْنَ ـ لِأَرَ ـ لِنَرَ

لَمْ يَرَ এর মত تعليل করে নিতে হবে।

لِيُرَ الخ। امر مجهول ও অনুরূপ।

امرحاضر معروف بانون ثقيله

رَيَنَّ ـ رَيَانِّ ـ رَوُنَّ ـ رَيِنَّ ـ رَيْنَانِّ

رَيَنَّ আসলে ছিল رَ . نون ثقيله যুক্ত হওয়ার কারণে وقف যাহা حرف علت বিলুপ্ত হওয়ার কারণ ছিল তা শেষ হয়ে যাওয়াতে حرف علت ফিরে এসেছে। কিন্তু যে আলিফটি বিলুপ্ত হয়েছিল সেটি হরকত গ্রহণের উপযুক্ত ছিল না। এদিকে نون ثقيله তার পূর্বে যবর চায়। এ কারণে আলিফের মূলে যে ی ছিল সেটি ফিরিয়ে এনে যবর দেয়া হলো। ফলে رين হয়ে গেল।

رَوُنَّ ও رَيِنَّ এর মধ্যে "ی" ও "و" যে দুটি غير مده ছিল, اجتماع ساكنين - এর কারণে যথাক্রমে পেশ ও যের দেওয়া হলো।

امر بالام نون ثقيله এর ছীগাহসমূহ فعل مضارع نون ثقيله - এর মত। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, امر - এর লাম যের যুক্ত আর مضارع এর লাম যবর যুক্ত হয়।

امر حاضر معروف بانون خفيفه

رَيُنْ - رَوُنْ - رَيِنْ

امر بالام কে এর উপর কিয়াস করে নিবে।

نہی معروف مجهول : لَايُرَ الخ

نہی بانون ثقيله : لَايُرَيَنَّ الخ

শেষ পর্যন্ত امربانون ثقيله এর ছীগাহর মত تعليل করে নিতে হবে।

نہی بانون خفيفه

لَايُرَيَنْ - لَايُرَوُنْ - لَاتُرَيَنْ - لَاتُرَوُنْ - لَاتُرَيِنْ - لَاأُرَيَنْ - لَانُرَيَنْ

اسم فاعل

رَاءٍ رَائِيَانِ رَاؤُنَ رَائِيَةٌ رَائِيَانِ

رَامٍ الخ এর মত।

اسم مفعول

مَرْئِيٌّ - مَرْئِيَّانِ الخ

শেষ পর্যন্ত مَرْمِيٌّ এর মত।

اَلْمَجِيْئُ - اجوف يائی ও مهموز لام باب ضَرَبَ থেকে আসা।

جَاءَ يَجِيْئُ مَجِيْئًا فهو جَاءٍ وجِيئَ يُجَاءُ مَجِيْئًا فهو مَجِيْئٌ الامر منه جِئْ الخ -

শেষ পর্যন্ত بَاعَ يَبِيْعُ এর মত। তবে اسم فاعل- এর ছীগাহ جَاءٍ কিছুটা ব্যতিক্রম جَاءٍ মূলতঃ ছিল جَايِئٌ - بَائِعٌ - এর নিয়মে تعليل হয়ে রূপ দাঁড়ালো جَاءِئٌ - এবার দুই همزه متحرك - এর কায়েদার ভিত্তিতে দ্বিতীয় হামযাটি ى দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে جَائِيٌ হলো। অতঃপর رَامٍ এর কায়েদা অনুযায়ী جَاءٍ হয়ে গেল।

صرف كبير - এর সকল ছীগাহ بَاعَ - এর صرف كبير - এর মত। তবে যেখানে হামযা সাকিন সেখানে همزه ساكنه - এর কায়েদা অনুযায়ী পরিবর্তন হবে। সুতরাং جِئْنَ الخ এর ক্ষেত্রে হামযারা পূর্বে যের থাকার কারণে হামযাকে ى দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয আছে।

তাছাড়া হামযার মধ্যে কায়েদার চাহিদা অনুযায়ী بين بين قريب ও بين بين بعيد জায়েয আছে।

ফায়েদা ঃ مهموز لام ও اجوف يائ যা شَاءَ۔يَشَاءُ۔مَشِيْئَةٌ باب سَمِعَ থেকেও হতে পারে। আবার بَاب فَتَحَ থেকেও। কেননা এতে লাম কালেমায় حرف حلقى আছে। আর ماضى এর আইন কালেমার যের স্পষ্ট নয়। কেননা شِئْنَ এর পূর্বের ছীগাহসমূহে ى আলিফ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আর আলিফের আসল يائے مكسوره ও হতে পারে, আবার مفتوحه ও হতে পারে। এদিকে شِئْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত ছীগাহসমূহে ফা কালেমার যের যেমনিভাবে كسره عين এর কারণে সম্ভব তেমনিভাবে يائى হওয়ার কারণে যবর থাকা সত্ত্বেও ফা কালেমার যের হওয়া সম্ভব, যেমনটি হয়েছে। بِعْنَ এর মধ্যে। এর কারণে صراح নামক অভিধানের লেখক شَاءَ কে فَتَحَ থেকে আর কতিপয় অভিধান রচয়িতা سَمِعَ থেকে গণ্য করেছেন।

ফায়েদা ঃ امر حاضر এর ছীগাহ جِئْ এবং مضارع - এর জযমযুক্ত ছীগাহসমূহ যেমন- لَمْ يَجِئْ ইত্যাদিতে হামযা ى হয়ে যায়। আর لَمْ ও شَاءَ يَشَأْ ইত্যাদিতে আলিফ হয়ে যায়। তবে এই সকল حرف علت বাকী থাকবে বিলুপ্ত হবে না। কেননা এ হামযাদ্বয় আসলী। আর خَطِيْئَةٌ এর কায়েদা مدة زائدة এর জন্য প্রযোজ্য।[১]

مَجَابِئُ (جمع ظرف) ও এরকম ছীগাহগুলির মধ্যে ى আসল হওয়ার কারণে ১৮ নং কায়দার ভিত্তিতে হামযা দ্বারা পরিবর্তন হয় নাই।[২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ مضاعف এর বর্ণনা

এখানে দুটি প্রকার রয়েছে।

প্রথম প্রকার ঃ مضاعف - এর নিয়মাবলী রূপান্তর প্রসঙ্গে

কায়েদা-১ এক জাতীয় দুইটি হরফ বা নিকটতম মাখরাজের দুটি হরফের মধ্যে প্রথমটি সাকিন হলে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম হয়ে যায়। চাই হরফ দুটি একই কালেমায় হোক। যেমন- عَبَدْتُّمْ۔ شَدَّ۔ مَدَّ অথবা ভিন্ন ভিন্ন কালেমায়। যেমন -اِذْهَبْنَا ۔ عَصَوْا وَّكَانُوْا তবে প্রথমটি مده হলে ইদগাম করা হয় না। যেমন- فِىْ يَوْمٍ

১. غير مده ছিলঃ এখানে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হরকত "مدة" এর উপর জায়েয নেই। غير مده এর উপর জায়েয, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

২. مجابئ - এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জওয়াব। প্রশ্নটি এই যে, مجاى ছীগাহটির মধ্যে "ى" الف مفاعل এর পরে এসেছে। সুতরাং এতে ১৮ নং (عجائزএর) নিয়মানুসারে "ى" হামযা হয়ে গেল না কেন?

কায়েদা –২ যদি একই কালেমায় এক জাতীয় দুইটি হরফ متحرك হয় এবং প্রথমটির পূর্বেরটিও متحرك হয়, তাহলে প্রথমটিকে সাকিন করে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম করতে হয়। যেমন- مَدَّ ও فَرَّ তবে শর্ত হলো اسم متحرك العين না হওয়া। যেমন- شُرُرٌ ـ سُرُرٌ এগুলোতে ইদগাম হবে না।

কায়েদা– ৩ যদি দুইটি এক জাতীয় দুইটি হরফ বা নিকটতম মাখরাজের দুইটি হরফের প্রথমটির পূর্বের হরফ সাকিন غير مدة হয়, তাহলে প্রথমটির হরকত পূর্বে দিয়ে ইদগাম করে দিতে হয়। যেমন–يَفِرُّ - يَمُدُّ ও يَعَضُّ মূলতঃ يَمْدُدُ - يَفْرِرُ ও يَعْضَضُ ছিল। তবে শর্ত হলো ملحق না হওয়া। এই কারণে جلبب এর মধ্যে অত্র কায়েদা জারি হবে না।

কায়েদা –৪ যদি প্রথমটির পূর্বে মদ্দের হরফ হয়, তাহলে হরকত নকল করা ছাড়াই প্রথমটিকে সাকিন করে দ্বিতীয়টির মধ্যে এদগাম করে দিতে হয়। [৫৬] যেমন-حَاجَّ ـ مُوُدَّ

কায়েদা –৫ যদি এদগামের পর দ্বিতীয় হরফে امر এর ওয়াকফ অথবা অন্য কোন حرف جازم এর কারণে جزم আসে তাহলে দ্বিতীয় হরফে যবর, যের ও فك ادغام তিনটিই জায়েয। যেমন- فِرَّ ـ فِرِّ ـ اِفْرِرْ আর যদি ما قبل اول পেশ যুক্ত হয়, তাহলে পেশও দেওয়া যেতে পারে। যেমন- لَمْ يَمُدُّ

باب نَصَرَ থেকে مضاعف যেমনঃ اَلْمَدُّ (টানা)

اثبات فعل ماضى معروف

مَدَّ ـ يَمُدُّ ـ مَدًّا ـ فهو مَادٌّ ومُدَّ ـ يُمَدُّ ـ مَدًّا ـ فهو مَمْدُوْدٌ ـ الامر منه مُدَّ ـ مُدِّ ـ مُدُّ ـ اُمْدُدْ والنهى عنه لَاتَمُدَّ ـ لَاتَمُدِّ ـ لَاتَمُدُّ ـ لَاتَمْدُدْ ـ والظرف منه مَمَدٌّ ـ الالة منه مِمَدٌّ ومِمَدَّةٌ ومِمْدَادٌ وتثنيتهما مَمَدَّانِ ومِمَدَّانِ والجمع منهما مَمَادٌّ ومَمَادِيْدُ افعل التفضيل منه اَمَدُّ والمؤنث منه مُدَّى وتثنيتهما اَمَدَّانِ ومُدَّيَانِ والجمع منهما اَمَدُّوْنَ اَمَادُّ ومُدَدٌ ـ مُدَّيَاتٌ ـ

مَدَّ ـ يَمُدُّ মূলতঃ مَدَدَ ছিল। ২ নং কায়দায় ইদগাম করা হয়েছে। مُدَّ ও অনুরূপ। يُمَدُّ - ও এর মধ্যে ৩ নং কায়েদায় ইদগাম হয়েছে।

---

৫৬. حاج- এটি বাবে مفاعله এর واحدمذكرغائب এর ছীগাহ। মূলতঃ ছিল ـ قاتل حاجج এর ওজনে। مود ও এই বাবের ماضى مجهول - এর ছীগাহ, قوتل ওজনে।

اسم فاعل - এর ছীগাহ مَادٌّ ইসমে জরফ ও ইসমে আলা এর জমা مَمَادٌّ এবং اسم تفضيل এর ছীগাহ اَمَادٌّ-এর মধ্যে চার নম্বর কায়দা কার্যকর হয়েছে।

اسم فاعل - এর ছীগাহ ماد ـ واله ـ جمع ظرف ـ جمع ও مَمَاد - اسم تفضيل এর ছীগাহ اَمَادّ-এর মধ্যে ৫ নম্বর কায়েদা কার্যকর হয়েছে।

اثبات فعل ماضى معروف

مَدَّ ـ مَدَّا ـ مَدُّوْا ـ مَدَّتْ ـ مَدَّتَا ـ مَدَدْنَ ـ مَدَدْتَ ـ مَدَدْتُمَا ـ مَدَدْتُمْ ـ

مَدَدْتِ ـ مَدَدْتُنَّ ـ مَدَدْتُ ـ مَدَدْنَا ـ

مَدَدْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় د সাকিন থাকার কারণে প্রথম د ইদগাম করা হয় নাই ও ت কাছাকাছি মাখরাজের হওয়ার কারণে مَدَدْتَّ থেকে পর্যন্ত ইদগাম হয়েছে।

اثبات فعل ماضى مجهول

مُدَّ ـ مُدَّا ـ مُدُّوْا ـ مُدَّتْ ـ مُدَّتَا ـ مُدِدْنَ ـ مُدِدْتَّ ـ مُدِدْتُّمَا مُدِدْتُّمْ ـ

مُدِدْتِّ ـ مُدِدْتُّنَّ ـ مُدِدْتُّ ـ مُدِدْنَا ـ

مضارع معروف - يَمُدُّ ـ يَمُدَّانِ ـ يَمُدُّوْنَ الخ

مجهول - এর ছীগাহও অনুরূপ।

نفى بلن - لَنْ يَمُدَّ ـ لَنْ يَمُدَّا ـ لَنْ يَمُدُّوْا الخ

لَنْ বর্ণটি صحيح -এর মধ্যে যে আমল করে এখানেও ঠিক সেই আমল করেছে। مضارع এর ইদগাম আগের নিয়মে হয়েছে। مجهول ও অনুরূপ।

نفى جحد بلم معروف

لَمْ يَمُدَّ ـ لَمْ يَمُدِّ ـ لَمْ يَمُدُّ ـ لَمْ يَمْدُدْ لَمْ يَمُدَّا لَمْ يَمُدُّوْا لَمْ تَمُدَّ لَمْ تَمُدِّ

لَمْ تَمُدُّ لَمْ تَمْدُدْ لَمْ تَمُدَّا لَمْ يَمْدُدْنَ لَمْ تَمُدُّوْا لَمْ تَمُدِّىْ لَمْ تَمْدُدْنَ ـ

لَمْ اَمُدَّ لَمْ اَمُدِّ لَمْ اَمُدُّ لَمْ اَمْدُدْ لَمْ نَمُدَّ لَمْ نَمُدِّ لَمْ نَمُدُّ لَمْ نَمْدُدْ ـ

لَمْ يَمُدَّ ও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছীগাহগুলিতে ৫নং কায়দা জারি হয়েছে। مجهول এর ছীগাহসমূহ معروف -এর উপর কিয়াস করে নিবে।

لام تاكيد بانون ثقيله درفعل مستقبل معروف

لَيَمُدَّنَّ ـ لَيَمُدَّانِّ الخ

শেষ পর্যন্ত সহীহ এর মত مضارع -এর ইদগাম নিজস্ব অবস্থায় বাকী আছে। مجهول ও অনুরূপ।

نون خفيفه معروف

لَيَمُدَّنْ لَيَمُدُّنْ الخ وهكذا مجهول

امر حاضر معروف

مُدَّ ـ مُدِّ ـ مُدُّ ـ اُمْدُدْ ـ مُدَّا ـ مُدُّوا ـ مُدِّى ـ اُمْدُدْنَ

واحدمؤنث حاضر ও جمع مذكر-تثنيه -এর মধ্যে فك ادغام জায়েয নেই। কেননা জযম ও وقف - এর স্থান দ্বিতীয় "د" নয়। এ কারণে قصيده برده[1] - এর "فَمَا لِعَيْنَيْكَ اِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا" شعر[2]-এর মধ্যকার "اكففا" ছীগাহটিকে ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে।[3]

امر بالام معروف ومجهول

نفى جحد بلم এর মত।

امر حاضر معروف بانون ثقيله – مُدَّنَّ مُدَّانِّ مُدُّنَّ مُدِّنَّ اُمْدُدْنَانِّ ـ

مُدَّنَّ এর মধ্যে যেহেতু وقف বাকী নেই, সেহেতু "د" বর্ণে যবর ব্যতীত পেশ, যের অথবা فك ادغام জায়েয নেই।

بانون خفيفه :– مُدَّنْ ـ مُدُّنْ ـ مُدِّنْ

امر بالام কেও এর উপর কিয়াস করে নিবে।

---

১. قصيده برده - ইহা আরবী ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ কবিতা। শাইখ মুহাম্মদ বুসীরী রহ. নবী করীম ﷺ এর শানে লিখেছেন। জনাব বুসীরী রহ. একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেণ। তিনি শ্বেত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সুস্থতার উদ্দেশ্যে এই কবিতা অত্যন্ত এখলাছের সাথে লিখেছেন। স্বপ্নে নবী করীম ﷺ এর যিয়ারত লাভ করেন। তিনি এই কবিতা হুজুরের খেদমতে পেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত খুশি হলেন। অতঃপর হুজুর ﷺ নিজের হাত দ্বারা বুসীরী রহ.এর শরীর মুছে দিলেন। এবং নিজের চাদরটি তাকে দিয়ে দিলেন। যখন তিনি জাগ্রত হলেন, তখন তার রোগ আরোগ্য হয়ে গেল। এমনকি রোগের কোন চিহ্নও বাকী রইল না।
তাছাড়া যে চারদটি তিনি স্বপ্নে পেয়েছিলেন সেটি জাগ্রত হওয়ার পরও নিজের হাতে দেখতে পেলেন। আরবীতের চাদরকে "بردة" বলা হয়। এ কারণে এই কবিতাটি قصيده برده নামে প্রসিদ্ধ।

২. لِعَيْنَيْكَ الخ ঃ দ্বিতীয় পংক্তি এই যে-
وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِم পূর্ণ কবিতারটির অর্থঃ
"তোমার চোখের কি হল যে, তাকে যখন বলা হয় (কান্না থেকে) বিরত থাক, তখন সেটি প্রবাহিত হতে থাকে।" আর তোমার অন্তরের কি হল যে, যখন তাকে বলা হয় যে, জাগ্রত হতও, তখন সেটি (প্রেমিকার ধ্যানে) ডুবে যায়।

৩. همتا ঃ صيغة تثنيه مؤنث غائب =– هما - يهمى - همىا এর অর্থ "প্রবাহিত হওয়া" দ্বিতীয় مصرعه তে "يهم" ছীগাহটি الوهم থেকে নির্গত।

نہی معروف :– لَايَمُدَّ ـ لَايَمُدِّ لَايَمُدُّ لَايَمْدُدْ لَايَمُدَّا لَايَمُدُّوْا الخ

যেভাবে امر এর মধ্যে জেনে এসেছে সেভাবেই نون ثقيله خفيفه এর نہی মধ্যেও লাগিয়ে নিবে।

اسم فاعل : مَادٌّ مَادَّانِ مَادُّوْنَ مَادَّةٌ مَادَّتَانِ مَادَّاتٌ

ইহার এদগামের পদ্ধতি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে (অর্থাৎ 8 নং কায়েদা)

اسم مفعول : مَمْدُوْدٌ الخ

শেষ পর্যন্ত সহীহের মত।

باب ضَرَبَ থেকে **مضاعف "اَلْفِرَارُ"** (পলায়ন করা) ১

فريفر ...... الظرف منه مفر

باب سَمِعَ '' থেকে **مضاعف "اَلْمَسُّ"** (স্পর্শ করা) মَسَّ يَمَسُّ الخ ২

ইতিপূর্বে তুমি যে নিয়ম জেনে এসেছ, সে অনুযায়ী مَدَّ এবং فَرَّ এর মত এই বাবের ছীগাহসমূহ পড়ে নিবে।

باب اِفْتِعَال থেকে **مضاعف** যেমন- **اَلْاِضْطِرَارُ** (জোরে কোন দিকে টানা)

اِضْطَرَّ يَضْطَرُّ اِضْطِرَارًا فهو مُضْطَرٌّ وَاُضْطُرَّ يُضْطَرُّ اِضْطِرَارًا فهو مُضْطَرٌّ الامر منه اِضْطَرَّ اِضْطَرِّ اِضْطَرِرْ والنهى عنه لَاتَضْطَرَّ لَاتَضْطَرِّ لَاتَضْطَرِرْ الظرف منه مُضْطَرٌّ

এই বাবের فاعل ، مفعول ও ظرف একই আকার ধারণ করেছে। তবে فاعل এর মূলে ছিল مفتوح العين আর مفعول ও ظرف এর মূলে مكسور العين।

باب اِنْفِعَالٌ থেকে **اَلْاِنْسِدَادُ** (বন্ধ হওয়া) اِنْسَدَّ يَنْسَدُّ الخ

باب اِسْتِفْعَال থেকে **اَلْاِسْتِقْرَارُ** (স্থির হওয়া)

اِسْتَقَرَّ يَسْتَقِرُّ اِسْتِقْرَارًا فهو مُسْتَقِرٌّ وَاُسْتُقِرَّ يُسْتَقَرُّ اِسْتِقْرَارًا فهو مُسْتَقَرٌّ الامر منه اِسْتَقِرَّ اِسْتَقِرِّ اِسْتَقْرِرْ والنهى عنه لَاتَسْتَقِرَّ لَاتَسْتَقِرِّ والظرف منه مُسْتَقَرٌّ

باب اِفْعَال থেকে **اَلْاِمْدَادُ** (সাহায্য করা)।

اَمَدَّ يُمِدُّ اِمْدَادًا فهو مُمِدٌّ وَاُمِدَّ يُمَدُّ اِمْدَادًا فهو مُمَدٌّ الامر منه اَمِدَّ اَمِدِّ

---

১. مَفَرٌّ ঃ এতে "فاء" বর্ণে যবর দেওয়া ঠিক না। বিস্তারিত বিবরণ কিতাবের শুরু ভাগে اسم ظرف-এর আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

২. يَمَسُّ ঃ এটি কুরআনে কারীমে রয়েছে لَايَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

اَمْدِدْ والنهى عنه لَاتُمِدَّ لَاتُمِدِّ لَاتُمِدُّ لَاتُمْدِدْ والظرف منه مُمَدٌّ ـ

تفعل ও تفعيل অবিকল صحيح এর مضاعف এর মত।

جَدَّدَ ـ يُجَدِّدُ ـ تَجْدِيْدًا ـ الخ تَجَدَّدَ يَتَجَدَّدُ تَجَدُّدًا الخ

باب مُفَاعَلَة ঃযেমন-اَلْمُحَاجَّةُ (পরস্পর দলিল পেশ করা)

এই বাবে ৪ নং কায়েদা অনুযায়ী ادغام হয়েছে।

حَاجَّ يُحَاجُّ مُحَاجَّةً فهو مُحَاجٌّ وحُوْجَّ يُحَاجُّ مُحَاجَّةً فهو مُحَاجٌّ الامر منه حَاجَّ حَاجِّ حَاجِجْ والنهى عنه لَاتُحَاجَّ لَاتُحَاجِّ لَاتُحَاجِجْ الظرف منه مُحَاجٌّ

এই বাবের সমস্ত ছীগার تعليل ৪ নং কায়েদা অনুযায়ী হয়েছে।

تفاعل "اَلتَّضَادُّ" (পরস্পর বিরোধী হওয়া)

গরদান --تَضَادَّ ـ يَتَضَادُّ الخ শেষ পর্যন্ত باب مُفَاعَلَه এর মত।

দ্বিতীয় প্রকার

مضاعف ـ مهموز ও معتل এর সমষ্টিতেগঠিত

ছীগাহ সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে

باب نصر থেকে مضاعف ও مهموز فا যেমন- اَلْاِمَامَةُ (ইমাম হওয়া)

اَمَّ يَؤُمُّ اِمَامَةً فهو اٰمٌّ واُمَّ يُؤَمُّ اِمَامَةً فهو مَأْمُوْمٌ الامر منه اُمَّ اُمِّ اُمُّ اُوْمُمْ والنهى عنه لَاتَؤُمَّ لَاتَؤُمِّ لَاتَأْمُمْ الظرف منه مَأَمٌّ الخ

হামযার মধ্যে مهموز এর কায়েদা আর متجانسين এর মধ্যে مضاعف এর কায়েদা অনুযায়ী আমল করবে। তবে تعارض এর সময় مضاعف এর কায়েদা প্রাধান্য পাবে। যেমন يَؤُمُّ এর মধ্যে رَاْسٌ এর কায়েদা অনুযায়ী আমল করা হয়নি। বরং يَمُدُّ এর কায়েদার উপর আমল করা হয়েছে।

اُوْمُمْ এর ক্ষেত্রে اٰمَنَ এর কায়েদার উপর يَمُدُّ এর কায়েদাকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে ইদগামের পর همزتين متحركتين এর নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয় হামযাটিকে "و" দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

باب سَمِعَ থেকে **مثال ও مضاعف** যেমন- اَلْوُدُّ -(ভালবাসা) وَدَّ

يَوَدُّ وُدًّا فهو وَادٌّ ووُدَّ يُوَدُّ وُدًّا فهو مَوْدُوْدٌ الامر منه وَدَّ وَدِّ اِيْدَدْ والنهي عنه لَاتَوَدَّ لَاتَوَدِّ لَاتَوْدَدْ الظرف منه مَوَدٌّ والالة منه مِوَدٌّ مِوَدَّةٌ ومَوَادِيْدُ

افعل التفضيل منه اَوَدُّ والمؤنث منه وُدّٰى وتثنيتهما اَوَدَّانِ ووُدَّيَانِ والجمع منهما اَوَدُّوْنَ وا اَوَادُّ و وُدَدٌ او وُدَّيَاتٌ

متجانسين - এর ক্ষেত্রে مضاعف এর কায়েদার উপর, আর "و" এর ক্ষেত্রে معتل এর কায়েদার উপর আমল করা হয়। তবে تعارض এর সময় مضاعف এর কায়েদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যেমন مَوَدٌّ (الد এর ছীগাহ) معتل এর কায়েদা অনুযায়ী "و" কে "ى" বানানো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এদিকে খেয়াল না করে مضاعف এর কায়েদা অনুযায়ী প্রথম "د" এর হরকত ماقبل এ দিয়ে "د" কে د এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

باب اِفْتِعَال থেকে **مضاعف ও مهموز** যেমন- **اَلْاِيْتِمَامُ** (এক্তেদা/ অনুসরন করা)

اِيْتَمَّ يَأْتَمُّ اِيْتِمَامًا فهو مُؤْتَمٌّ واُوْتُمَّ يُوْتَمُّ اِيْتِمَامًا فهو مُؤْتَمٌّ الامر منه اِيْتَمَّ اِيْتَمِّ اِيْتَمِمْ والنهى عنه لَاتَأْتَمَّ لَاتَأْتَمِّ لَا تَأْتَمِمْ والظرف منه مُؤْتَمٌّ

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ নুনে সাকিন যদি حروف يرملون এর মধ্যে থেকে কোন একটির পূর্বে পৃথক কালেমায় হয় তাহলে ইদগাম হয়ে যায়। "ر" ও "ل" এর গুন্নাহ ছাড়া আর বাকীগুলোর ক্ষেত্রে গুন্নাহ সহ পড়তে হয়। যেমন

مِن رَّبِّكَ ۔ مِن لَّدُنَّا ۔ صَالِحًا مَّنْ ذَكَرٍ ۔ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

তবে এক কলেমায় হলে ইদগাম হয় না। যেমন -- صِنْوَانٌ دُنْيَا مَنْ يَّرْغَبُ ইত্যাদি।[১]

জ্ঞাতব্য ঃ لام تعريف সর্বদা حروف شمسيه অর্থাৎ ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن - এর মধ্যে ইদগাম হয়ে যায়। যেমন وَالشَّمْسِ এগুলিকে حروف شمسيه বলে। আর বাকী হরফের মধ্যে ইদগাম হয় না। যেমন وَالْقَمَرِ এ হরফগুলোকে حروف قمريه বলে। (এটি ক্বারী সাহেবদের পরিভাষা)

নামকরণের কারণঃ اَلشَّمْسُ ও اَلْقَمَرُ দুটি শব্দই কুরআন মজিদের আছে। ১মটি এদগামসহ ও ২য়টি এদগামবিহীন সুতরাং যে সকল হরফের মধ্যে এদগাম হয় সেগুলি شَمْسٌ শব্দের সাদৃশ। তাই সেগুলিকে شَمْسِيَّه বলা হয়। আর যে গুলোতে এদগাম হয় না সেগুলো قَمَرٌ শব্দের সাদৃশ্য তাই সেগুলিকে قَمَرِيَّه বলা হয়।

---

১. صِنْوَان ঃ কুরআনে পাকে রয়েছে - "صِنْوَان وغَيْر صِنْوَان" صِنْوَان শব্দটি - صِنْو - এর - جمع - যখন একটি শিকড় থেকে একাধিক খেজুর বৃক্ষ বের হয় তখন প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে صِنْو বলা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

افادات نافعه বা কয়েকটি উপকারী বিষয়

লিখক বলেন, আমার উস্তাদ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাহেব রহ. এর ইলমে সরফের উপর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

তিনি নতুন পদ্ধতিতে কায়েদা বয়ান করে অধিকাংশ شواذ صرفيه বা সরফী ব্যতিক্রম শব্দাবলীর شذوذ বা অনিয়ম দূর করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এমনভাবে কায়েদা বয়ান করেছেন, যাতে করে কোন ছীগাহ সম্পর্কে شاذ বলার প্রয়োজন না হয় ও একই কায়েদার আওতায় সব এসে যায়। তাছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে উল্লেখ করেছেন। ছাত্রদের উপকরার্থে তার কিছু বর্ণনা এখানে উল্লেখ করছি।

(১) اِفَادَہ জ্ঞাতব্য ঃ اِفْعَال ও اِسْتِفْعَال এর মধ্যে কখনও تعليل হয়। যেমন اَقَامَ ۔ اِقَامَةً ۔ اِسْتَقَامَ ۔ اِسْتِقَامَةً আবার কখনও تصحيح হয়। যেমন- اَرْوَحَ ۔ اِرْوَاحًا ۔ اِسْتَصْوَبَ اِسْتِصْوَابًا ইত্যাদি। আর تصحيح অনেক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সরফীগণ যেহেতু কায়েদাসমূহ পূর্ণ রূপে বয়ান করেন না. তাই তারা অনেক শব্দ কায়েদার আওতাভুক্ত না হওয়ার কারণে شاذ বলে থাকেন।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ রহ. এসব কায়েদা এমনভাবে বয়ান করেছেন যাতে করে شذوذ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায় ও সকল বিশুদ্ধ শব্দ (كلمة صحيحه) কায়েদার সাথে মিশে যায়। আর তা হলো এই যে, প্রত্যেক ঐ "و" ও يائے متحرك যার পূর্বে حرف صحيح সাকিন হয় এবং মাসদারের মধ্যে[১] ঐ "و" অথবা "ى" সাকিন আলিফের সাথে মিলিত হয়ে না আসে সেক্ষেত্রে হরকত স্থানান্তরের কোন শর্ত পাওয়া গেলে এ "و" অথবা "ى" এর হরকত ماقبل কে দিয়ে দিতে হয়। অতপর যদি ঐ হরকতটি যবর হয়, তাহলে "و" এবং "ى" কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।

এদিকে اِفْعَال ও اِسْتِفْعَال এর মাসদার যেমনিভাবে নিজস্ব দুই ওজনে আসে, তেমনিভাবে اِفْعَلَةٌ ও اِسْتِفْعَلَةٌ এর ওজনেও আসে। اقامة ও استقامة এবং এই দুই বাবের افعال معلله - এর সবকয়টি মাসদার এই ওজনে হয়। আর এই ওজনটি শুধুমাত্র اجوف-এর ক্ষেত্রেই হয়, যেমনিভাবে ثلاثى مجرد এর

---

১. মাসদারের মধ্যে ঃ অর্থাৎ مصدر এর মধ্যে ঐ واو এবং يا، আলিফের সাথে মিলিত অবস্থায় না হয়। এটি এমন একটি শর্ত যেটি অন্যান্য সরফবিদগণ উল্লেখ করেননি। আর মুসান্নেফ রহ. এর উস্তাদ উল্লেখ করেছেন। এই শর্তের মাধ্যমে اروح ও استصوب এর شذوذ দূর হয়ে যায়।

মাসদারের ওজন فُعَلٌ (ফা কালেমাতে পেশ আর আইন কালেমাতে যবর) কেবলমাত্র ناقص[১] এর সাথে খাছ"। غير ناقص এর ক্ষেত্রে হয় না। এবং যেমনিভাবে ناقص এর ওজন فعل এর সাথে খাস নয়, ناقص এর মাসদার অন্য ওজনেও আসে। তবে فعل ওজনটি ناقص এর সাথে খাস, غيرناقص থেকে আসে না, তেমনিভাবে افعال ও استفعال এর اجوف এই দুই ওজনের সাথে খাস নয় বরং اجوف এর মাসদার এই দুই বাব থেকে افعال ও استفعال ওজনেও আসে, যেমনিভাবে এই বাব দুইটির অন্যান্য صيغ صحيحة আসে। তবে افعلة ও استفعلة ওজন দুটি غير اجواف থেকে ব্যবহৃত হয় না।

সুতরাং أَرْوَحَ ও اِسْتَصْوَبَ এবং এরকম মাসদারসমূহ যেগুলো اِفْعَالٌ ও اِسْتِفْعَالٌ এর ওজনে এসেছে সেগুলোতে "و" ও "ى" আলিফের সাথে মিলিত হয়ে এসেছে। তাই পূর্ববর্তী কায়েদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ বাবে কোন تعليل করা হয় নাই। আর أَقَامَ-اِسْتَقَامَ ও এরকম মাসদারসমূহ أَفْعِلَةٌ ও اِسْتَفْعَلَة - এর ওজনে হয়েছে অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যে "و" ও "ى" আলিফের সাথে মিলে আসে নাই। এই কারণে পুরো বাবে تعليل করা হয়েছে। সুতরাং কোন শব্দ নিয়মের বাইরে রইল না।

প্রশ্ন : تعليل ক্ষেত্রে فعل কে আসল ও মাসদারকে فرع বলা হয়েছে। যেমন-নাকি قَامَ قِيَامًا ও قَاوَمَ قِوَامًا-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল এর উল্টো। অর্থাৎ فعل কে মাসদারের تابع বা অনুগামী বানানো হয়েছে।

উত্তর : বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করার ফলেই একটি আসল আর অন্যটি فرع মনে হচ্ছে। নতুবা তালীল ও এ জাতীয় নিয়ম-কানুনের মূল উদ্দেশ্য থাকে এই যে, বাবের হুকুম যেন সর্বত্র একই রকম থাকে এবং ছীগাহসমূহের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা না দেয়।

অতএব, যদি কোন একটি ছীগাহতে تعليل এর কারণ মজবুত হয়, তাহলে ছীগাহতে تعليل করে দেওয়া হয়। আর যদি কোন একটি ছীগাহতে تصحيح এর কারণ মজবুত থাকে, তাহলে সকল ছীগাহতালীলহীন থাকে। এই দিকে কখনও লক্ষ্য করা হয় না যে, কারণটি আসলের মধ্যে পাওয়া গেল না-কি فرع এর মধ্যে। অর্থাৎ কোনটি আসল আর কোনটি فرع সে দিক বিবেচনা করা হয়

---

১. ناقص - যেমন هُدٰى - يَهْدِىْ - এর মাসদার هُدًى - অর্থ "পথ দেখান। هُدًى মূলতঃ ছিল هُدَىٌ - فُعَلٌ -এর ওজনে।

না। যেমন যবরযুক্ত "ی" ও যেরের মাঝে "و" হওয়া উচ্চারণে কঠিন হওয়ার কারণে "و" বিলুপ্ত করে দিতে হয়। তাই يَعِدُ এর মধ্যে "و" বিলুপ্ত করা হয়েছে। পরে অন্যান্য ছীগাহগুলিতে শুধুমাত্র সাদৃশ্যতা ঠিক রাখার জন্য বিলুপ্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে مضارع এর শুরুতে দুইটি অতিরিক্ত হামযা একত্রিত হওয়া জটিলতার সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয় বিলুপ্ত হওয়ার দাবী করে। ফলে أُكْرِمُ (যেটি মূলতঃ أُأَكْرِمُ ছিল) এর মধ্যকার দ্বিতীয় হামযা বিলুপ্ত করা হয়েছে। تُكْرِمُ . يُكْرِمُ ও نُكْرِمُ এর মধ্যে কোন কারণ না পাওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র সাদৃশ্যতা ঠিক রাখার জন্যে বিলুপ্ত করা হয়েছে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া ব্যতীত যে, يَعِدُ আসল আর تَعِدُ ইত্যাদি এর - فرع - অনুরূপভাবে أُكْرِمُ আসল আর تُكْرِمُ ইত্যাদি উহার - فرع - তা না হলে যদি غائب কে আসল বলা হয় তবে أُكْرِمُ কে يُكْرِمُ এর تابع করা ভুল হতো। আর যদি متكلم কে আসল বলা হতো তাহলে نَعِدُ . أَعِدُ ইত্যাদিকে يَعِدُ এর تابع করা অনুচিত হয়ে যেতো।

প্রশ্ন ঃ উপরের বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল মূল কায়েদা কেবলমাত্র يعد এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। আর تَعِدُ ، أَعِدُ ও نَعِدُ উহার تابع বা অনুগামী। তাহলে কিতাবের শুরুভাগে আপনার এ কথা বলা ভুল ছিল যে, (কায়েদা বয়ান করতে গিয়ে علامت مضارع শব্দ উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র "ی" এর কথা উল্লেখ করে বাকী ছীগাহগুলোকে এর تابع হিসাবে ধরা অনর্থক দীর্ঘায়িতকরণ ছাড়া কিছুই নয়।) অতএব সেখানে এভাবে বললেন কেন?

উত্তর ঃ কায়েদা লিখার দুইটি ধারা থাকে। একটি ধারা হলো শুধু কায়েদা বর্ণনা করা। আর অপরটি হলো কায়েদার سبب (কারণ) ও نكته (সূক্ষ্মতা) বয়ান করা। কায়েদার বর্ণনা এমন একটি كلى হওয়া চাই যেটি সকল جزء কে শামিল করে নেয়।

আর نكته ও سبب - এর বর্ণনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, কায়েদার علت বা কারণ অমুক ছীগাহতে এই ছিল এবং অন্যান্য ছীগাহসমূহ তার تابع করা হয়েছে।

মূল কায়েদাতে এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করা বিবেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞ আলেমদের অভ্যাসও এটি। فصول اكبرى . أصول اكبرى ও অন্যান্য উচ্চমানের কিতাবসমূহে এমনটিই দেখা যায়।

فعل ও مصدر এর আসল ও فرع হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ অত্র বাবেই আমার উস্তাদ মহোদয়ের বর্ণনা অনুযায়ী আসছে।

(২) افاده- জ্ঞাতব্য ঃ باب فَتَحَ যাহা اَبٰى يَاْبٰى থেকে অথচ এর আইন অথবা লাম কলেমায় حرف حلقى নেই। তাই অন্যান্য লেখক এটিকে شاذ বলেছেন। তাছাড়া আরো কয়েকটি কলেমা যেমন-قَلٰى يَقْلٰى ـ عَضَّ يَعَضُّ ـ بَقٰى يَبْقٰى [১] কোন কোন অভিধান অনুযায়ী এগুলি শর্ত ছাড়াই فتح থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই شذوذ দূর করার জন্যে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ অত্র কায়েদাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিটি صحيح শব্দ (كلمه صحيحه) বাবে فتح থেকে আসার জন্য শর্ত হলো তার আইন অথবা লাম কলেমায় حرف حلقى হওয়া। কায়েদার ভিতর "صحيح" শর্তটি বাড়ানোর মাধ্যমে উল্লেখিত শব্দসমূহের شذوذ দূর হয়ে গেল। কেননা ঐগুলির মধ্যে কিছু ناقص আর কিছু مضاعف-

(৩) افاده - জ্ঞাতব্য ঃ كُلْ ـ خُذْ ও مُرْ এর ক্ষেত্রে (যেগুলি মূলতঃ اُؤْخُذْ ـ اُؤْمُرْ ও اُؤْكُلْ ছিল) দুইটি হামযা একত্রে বিলুপ্ত করাকে شاذ বলা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মহোদয় এ শব্দগুলির شذوذ এই ভাবেই দূর করেছেন যে, এই ছীগাহসমূহে قلب مكانى হয়েছে। [২] ফলে اُكْؤُلْ ـ اُخْؤُذْ ও اُمْؤُرْ হয়ে গেল। অতপর يَسَلُ এর কায়েদা অনুযায়ী হামযাটিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। তাই همزه وصل এর প্রয়োজন না থাকার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ يَسَلُ এর কায়েদা তো জায়েয, আর كُلْ ও خُذْ এর ভিতর বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। তাহলে কিভাবে মিল হলো?

উত্তর ঃ কায়েদা এভাবে বয়ান করা হয় যে, প্রত্যেক ঐ همزه متحركه যেটি يائے تصغير ও ساكن مده زائده -এর পরে না হয়, সেটির হরকত ماقبل কে দিয়ে হামযা বিলুপ্ত করে দিতে হয়। যদি সাকিনের পরে হামযা হওয়া قلب مكانى এর কারণে হয় অথবা افعال قُلُوْب এর কোন একটি فعل এর মধ্যে হয় তাহলে হামযা বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। তা না হলে জায়েয। সুতরাং হামযা বিলুপ্ত হওয়া যেমনিভাবে افعال رؤيت -এর ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী হয়েছে, তেমনিভাবে এই তিন ছীগাহয় ও নিয়ম অনুযায়ী। আর اسمائے رؤيت এর ক্ষেত্রে বিলুপ্ত না হওয়াট ও নিয়ম অনুযায়ী।

---

১. قَلٰى يَقْلٰى باب ضَرَبَ এটি قَلَى اللَّحْمَ اَوِ السَّوِيْقَ ـ قَلْيًا (ভুনা করা) থেকে। আর عَضَّ (দাঁতকাটা) فَتَحَ ও نصر থেকে। بَقِىَ يَبْقٰى - এটি باب سَمِعَ থেকে। "المغرب ومختار الصحاح"

২. قلب مكانى - হরফের বিন্যাসে আগে পরে করাকে قلب مكانى বলা হয়। এর নির্ধারিত কোন নিয়ম নেই।

এদিকে مُرْ এর মধ্যে হামযাকে স্থানান্তরিত ও না করা উভয়টিই জায়েয। অতএব قلب এর সময় হামযা বিলুপ্ত হওয়া ওয়াজিব। সুতরাং أُمُوْرٌ বলা যাবে না। আর قلب না হওয়ার সময় বিলুপ্ত না হওয়া ওয়াজিব।

আরবী ভাষায় قلب مكانى প্রচুর হয়ে থাকে। কখনও "ফা" কলেমাকে আইন কলেমার স্থানে, আবার কখনও "আইনকে" "ফা" কলেমার স্থানে আনা হয়। যেমন دَارٌ - آدُرٌ এর جمع - أَدْوُرٌ এর মধ্যে যেটি মূলতঃ أَدْوُرٌ ছিল, "وُجُوْهٌ" এর কায়েদা অনুযায়ী "و" হামযা হয়ে গেল। অতঃপর قلب مكانى হয়ে "ফা" কলেমায় পৌছে أَمَنَ এর কায়েদা অনুযায়ী أَعْفُلٌ এর ওজনে آدُرٌ হয়ে গেল।

আবার কখনও আইন কলেমাকে লাম কলেমার স্থানে আনা হয়। যেমন قَوْسٌ এর جمع - قُوُوْسٌ থেকে قِسِيٌّ - "س" "و" এর স্থানে আর "و" "س" এর স্থানে চলে গিয়েছে। ফলে قُسُوٌّ হয়ে গেল। ১৫ নং কায়েদা অনুযায়ী دِلِيٌّ এর মত قِسِيٌّ হয়ে গেল।

আবার কখনও লামকে 'ফা" কলেমার স্থানে ও ফা কালিমাকে আইন কলেমার স্থানে, "আইন" কালেমাকে " লাম" কালেমার স্থানে রাখা হয়। যেমন أَشْيَاءُ মূলতঃ ছিল شَيْئَاءُ যেটি (شَيْئٌ এর বহু বচন) اسم جمع যেমন নাকি نِعْمَةٌ এর اسم جمع হচ্ছে نَعْمَاءُ।[১] আর أَشْيَاءُ শব্দটি أَفْعَال এর ওজনে হয় না। কেননা أَشْيَاءُ শব্দটি غير منصرف আর أَفْعَالٌ এর ওজনে হলে তাতে منع صرف এর কোন سبب পাওয়া যায় না। এ কারণে أَشْيَاءُ শব্দটির মূল فَعْلَاءُ এর ওজনে ধরা হয়েছে। তখন الف ممدوده টি দুই سبب এর قائم مقام বা স্থলাভিষিক্ত। قلب مكانى করার পর أَشْيَاءُ শব্দটি لَفْعَاءُ - এর ওজনে হয়ে গেল।[২]

---

১. اسم جمع- একটি প্রশ্নঃ اسم جمع ঐ اسم কে বলা হয় যেটি একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায় এবং সেই اسم টির মূলধাতু থেকে واحد এর কোন শব্দ পাওয়া যায় না। যেমন قَوْمٌ . رَهْطٌ ইত্যাদি। এদিকে نَعْمَاءُ ও أَشْيَاءُ এর واحد - شَيْئٌ ও نِعْمَةٌ পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও মুসান্নেফ রহ. একে اسم جمع বললেন কেন?

উত্তর ঃ এখানে اسم جمع দ্বারা পারিভাষিক اسم جمع উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ جمع ই উদ্দেশ্য। اسم শব্দটি এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য অতিরিক্ত করা হয়েছে যে, فعلاء শব্দটি শুধু صفت এর সাথে খাস নয়। বরং اسم ذات এর জন্য ও ব্যবহৃত হয়। মোটকথা اسم শব্দটি صفت এর বিপরীতে এসেছে।

২. افعال ওজনে হয় না ঃ এর দ্বারা আল্লামা সাক্কাকী রহ. এ অভিমত খণ্ডন (رد) করা হল। তার অভিমত এই যে, أَشْيَاء শব্দটিতে قلب হয়নি। এটি নিজস্ব অবস্থায় আছে। অর্থাৎ এটি افعال ওজনে। فَعْلَاء ওজনে হয়েছে বলে ধারণা করে এটিকে غير منصرف পড়া হয়।

সরফীগণ লিখেছেন [১] যে, قلب বা স্থানান্তর যে কলেমায় হয়, সে কালেমার مادہ এর অন্যান্য مشتقات দ্বারা قلب চেনা যায়। যেমন أَدْؤُرٌ এর واحد - دَارٌ এটির আরেকটি جمع - دُوْرٌ ও তার تصغير - دُوَيْرَةٌ থেকে জানা যায় যে, أَدْؤُرٌ এর মধ্যে عين كلمه ফা কলেমার স্থানে চলে গিয়েছে।

অনুরূপভাবে قِسِيٌّ এর ক্ষেত্রে تَقَوُّسٌ ও قَوْسٌ [২] থেকে জানা যায় যে, قِسِيٌّ মূলত : قُوُوسٌ ছিল।

এভাবে قلب এর আরেকটি পরিচয় এই যে, যদি قلب হয়েছে বলে মেনে নেওয়া না হয় তাহলে سبب ছাড়া منع صرف হওয়া লাযেম হয়ে যায়। যেমন- أَشْيَاءُ - এর ক্ষেত্রে।

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মহোদয় বলেছেন, অনুরুপভাবে قلب -এর আরেকটি পরিচয় এই যে, যদি قلب - এর দিকটি ধরে নেওয়া না হয়, তাহলে شذوذ লাযেম আসে। যেমনটি হয়েছে- كُلْ - خُذْ ও مُرْ - এর ক্ষেত্রে। যেমননিভাবে سبب ছাড়া غير منصرف হওয়া খিলাফে কিয়াস ও قلب مكانى - এর দাবীদার , অনুরূপভাবে تحقيق علت ছাড়া تخفيف همزه অথবা اعلال ও খিলাফে কিয়াস এবং قلب مكانى - এর দাবীদার।

(৪) افادة জ্ঞাতব্য : لَمْ يَكُنْ ও إِنْ يَكُنْ-এর ক্ষেত্রে কখনও কখনও নূনকে বিলুপ্ত করে لَمْ يَكُ ও إِنْ يَكُ বলা হয়। এই বিলুপ্তিকরণকে খিলাফে কিয়াস বলা হয়েছে।

জনাব উস্তাদ মহোদয় এর জন্য একটি কায়েদা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, فعل ناقص - এর ছীগাহর শেষে যে নূন হয়, جوازم প্রবেশ করলে সেটিকে বিলুপ্ত করা জায়েয আছে। যদিও সরফের কায়েদা افعال ناقصه এর একটি মাত্র فعل এ সীমাবদ্ধ। তবে قاعده كليه একটি মাত্র فرد এর সীমাবদ্ধ হওয়া দোষনীয় নয়। বরং কোন একটি হুকুমের মধ্যে কিছু جزئيات -এর না আসা অর্থাৎ তাতে হুকুম অনুযায়ী আমল না হওয়া দোষনীয়।

---

১. লিখেছেন যে : এখান থেকে قلب مكانى এর আলামত বর্ণনা করা শুরু হল। قلب مكانى -এর আলামত তিনটি (ক) যে শব্দটিতে পরিবর্তন হয়েছে সেই শব্দটির মূল ধাতুর অন্যান্য ছীগাহয় হরফের তারতীব ঐ শব্দটির তারতীবের চেয়ে ভিন্নতর। (খ) যদি " قلب" মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে سبب ছাড়া غير منصرف হওয়া লাযেম আসে। (গ) قلب ধরা না হলে নিয়ম ছাড়া تخفيف همزه অথবা اعلال হওয়া লাযেম আসে।

২. تقوس : এটি باب تفعل এর মাসদার । অর্থ "কামান দাঁড় করা।

এরকম আরো একটি কায়েদা আছে। যেটি কতিপয় অভিজ্ঞ গবেষক يا الله-এর মধ্যে حرف ندا থাকা সত্ত্বেও হামযা সাবেত থাকার ক্ষেত্রে বয়ান করেছেন। আর তা এই যে, প্রত্যেক ঐ الف ও لام যাহা اسماء الهى এর কোন একটি اسم - এর همزه محذوفه - [১] এর স্থলাভিষিক্ত হয়, حرف نداء প্রবেশ করার সময় তার হামযা قطعى বা অকাট্য হয়ে বাকী থাকে। এইقاعده كليه টিও কেবলমাত্র الله শব্দে সীমাবদ্ধ।

৫। জ্ঞাতব্য ঃ যে "ى" হামযা থেকে পরিবর্তন হয়ে আসে, সেটি فاء افتعال - এ হলে ت দ্বারা পরিবর্তন হয় না। যেমন- اِتَّخَذَ তবে اِيْتَكَلَ - اِيْتَمَرَ - এর মধ্যকার "ى" – "ت" দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এই কারণে এটিকে شاذ বলা হয়েছে।

জনাব উস্তাদ মহোদয় এর شذوذ দূর করার জন্য বলেন, اِتَّخَذَ-এর মধ্যে "ت" আসল হরফের অন্তর্ভুক্ত। এর مجرد হলো اَخَذَ - يَأْخُذُ اِتَّخَذَ يَتَّخِذُ নয়। আর اتخذ ছীগাহটি اخذ অর্থে ব্যবহৃত হওয়া তাফসীরে বায়যাভী থেকে জানা গিয়েছে। সুতরাং اتخذ ছীগাহটি اتبع এর মত, যেটি تبع থেকে গৃহীত ও যেটির "ت" মূল হরফ।

৬। জ্ঞাতব্য ঃ فعل আসল না কি মাসদার আসল, এ নিয়ে বসরাবাসী ও কুফাবাসীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কুফাবাসীদের মতে فعل আসল। আর বসরাবাসীদের মতে مصدر আসল।

মৌলিক মতবিরোধ এই নিয়ে যে, فعل ماضى কে আসল ও মূলধাতু বলে مشتق منه আর মাসদারকে فرع ও مشتق বলা হবে? না কি এর উল্টো হবে? বসরাবাসীরা معنوى বা অর্থগত দিক দিয়ে দলীল পেশ করেন। তারা বলেন معنى مصدرى সকল فعل ও اسمائے مشتقات - এর ماده ও আসল বলে বিবেচিত হবে।

এদিকে কুফাবাসীরা امور لفظيه বা শব্দগত দিক দিয়ে বিচার করনে। তারা বলেন- অধিকাংশ মাসদার اعلال -এর ক্ষেত্রে فعل -এর تابع বা অনুগামী। আর اعلال - امور لفظيه -এর অন্তর্ভূক্ত। এ কারণে মাসদারকে শাব্দিক দিক দিয়ে فعل-এর تابع ও فعل থেকে مشتق হিসাবে ধরা উচিত।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ কুফাবাসীদের মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বাস্তবে অকাট্য ও সুদৃঢ় দলীল প্রমাণ কুফাবাসীর মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

১. همزه محذوفة ঃ الله শব্দটি মূলতঃ "الاه" ছিল। হামযা বিলুপ্ত করে الف ও لام তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এবার لام تعريف –"لاه"- এর লামের মধ্যে এদগাম হয়ে গেল।

প্রথম দলীল ঃ আমাদের আলোচনা হলো اشتقاق নিয়ে। আর امور لفظيه اشتقاق এর অন্তভূক্ত। যদিও অর্থের সাথে কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে।

এ কারণে مصدر ও فعل ماضى-এর শাব্দিক দিকটি লক্ষ্য করে চিন্তা করা দরকার যে, لفظ فعل ماضى - ماده হওয়ার উপযুক্ততা রাখে ? না কি মাসদার? চিন্তা করার মাধ্যমে এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মূলধাতু হওয়ার উপযুক্ততা لفظ فعل-এর মধ্যে। لفظ مصدر - এর মধ্যে নয়। এর কারণ এই যে, যে সকল হরফ فعل ماضى - এর মধ্যে পাওয়া যায় তার সব কয়টি মাসদারের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যায়; কিন্তু এর উল্টো হয় না। আর ثلاثى-এর শুধুমাত্র সাতটি ওজন-

قَتْلٌ - فِسْقٌ - شُكْرٌ - طَلَبٌ - خَنِقٌ - صِغَرٌ - هُدًى এবং تَفَاعُلٌ - تَفَعُّلٌ ও تَفَعْلُلٌ ছাড়া সকল ওযনে মাসদারের হরফসমুহ فعل ماضى - এর হরফের চেয়ে বেশি।

সুস্পষ্ট কথা এই যে, ঐ শব্দ ماده হওয়ার উপযুক্ততা রাখে যেটি পরিপূর্ণভাবে তার সকল শাখায় পাওয়া যায়। ঐটি ماده হতে পারে না যেটি এমনটি নয়। তাছাড়া, مزيد عليه আসল ও ماده হওয়ার অধিক উপযুক্ত, مزيد নয়।

আর فعل ماضى এর সকল হরফ মাসদারে পাওয়া যাওয়াটা খুবই স্পষ্ট কথা। এখন একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, اِخْشَوْشَنَ এর "و" ও اِدْهَمَّ - এর আলিফ তো اِدْهِيمَامٌ ও اِخْشِيشَانٌ - এর মধ্যে নেই? তার উত্তর এই যে, মাসদারের মধ্যকার "و" ও আলিফের পূর্বে যের থাকার কারণে নিয়মানুসারে "و" ও আলিফ "ى" হয়ে গিয়েছে। তা না হলে মূলতঃ "و" ও الف মাসদারের মধ্যে বিদ্যমান।

আর যদি মাসদার মূলধাতু হত, তাহলে যেমনিভাবে فعل ماضى اِدْهَيْمَمَ ও اِشْخَيْشَنَ হতো। তেমনিভাবে সকল فعل ও اسم مشتق এ "ى" থাকতো। কেননা "ى কে اِخْشَوْشَنَ - এর মধ্যে "و" আর اِدْهَامَّ - এর মধ্যে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করার না কোন নিয়ম আছে, না কোন কারণ।

تَفْعِيل[১] এর মাসদারে ماضى-এর حرف مكرر পাওয়া যায় না, এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ সরফবিদগণ বলেন- تفعيل -এর "ى" এর মূল ঐ حرف مكرر টিই ছিল।

---

১. تَفْعِيل এর মাসদার ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জওয়াব। বসরাবাসীর পক্ষ থেকে কুফাবসীর উপর উত্থাপন করা হয়েছে। তা এই যে, কুফাবাসীরা বলেন فعل ماضى এর সকল হরফ মাসদারের মধ্যে পাওয়া যায়। অথচ فعل ماضى এর عين مكرر - مصدر এর মধ্যে পাওয়া যায় না? উত্তর কিতাবেই রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ تَحْمِيْدٌ মুলত ঃ تَحْمِمْدٌ ছিল। দ্বিতীয় মীমটি ى দ্বারা পবিরবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। مضاعف-এর মধ্যে কাঠিন্যতা দূর করার জন্য অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় হরফটিকে হরফে ইল্লত দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। যেমন- دَسَّهَا-এটির মূলে ছিল دَسَّسَهَا শেষোক্ত سين কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ঃ باب تفعيل এর ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন হয়েছিল, তার জবাবে আপনারা যা কিছু বলেছিলেন তা এই বাবের تفعيل ওজনের মাসদারের ক্ষেত্রে তো প্রযোজ্য। কিন্তু এই বাবের মাসদার تَفْعِلَه ـ فِعَالٌ যেমন- كَلَامٌ ـ سَلَامٌ ـ تَسْمِيَةٌ ও مُفَاعَلَة باب এর মাসদার قِتَال ও قِيْتَالٌ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এইগুলির মাধ্যমে পূর্ববর্তী নিয়ম ভঙ্গ হয়ে গেল। এবার আপনারা কি বলবেন?

উত্তরঃ আমাদের আলোচনা মূল মাসদার নিয়ে যেটি বাবের মধ্যে সর্বদা হয়ে থাকে। দুর্লভ মাসদারসমূহ লক্ষ্যণীয় নয়। তাছাড়া سَلَامٌ ও كَلَامٌ কে তো اسم مصدر বলা হয়েছে। (তাই কোন প্রশ্ন রইল না। কেননা আসল ও فرع হওয়ার ব্যাপারটি فعل ও مصدر এর ক্ষেত্রে فعل ও اسم এর ক্ষেত্রে নয়) আর تفعلة এর মূল ছিল تفعيل - তাই বলা যায় যে, تسمية মূলতঃ تسميوا ছিল। "ى" বিলুপ্ত করে শেষে "ى" এর পরিবর্তে "ة" বাড়ানো হয়েছে আর "و" চতুর্থ কালেমাতে অবস্থানের কারণে "ى" দ্বারা পাল্টে গিয়েছে। এদিকে قِيْتَال এর মধ্যে পূর্বে যের থাকায় ঐ আলিফ যেটি ماضى তে ছিল "ى" দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আর قِتَالٌ তারই مخفف সুতরাং ماضى এর সব কয়টি হরফ সকল মাসদারে تقديرى বা উহ্যভাবে হলেও আছে।

কুফাবাসীর দ্বিতীয় দলিলঃ তাদের আরেকটি দলিল এই যে, فعل মাসদার ছাড়াও পাওয়া যায়। যেমন عسى ـ ليس সুতরাং যদি মাসদার আসল হত তাহলে فرع এর অস্তিত্ব আসল ব্যতীত হওয়া লাযেম হতো। আর মাসদার فعل ছাড়া আসে না। যে সকল মাসদারকে عقيمه (বন্ধ্যা অর্থাৎ যার থেকে কোন فعل আসেনা) বলা হয়েছে, যেমন متن[১] ও تَقْسِيْم এ দুটি মাসদার থেকে فاعل এর ছীগাহ ব্যতীত অন্য কোন ছীগাহ আসে না, একথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অভিধানে[২] এর فعل খুঁজে পাওয়া যায়।

---

১. متن ঃ اى صلب مَتُنَ الشَّئُ باب كرم এটি থেকে। فَهُوَ مَتِيْنٌ ـ (مختار الصحاح)

২. অভিধানে ঃ قسمه يقطسمه) পাওয়া যায়।

তৃতীয় দলিল ঃ বসরাবাসীরা مصدر এর অর্থ أفعال ومشتقات এর অর্থের مادة (মূল) হওয়ার বিষয়টি দ্বারা لفظ مصدر - لفظ فعل এর مشتق منه হওয়ার উপর দলীল পেশ করে থাকেন। اشتقات لفظى এর হাক্বীকতের প্রতি দৃষ্টি দিলে কথাটি বাতিল ও অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়। কেননা اشتقاق لفظى এর হাকীকত বা স্বরূপ এই যে, দুইটি শব্দের মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত সাদৃশ্যতা পাওয়া যাবে। যেখানে একটি শব্দ থেকে অপর একটি শব্দ গৃহীত বলে ধরে নেওয়াটা সহজ হয় সেখানে দ্বিতীয় শব্দটিকে প্রথম শব্দটির ماخوذ বা مشتق হিসাবে মেনে নেওয়া হয়।

থালা বাটি ও অলংকারাদি স্বর্ণ-রূপা থেকে তৈরী করার ব্যাপারটি এখানে প্রযোজ্য নয়। কেননা স্বর্ণ রূপা প্রথমে আলাদাভাবে অস্তিত্বে এসেছিল, পরে সেগুলোর উপর মেহনত করে থালা বাটি বা অলংকারাদি বানানো হয়েছে। বরং مشتق ও مشتق منه গঠন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে একই যমানায় অস্তিত্ব লাভ করেছে।

অতএব, দলিল পেশ করার সময় مصدر থেকে فعل নির্গত হওয়ার ব্যাপারটিকে صَوْغُ الْاَوَانِىْ وَالْحُلِىِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [১] - এর উপর অনুমান করা قياس مع الفارق বা অসঙ্গতিপূর্ণ অনুমান।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অনভিজ্ঞ লোকেরা এই এখতেলাফ ও উভয় পক্ষের দলিল বয়ান করতে গিয়ে বিরাট বোকামী করে। তারা আসল ও فرع হওয়ার ইখতেলাফ সাধারণ হিসাবে উল্লেখ করে দলিল এভাবে বর্ণনা করে যে, বসরাবাসীর এই জন্য مصدر কে আসল বলেন যে, فعل মাসদার থেকে নির্গত। আর কুফাবাসী এই জন্য فعل কে আসল বলেন যে, মাসদার اعلال এর ক্ষেত্রে فعل এর تابع - অতঃপর তারা এভাবে ফায়সালা করে যে, মাসদার اشتقاق এর দিকে বিবেচনা করে আসল, আর فعل - اعلال এর দিক দিয়ে আসল।

আমারা যা বলেছি তা-ই সঠিক। মোট কথা বসরাবাসীর নিকট اسمائے مشتقه ছয়টি صفت مشبة - اسم اله اسم فاعل - اسم ظرف - اسم مفعول - ও اسم تفضيل

---

১. صوغ এটি باب نصر এর মাসদার। অর্থ "ঢালা" কোন গলিত পদার্থ সাঁচে ঢেলে একটি বিশেষ আকৃতিতে তৈরী করা।
الأوانى - এটি انية এর جمع আবার انية শব্দটি - اناء - এর جمع অর্থ " পাত্র" حلى অর্থ অলংকার-

আর কুফাবাসীদের ঃ নিকট সাতটি। উল্লেখিত ছয়টি ও اسم مصدر - মৌলিক ইখতিলাফ اشتقاق এর ক্ষেত্রে, فعل মাসদার থেকে নির্গত? না-কি মাসদার فعل থেকে? অকাট্য প্রমানাদি কুফাবাসীদের মতকে প্রাধান্য দেয়।

(৭) জ্ঞাতব্য ঃ نون ثقيله আসার কারণে جمع مذكرغائب وحاضر "و" এবং واحدمؤنث حاضر এর "ى" বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বসরাবাসীরা বলেন বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হলো اجتماع ساكنين। আর কুফাবাসীরা বলেন اجتماع ثقيلين আর تثنية এর মধ্যে আলিফ বিলুপ্ত না হওয়ার কারণ এইভাবে বর্ণনা করেন যে, যদি বিলুপ্ত করা হয় তাহলে واحد ও تثنيه পরস্পর মিশে যায়।

জনাব উস্তাদ মহোদয় এক্ষেত্রে ও কুফাবাসীদের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তিনি-বসরাবাসীর উপর কুফাবাসীর পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এইভাবে উত্থাপন করেন যে, বিলুপ্ত করার মূল কারণ যদি اجتماع ساكنين হতো, তাহলে প্রয়োজন ছিল যেভাবে نون خفيفه আলিফের স্থানে আসে না, সেভাবে نون ثقيله ও আসবে না।

اجتماع ساكنين এর বিধান ঃ যদি দুইটি সাকিনের মধ্যে প্রথমটি মদ্দ ও দ্বিতীয়টি مشدد হয় এবং একই কলেমায় একত্রিত হয়, তাহলে এই ধরনের দুই সাকিন একত্রিত হওয়া জায়েয আছে এবং তখন মদ্দকে বিলুপ্ত করা হয় না। যেমন اتحاجونى - ضالين এটিকে اجتماع ساكنين على حده বলা হয়।

আর যদি সাকিন দুইটি দুই কালেমাতে হয় তাহলে প্রথমটি অর্থাৎ মদ্দকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। যেমন يخشى الله - ادعوالله ও ادعى الله এদিকে نون ثقيله মূলতঃ مضارع থেকে পৃথক কলেমা। তবে فعل এর সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যাওয়ার দরুণ উভয়টিকে একই কলেমা হিসাবে ধরা হয়। এ কারণে আমরা বলছি, যদি একই কলেমা ধরা হয়, তাহলে "و" এবং "ى" কে ও বিলুপ্ত না করে ليفعلون ও لتفعلين বলা দরকার। আর যদি দুইটিকে দুই কলেমা ধরা হয়, তাহলে تثنيه- আলিফকেও বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।

এদিকে التباس। এমনি একটি বিষয় দ্বারা বাচ্চাদেরকেই ধোঁকা দেওয়া সম্ভব। নতুবা التباس। থেকে কতটুকু বেঁচে থাকা যায়? تعليل এর কারণে হাজারো স্থানে التباس। হয়ে যায়। যেমন تدعين - واحدمذكرحاضر তালীলের কারণে مفتوح ও ناقص مكسور العين জمع مؤنث حاضر এর সাথে মিলে যায়। مفتوح العين এর সকল বাবে চাই সেটি مجرد হোক বা مزيد فيه হোক التباس রয়েছে। এই সকল التباس - اعلال। কে বাধা দিল না কেন?

যেমনিভাবে واحد এর সাথে تثنيه এর مغايرت বা বৈপরীত্য রয়েছে, আর تثنيه একাধিক فرد বুঝায়, তেমনিভাবে جمع এর ছীগাহও। এ কারণে একটির ক্ষেত্রে التباس কে জায়েয মনে করা ও অপরটির ক্ষেত্রে জায়েয মনে না করা ধোঁকাবাজি বৈ কিছু নয়।

আচ্ছা, উপরের সকল কথা বাদ দিয়ে আমরা আপনাদের নিকট জিজ্ঞেস করছি যে التباس থেকে বাঁচার জন্য اجتماع ساكنين জায়েয আছে কি-না? জায়েয মনে করলে تثنيه ও نون خفيفه - এর আলিফের সাথে আসা প্রয়োজন আর জায়েয মনে না করলে نون خفيفه এর মত نون ثقيله ও আলিফের সাথে না আসা চাই।

এখানে এ কথা বলে কেটে যাওয়া যে, যদি نون ثقيله ও تثنيه তে না আসে, তাহলে تثنيه এর জন্য তাকীদের কোন পদ্ধতিই বাকী থাকে না। এ কথাটি অত্যন্ত দুর্বল। তাকীদের তরীকা نون - এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্য পদ্ধতিতেও [১] তাকীদ করা হয়। আপনারা কি দেখেন না যে,-مزيد فيه ও رباعى থেকে لون ও عيب-এর অর্থ প্রকাশক فعل এর افعل التفضيل আসে না। সেখানে تفضيل এর অর্থ অন্য তরীকায় আদায় করা হয়।

মোটকথা, কুফাবাসীদের অভিমতই এখানে সুস্পষ্ট ও মজবুত। আর তা এই যে, "و" "ى" বানون ثقيله তে اجتماع ثقيلين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং বসরাবাসীদের مذهب কোন ভাবে সঠিক নয়।

---

১. অন্য পদ্ধতিতে ঃ উদাহরণ স্বরূপ ঃ مضارع منفى এর মধ্যে لن যোগ করে। যেমন لن اضرب আবার مضارع مثبت ومنفى এর মধ্যে কসমের মাধ্যমে। যেমন - امر والله سوف اضرب والله لن اضرب - এর ক্ষেত্রে "لا" যোগ করে, যেমন কবির ভাষায়- الا - يايها الليل الطويل الا انجلى
এখানে "لا" যুক্ত করে تاكيد করা হয়েছে। نهى এর মধ্যে "لا" শব্দটি تاكيد বুঝানোর জন্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন لاتضرب لا। উল্লেখিত সকল পদ্ধতি تثنيه - এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

পরিশিষ্ট

صيغ مشكله বা জটিল জটিল
ছীগাহ সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে

কিতাবের পরিশিষ্টে কুরআন শরীফের কঠিন কঠিন ছীগাহসমূহ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। কেননা صرف ও نحو শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কুরআনের অর্থ বুঝা। এই ছীগাহ সমূহের বর্ণনা صرف এর অধিকাংশ নিয়ম কানুনের পুনরাবৃত্তি, স্মরণ ও শিক্ষার বিরাট মাধ্যম হবে বলে আশা করছি। বর্ণনা ভঙ্গি এই হবে যে, প্রশ্নের স্থানে ছীগাহটি اسم الخط হিসাবে লেখা হবে না। বরং উচ্চারণের রূপে লিখা হবে, যাতে করে প্রশ্নটি স্পষ্ট হয়ে যায়। যে সকল ছীগাহ প্রশ্নের সম্মুখীন সেগুলো "ص"[১] বর্ণের পরে লিখা হবে। আর সেগুলির বর্ণনা "ب" বর্ণের পরে লিখা হবে।

ছীগাহ -১ فَاتَّقُوْنِ[২] (ب) فَتَّقُوْنِ امرحاضر جمع مذكر معروف এর ছীগাহ - "ف" প্রবেশ করার কারণে اِتَّقُوْا এর همزه وصل পড়ে গিয়েছে। শেষের নুনটি نون اعرابى নয়। বরং نون وقاية[৩] যেটি فعل এর শেষ অক্ষরকে যের থেকে বাঁচানোর জন্য فعل ও يائے متكلم কে বিলুপ্ত করার পর শুধুমাত্র نون وقاية - এর যেরের উপর ক্ষান্ত করা হয়েছে। অনেক সময় এরকম করা হয়। অতপর যেরটি وقف এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। ফলে فَاتَّقُوْنِ হয়ে গেল।

এই ছীগাহটি باب اِفْتِعَال এর صيغه ناقص এর অন্তর্ভুক্ত, যেটি সাধারণ নিয়মানুসারে تَتَّقُوْنَ থেকে বানানো হয়েছে। تَتَّقُوْنَ মূলতঃ تَتَّقِيُوْنَ ছিল। "ى" এর পেশ তার পূর্বের হরকত দূর করে পূর্বে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর "ى" এর পেশ তার পূর্বের হরকত দূর করে পূর্বে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর "ى" কে "و" বানিয়ে দিয়ে اجتماع ساكنين এর কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে تَتَّقُوْنَ হয়ে গেল।

---

১. "ص" ঃ কেননা "صيغة" শব্দটির প্রথম বর্ণ "ص" আর "بيان" শব্দটির প্রথম বর্ণ "ب" সংক্ষেপে করার জন্যে এমনটি করা হয়েছে।

২. فتقون ঃ আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ প্রথ পরা/ ৫ রুকু-

৩. وقاية ঃ এর অর্থ হেফাজত করা। এটি باب ضرب থেকে।

ছীগাহ–২ فرهبون ১

(ب) এটি فَاتَّقُوْنِ এর মত। তবে এটি باب فتح থেকে صحيح এর ছীগাহ।
জ্ঞাতব্য ঃ অধিকাংশ জযমযুক্ত অথবা ওয়াকফকৃত فعل এর সাথে নুনে وقايه মিলিত হওয়ায় يائے متكلم বিলুপ্ত হওয়ার পর ননুনের উপর ওয়াকফ এসে যাওয়ার কারণে ছীগাহতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা এই মর্মে হয়রান হয়ে যায় যে, জযম ও وقف হওয়া সত্ত্বে نون اعرابى কিভাবে এসে গেল?

অনুরূপভাবে বাক্যের মাঝখানে থেকে হামযা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও ছীগাহর ভিতর জটিলতার সৃষ্টি হয় ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে যখন ছীগাহটিকে অন্য একটি কলেমার শুধুমাত্র ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, যার মিলনের কারণে হামযা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন-يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ এর মধ্যে تَرْجِعِىْ اعْبُدُوْا يَاأَيُّهَا النَّاسُ এর মধ্যে "سُعُبُدُوْا" আর ২ قِيْلَ ارْجِعُوْا এর মধ্যে لَرْجِعُوْا ও رَبِّ ارْجِعُوْنِ ৩ এ র মধ্যে بِرْجِعُوْنِ

মনে রাখবে ما ও لا যখন همزه وصل এর বাবসমূহের ماضى এর সাথে মিলিত হয়, তখন উভয়টির আলিফ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব مَسْتُوْرَدَ ـ لَنْفَجَرَ ـ مَنْفَجَرَ ـ مَنْفَطَرَ ـ مَجْتَنَبَ ইত্যাদি রূপ ধারণ করার কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে باب انفعال এর ক্ষেত্রে। কেননা "لا" ماضى তে لن এর আকৃতি আর "ما" من এর রূপের সৃষ্টি করে।

مَحْلُوْلِيْنَ ছীগাহটি حُلُوْل থেকে جمع مذكراسم مفعول - এ ছাড়া অন্য কোন ছীগাহ হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয় যে, مَحْلُوْلِيْنَ শব্দটি উল্লেখিত নিয়মানুসারে ناقص ـ جمع مؤنث غائب ماضى منفى مجهول এর ছীগাহ। এটি افعيعال থেকে নির্গত।

---

১. فَرْهَبُوْنِ ঃ কুরআনে আছে يَابَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ (پاره الم ركوه ٥)
فَرْهَبُوْنِ-এর অর্থ অতএব আমাকে ভয় কর"। এটি باب سَمِعَ থেকে।

২. قِيْلَ ارْجِعُوْا ঃ পূর্ণ আয়াত এই যে,
قِيْلَ ارْجِعُوْا وَارَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا (پاره الم ركوع ٥)
فرهبون - এর অর্থ "অতএব আমাকে ভয় কর"। এটি باب سَمِعَ থেকে ।

৩. قيل ارجعوا ঃ পূর্ণ আয়াত এই যে,
قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا (پاره ع ٢٧ سوره حديد)

৪. رب ارجعون ঃ এটি متعدى ও لازم উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। كذا فى الصراح يائے متكلم বিলুপ্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ আয়াত-
حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ

অধিকাংশ مَضْرُوْبِيْنَ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বলা হবে যে, সেগুলিও অত্র কায়েদা অনুযায়ী باب افعيلال থেকে এসেছে।

ছীগাহ -৩ فَادَّارَأْتُمْ [১] (ب)- فَدَّارَئْتُمْ শব্দটি جمع مذكر حاضر اثبات فعل ماضى معروف باب افاعل -এর ছীগাহ। এটি মূলতঃ تَدَارَأْتُمْ ছিল। "ف" আসার কারণে مهموز لام همزه وصل বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ছীগাহ - ৪ لَنْفَضُّوْا (ب) - لَانْفَضُّوْا [২] এটি انفعال থেকে جمع مذكر غائب اثبات فعل ماضى معروف مضاعف এর ছীগাহ। এর উপর لام تاكيد আসার কারণে همزه وصل বিলুপ্ত হয়ে গেল। ফলে لَانْفَضُّوْا হয়ে গেল।

ছীগাহ -৫ استغفرت (ب) همزه استفهام আসার কারণে همزه مفتوحه আসার কারণে ছীগাহর ভিতর জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। মূলতঃ ছীগাহটি ছিল أَسْتَغْفَرْتَ যাতে কোন জটিলতা নেই।

ছীগাহ - ৬ تَظَاهَرُوْنَ (ب) [৩] এটি تَفَاعُل এর جمع مذكر حاضر اثبات مضارع معروف এর ছীগাহ। মূলতঃ تَتَظَاهَرُوْنَ ছিল। باب تفاعل এ উল্লেখিত কায়েদা অনুযায়ী একটি "ت" বিলুপ্ত হয়ে গেল।

ছীগাহ -৭ لِتُكْمِلُوْا (ب) [৪] এটি باب افعال এর جمع مذكر حاضر مضارع معروف صحيح এর ছীগাহ। لام جاره এর পর যে ان উহ্য থাকে তার কারণে نون اعرابى বিলুপ্ত হয়ে গেল। এ রকম ছীগাহ সমূহের জটিলতার কারণ এই যে, ছাত্ররা لام কে لام امر মনে করে এই মর্মে হয়রান হয়ে যায় যে, حاضر معروف এ কিভাবে لام امر আসল

---

১. فَادَّارَأْتُمْ : অর্থ- تَدَافَعْتُمْ فِيْهَا وَاخْتَلَفْتُمْ . اَلدَّرْءُ থেকে নির্গত, যার অর্থ الدفع "مختار الصحاح" পূর্ণ আয়াত-
وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ .

২. لَنْفَضُّوْا : আয়াত এভাবে- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ (سورة ال عمران ركوع ١٧)
اَلْاِنْفِضَاضُ এর অর্থ - اَلتَّفَرُّقُ মূল-ধাতু "اَلْفَضُّ" যার অর্থ الكسر - باب نصر থেকে-

৩. تَظَاهَرُوْنَ : ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . سورة . بقرة ركوع (١٠)

৪. وَلِتُكْمِلُوْا . سورة بقرة ركوع ٢٣

ছীগাহ –৮ وَلْتَأْتِ (ب) [১] এটি باب ضرب থেকে واحد مؤنث امر غائب মহমুজ ফাও নাকেছ ইয়াঈ مهموز فاو ناقص يائى معروف এর ছীগাহ। "و" আসার কারণে لام সাকিন হয়ে গেল।

কায়েদা এই যে, لام امر - "و" এর পরে সাকিন হয়ে যাওয়া ওয়াজিব বা জরুরী। তবে فا এর পর জায়েয। এর কারণ এই যে, فَعِلٌ ওজনটি যেখানেই হোক না কেন, চাই সেটি মৌলিকভাবে হয় বা কোন কারণবশতঃ হয় আরববাসীরা এই ওজনটির মাঝখানে সাকিন করে দেয়। যেমন كَتِفٌ কে বলা হয়। আর যেহেতু لام امر এর পর متحرك হয় সেহেতু "و" অথবা "فا" শুরুতে আসলে বাহ্যিকভাবে فَعِلٌ সেহেতু "و" অথবা "فا" শুরুতে আসলে বাহ্যিকভাবে فعل

এর রূপ ধারণ করে। এ কারণে "ل" বর্ণকে সাকিন করে দেওয়া হয়। তবে "و" এর ক্ষেত্রে সাকিন হওয়া ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল كثرت استعمال বা অধিক ব্যবহার হওয়া।

وَلْتَأْتِ ছীগাহটি مضارع এর ছীগাহ تَأْتِيْ থেকে বানানো হয়েছে। শেষের "ى" বর্ণটি لام امر এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ছীগাহ –৯ وَيَتَّقِهْ (ب) [২] এটি باب افتعال থেকে واحد مذكر غائب اثبات مضارع معروف ناقص এর ছীগাহ। মূলতঃ يَتَّقِيْ ছিল। পূর্বের ছীগাহর উপর عطف হওয়ার ফলে جزم এর কারণে "ى" বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার পূর্বের ছীগাহটি এভাবে ছিল وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقِه - من - এর কারণে يُطِعْ . يَخْشَ ও يَتَّقِه তিনটিই مجزوم হয়ে গেল। جزم এর কারণে শেষ দুইটির মধ্যকার حرف علت বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর يُطِعْ এর মধ্যে লাম কালেমার "ع" বর্ণটি সাকিন হয়ে গিয়েছিল। যখন পরবর্তী "ل" এর সাথে মিলে اجتماع ساكنين হলো, তখন "ع" কে যের দেওয়া হলো।

এদকে يَتَّقِه এর মধ্যে "ى" বিলুপ্ত করার পর مفعول এর ضمير মিলিত হওয়ার কারণে ছীগাহটিতে فعل এর ওজন সৃষ্টি হয়ে গেল। এ কারণে "ق" বর্ণটি সাকিন করা হলো।

---

১. وَلْتَأْتِ : সورة نساء ركوع ١٥

২. وَيَتَّقِه : পূর্ণ আয়াত- (پارہ ١٨ سورة نور ركوع ١٧) فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

ছীগাহ - ১০ اَرْجِهْ[১] (ب) اَرْجِ - باب افعال থেকে واحد مذكرحاضر এর ছীগাহ। مفعول এর واحد مذكرغائب এর ضمير যুক্ত معروف ناقص হওয়ার ফলে اَرْجِهُ হয়ে গেল। যেহেতু কুরআন মজীদে এ শব্দের পরে وَاَخَاهُ রয়েছে সেহেতু جِهُوَ রূপগত ভাবে فعل (اِبِلٌ এর মত) ওজনের সাথে মিলে গেল। আর আরবদের নিয়ম আছে যে, এই ওজনেও মধ্যখানে সাকিন করে দেন। এ কারণে "ه" বর্ণটি সাকিন হয়ে গেল। ফলে اَرْجِهْ وَاَخَاهُ হয়ে গেল।

ছীগাহ-১১ عَصَوْ (ب) [২] এটি رَمَوْا এর মত। عَصَوْا ছিল। جمع مذكرغائب ماضى معروف এর ছীগাহ। بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এর মধ্যে عَصَوْا ছীগাহটির পরে واو عطف এর মধ্যে এদগাম হয়ে যায়। ফলে عَصَوْا عَصَوْا وَّكَانُوْا হয়ে গেল।

ছীগাহ-১২ . اَنُمَّنَّ (ب)- মূলতঃ اَنْ نَّمُنَّ ছিল। جمع متكلم مضارع معروف মোজাআফ এর ছিগা, "ان" এর কারণে যবর বিশিষ্ট হয়ে গেল। ইহা باب نَصَرَ এর نَمُدُّ ছিগার মত। اَنْ এর নুন متكلم এর নুনের মধ্যে এদগাম হয়ে গেল।

ছীগাহ-১৩ لُمْتُنَّنِىْ (ب)- لُمْتُنَّ - جمع مؤنث حاضر اثبات ماضى معروف اجوف এর ছীগাহ। باب نَصَرَ - এর قُلْتُنَّ এর মত। এর শেষে نون وقايه ও يائے متكلم যুক্ত হওয়ার ফলে لُمْتُنَّنِىْ হয়ে গেল।

ছীগাহ-১৪ اِمَّا تَرَيِنَّ (ب) এটি باب فتح থেকে واحدمؤنث حاضر اثبات مضارع معروف بانون ثقيله مهوز عين وناقص এর ছীগাহ। মূলতঃ تَرَيْنَ ছিল। غير نون ثقيله এর কারণে نون اعرابى বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর "ى" যেটি مده ছিল اجتماع ساكنين بانون ثقيله এর কারণে যে দেওয়া হয়েছে। ফলে تَرَيِنَّ হয়ে গেল। تَرَيْنَ মূলতঃ تَرْاَيِيْنَ ছিল। হামযা يَسْئَلُ নিয়ম অনুসারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। হামযা افعال رؤيت এর ক্ষেত্রে নিয়মানুসারে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। দুইটি "ى" এর একটি تُرْمِيْنَ ছিল। হামযা افعال رؤيت এর ক্ষেত্রে নিয়মানুসারে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। দুইটি "ى" এর একটি ترمين এর নিয়মানুসারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ইতিপূর্বে কিতাবের শুরুভাগে লিখা হয়েছে যে مضارع مثبت এ لا تاكيد এর পরে আসে نون تاكيد যেমনিভাবে তেমনিভাবে اماشرطيه এর পরেও আসে। اِمَّا تَرَيِنَّ এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. ارجه : এটি اَلْاِرْجَاءُ থেকে নির্গত- اَرْجَيْتُ الْاَمْرَ -এর অর্থ- اخرته ("اعراف ركوع - ١٤ع)

২. عَصَوْ : عَصَوْا وَّكَانُوْا الخ (پاره الم ركوع - ٦)

ছীগাহ -১৫ اَلَمْ تَرَ - (ب) رُؤْيَةٌ মাসদার থেকে واحدمذكرحاضر نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف এর ছীগাহ। তোমরা এর সকল ছীগাহর فعل - تعليل এর রূপান্তরের মধ্যে শিখে এসেছ। همزه استفهام শুরুতে যুক্ত হওয়ার কারণে اَلَمْ تَرَ হয়ে গেল।

ছীগাহ -১৬ قَالِيْنَ - (ب) এটি بَاب ضَرَبَ এর جمع مذكر اسم فاعل ناقص এর ছীগাহ। رَامِيْنَ এর নিয়মানুসারে تعليل করা হয়েছে। যদিও এই ছীগাহটিতে কোন প্রকার জটিলতা নেই, তথাপিও অন্য ভাষার অন্য একটি শব্দের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে ছীগাহটির মধ্যে অপরিচিত ভাব সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এক প্রকার বিছানাকে (ফার্সিও উর্দুতে) قَالِيْنَ বলা হয়, এর ফলে ছীগাহটিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

একটি ঘটনা ঃ যে সময় আমি (লিখক মুফতী এনায়েত আহমদ রহ.) রামপুরা ছিলাম, বেরেলীর একজন ছাত্র রামপুর এসেছিল। সে আমার নিকট شرح ملاجامى কিতাব খানি পড়ত। ইতিপূর্বে বেরেলীতে আমার নিকট صرف এর কিতাবসমূহ পড়েছিল। নিজস্ব অভ্যাস অনুযায়ী আমি তাকে ছীগাহ বর্ণনা করার মশ্‌ক করাচ্ছিলাম। সে জটিল জটিল ছীগাহসমূহ মুখস্থ করে রাখত। রামপুরের সমাপনী বর্ষের একজন ছাত্র তার সাথে বিতর্ক করার জন্যে তৈরী হয়ে গেল। বেরেলীর ছাত্রটি উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ও مَشْرِقَيْنِ [১] অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম বরাবর দূরত্ব হওয়ার কারণে খুব ওজর পেশ করতে লাগল। কিন্তু রামপুরী শুনল না।

বুদ্ধিমান ছাত্রদের নিয়ম হলো, এরকম স্থানে প্রথমে নিজে প্রশ্ন করাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। বেরেলীর ছাত্রটি এই নিয়মানুসারে বিতর্ক এভাবে শুরু করল যে, প্রথমে রামপুরী জিজ্ঞেস করল اُسْمَانٌ কোন ছীগাহ? শোনার সাথে সাথে রামপুরীর আকল বিকৃতি হয়ে গেল। নিজের চিন্তাশক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘুরানো (কাজে লাগানোর) পরও তার ভ্রমণ এই ছীগাহটির কোন একটি (برج) [১] বুরজ বা চূড়ায় পৌঁছতে পারল না।

---

১. مَشْرِقَيْن ঃ مَشْرِق (পূর্ব) ও مَغْرِب (পশ্চিম)। এখানে مَشْرِق কে مَغْرِب বলা, تغليب হিসেবে হয়েছে।
تغليب বলা হয়, দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিসের মধ্যে যেটি মূলতঃ প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য সেটিকে غالب করে সেটির নামের تثنيه বানিয়ে দেওয়া। যেমন مَغْرِب ও مَشْرِق কে مَشْرِقَيْن বলা। اُمٌّ ও اَبٌ কে اَبَوَيْن বলা ইত্যাদি।

২. بُرْج ঃ অভিধানে (قصر ، محل) প্রসাদকে بُرْج বলা হয়। আর فن هيئت এর পরিভাষায় আকাশের বারটি সমমানের অংশকে بُرْج বলা হয়।

ফলে যে ভারসাম্যতা হারানো পাঁচটি বুরুজের [১] (خمسة متحيرة) মত হয়রান হয়ে গেল। এর কারণও হলো اشتراك لفظى বা শব্দগত মিল। তা না হলে ছীগাহটি জটিল ছিল না। এটি أَفْعَلَانِ [২] ওজনে اسم تفضيل এর تثنية এর ছীগাহ নুন وقف এর কারণে সাকিন হয়ে গিয়েছে।

এটি বাবে افعال এর تثنيه مذكر غائب ماضى معروف এর ছীগাহও [৩] হতে পারে। শেষে نون وقاية يائے متكلم ছিল। "ى" বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর নুনের যের وقف এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে [৪] গিয়েছে।

---

১. خمسه متحيره - প্রসিদ্ধ সাতটি গ্রহের মধ্য থেকে পাঁচটি গ্রহের সমষ্টিকে خمسة متحيره বলা হয়। সেই পাঁচটি এই যে, مشترى ـ زهره ـ عطارد ـ زحل ـ مريخ متحيره বলার কারণ এই যে, علم هيئت- এর পূর্ববর্তী আলেমদের মতে এগুলো কখনও কখনও তাদের নিজস্ব কক্ষপথ হারিয়ে ফেলে পিছনে চলে আসে। অবশিষ্ট দুটি গ্রহ হল, شمس ও قمر

২. أَفْعَلَان অর্থাৎ سَمَا ـ يَسْمُو ـ سَمُوًّا- এর تثنيه اسم تفضيل এর ছীগাহ। তবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তা এই যে أَسْمٰى এর تثنيه- أَسْمَيَان- أَسْمَان নয়। কেননা الف تثنيه - এর পূর্বের واز এবং ياء এর মধ্যে পূর্ব বর্ণ যবর হলেও تعليل হয় না। ৭ নং নিয়মের শর্তসমূহে এমনটিই লিখা আছে।

৩. এর ছীগাহ ঃ মুসান্নিফ রহ. এর এই ব্যাখ্যাটিও إشكال মুক্ত নয়। কেননা باب افعال এর تثنيه এর ছীগাহ اسما নয়। বরং أسميا - এর কারণ পূর্বে উল্লেখিত ৭ নং কায়েদার শর্ত।

মুসান্নিফ রহ. এর ব্যাখ্যা দ্বয়ের উপর আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা এই যে, যদি তার ব্যাখ্যাদ্বয় সঠিক বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলে ছীগাহটি اسمان (بقصر الهمزه) হয়। اسمان (بمد الهمزة) নয়। অথচ এখানে প্রথম দাবী همزه ممدوده দ্বারাই করা হয়েছে।

তাঁর ব্যাখ্যাদ্বয়কে আবার সঠিক বলে বিবেচনা করা হয় যে, اسمان শব্দটির م ـ س ـ مادة ও و নয়। বরং ا ـ س ও م এবার কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। মাওলানা রফী উছমানী সাহেব বলেন এ কথাটি ঠিক নয়। কেননা اس - ও م থেকে আরবীতে কোন فعل অথবা مشتق নির্গত হয় না। অতএব اسمان শব্দটিকে باب إفعال এর ماضى - এর ছীগাহও বলা যায় না। আবার اسم تفضيل এর ছীগাহও বলা যায় না।

৪. বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ঃ উপরে উল্লেখিত টীকাটি থেকে জানা গেল যে, اسمان শব্দটির ক্ষেত্রে মুসান্নিফ রহ. এর দুটি ব্যাখ্যার কোনটিই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। অধমের মতে أَسْمَان শব্দটির সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, এটি "س" - "م" এবং "و" ماده থেকে باب إِفْعَال এর واحدمذكرغائب ماضى معروف এর ছীগাহ। এটি تثنيه এর ছীগাহ নয়। শব্দটির শেষে نون وقاية ও يائے متكلم =

قَالِيْنَ শব্দটিতে আরো দুইটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি এই যে, باب مفاعلة এর جمع مؤنث امر حاضر معروف-এর ছীগাহ (ناقص) يُقَالِ . قَالِى এর قُلِىٌّ (অর্থ শত্রুতা পোষণ করা) থেকে গৃহীত) আরেকটি হলো এই বাব থেকে امر حاضر معروف শেষে نون وقاية ও يائے متكلم মিলিত হয়ে "ى" বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর نون وقاية এর যের وقف এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর نون وقاية এর যের وقف এর কারনে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর نون وقاية এর যের وقف এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে এই দুইটি সম্ভাবনা কুরআনে করীমে জারি হবে না। কেননা "اِنِّى لِعَمَلِكُمْ معرف باللام "مِنَ الْقَالِيْنَ" ব্যবহৃত হয়েছে।

قُوْلِيْنَ শব্দটি প্রসিদ্ধ কিতাব جوانا موئى এর প্রথম ছীগাহ। এটি এই বাবের جمع مؤنث غائب ماضى مجهول এর ছীগাহ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ "جوانا موئى" কিতাবে অধিকাংশ ছীগাহর তালীল ভুল বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণে এই কিতাব বিজ্ঞ আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

ছীগাহ – ১৭ اَشُدَّ যেটি بَلَغَ اَشُدَّهٗ বাক্যে আছে। (ب) এটি شدة এর جمع যার অর্থ শক্তি। যেমন নাকি نِعْمَةٌ এর جمع - اَنْعُمٌ - তাফসীরে বায়যাভীতে এরকমই রয়েছে। তবে অভিধানে আরো একটি সম্ভাবনা লেখা হয়েছে যে, এটি شد এর جمع যার অর্থও শক্তি বা মজবুতী।

ছীগাহ–১৮ لَمْ يَكُ (ب) এটি মূলতঃ لَمْ يَكُنْ ছিল। যেহেতু নিয়ম আছে যে, فعل ناقص এর শেষ কলেমার নুন حروف جوازم যুক্ত হওয়ার সময় বিলুপ্ত করা জায়েয আছে, সেহেতু এতে নুন বিলুপ্ত করা হলো- لَمْ اَكُ . لَمْ نَكُ . اِنْ يَّكُ ও কুরআনে মজীদে রয়েছে।

ছীগাহ–১৯ يَهِدِّىْ (ب) باب افتعال থেকে واحد مذكرغائب اثبات مضارع معروف ناقص এর ছীগাহ। মূলতঃ এটি يَهْتَدِىْ ছিল। افتعال-এর আইন কালেমা "د" ছিল। "ت" কে "د" দ্বারা পরিবর্তন করে এদগাম করে দেওয়া হয়েছে। "ف" কালেমায় যের দেওয়া হলো يهدى হয়ে গেল। তবে যবর দিয়ে يَهَدِّىْ ও পড়া যায়।

ছিল। "ى" বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং "ن" ওয়াকফের কারণে সাকিন হয়ে গিয়েছে। ফলে اسمان হয়ে গেল। এবার শুরুতে همزه استفهام মিলিত হওয়ার কারণে দুইটি হরকতবিশিষ্ট হামযা কালেমার শুরুতে একত্রিত হয়ে গেল। দ্বিতীয় হামযাটিকে امن এর নিয়মানুসারে আলিফ বানানো হয়েছে। ফলে اسمان হয়ে গেল।
باب افعال - থেকে اسما . إسماء এর অর্থ "উঁচু করা" অতএব اسمان অর্থ হলো " সে কি আমাকে উঁচু করেছে?"

ছীগাহ - ২০ يَخِصِّمُوْنَ (ب) এটি মূলতঃ ছিল يَخْتَصِمُوْنَ عين افتعال - এ "ص" হওয়ার কারণে يَهِدِّىْ এর মত আমল হয়েছে। এই দুইটি ছীগাহর নিয়ম বাবসমূহের রূপান্তরের বর্ণনায় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

ছীগাহ -২১ وَدَّكَرَ (ب) মূলতঃ ছিল اِذْتَكَرَ - فائے افتعال "ذ" হওয়ার কারণে প্রথমে "ت" কে "د" দ্বারা অতঃপর "ذ" কে "د" দ্বারা পরিবর্তন করে এদগাম করা হয়েছে।

ছীগাহ-২২ مُدَّكِرٌ (ب) এটিও ঐ বাব থেকে। বাবের রূপান্তরে তোমরা জেনে এসেছ যে, এখানে فك ادغام অর্থাৎ اِذْدَكَرَ পড়াও জায়েয। তাছাড়া "د" কে "ذ" দ্বারা বদল করে "ذ" এর মধ্যে এদগাম করে اِذَّكَرَ পড়া যায়।

ছীগাহ - ২৩ تَدَّعُوْنَ (ب) এটি جمع مذكرحاضر اثبات এর باب افتعال এর مضارع معروف ناقص واوى এর ছীগাহ। মূলতঃ تَدْتَعِيُوْنَ ছিল। "ف" কালেমায় "د" হওয়ার কারণে "ت" বর্ণ "د" হয়ে প্রথমে "د" এর মধ্যে এদগাম হয়ে গেল। আর "ى" تَرْمُوْنَ এর কায়েদায় বিলুপ্ত হয়ে গেল।

ছীগাহ-২৪ مُزْدَجَرٌ (ب) باب افتعال এর مصدر ميمى صحيح মূলতঃ ছিল مُزْتَجَرٌ - "ف" কলেমায় "ز" হওয়ার কারণে "ت" বর্ণটি "د" দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেল। এটি ওজনের দিক দিয়ে مفعول ও ظرف এর ছীগাহও হতে পারে নিয়মের বিস্তারিত বর্ণনা রূপান্তরের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

ছীগাহ-২৫ فَمَنِضْطُرَّ (ب) اُضْطُرَّ - باب افتعال এর واحدمذكرغائب ماضى مجهول مضاعف এর ছীগাহ। همزه وصل মাঝখানে আসার কারণে পড়ে গিয়েছে। আর নূন সাকিন الساكن اذا حرك حرك بالكسر -এর নিয়ম অনুযায়ী যের যুক্ত হয়ে গেল। تائے افتعال "ض" হওয়ার কারণে "ط" এর দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেল।

ছীগাহ - ২৬ مُضْطُرِرْتُمْ (ب) কুরআনে করীমে اِلاَّ مَا-باب افتعال - جمع مذكرحاضراثباب ماضى مجهول مضاعف থেকে اُضْطُرِرْتُمْ এর ছীগাহ। همزه وصل মাঝখানে আসার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর "ما" এর আলিফ দুই সাকিনের মিশ্রণের কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। "ض" এর কারণে تائے افتعال "ط" হয়ে গেল।

ছীগাহ-২৭ فَمَسْطَاعُوْا (ب) মূলতঃ ছিল فَمَا اسْتَطَاعُوْا - باب استفعال থেকে جمع مذكرغائب نفى ماضى معروف اجوف واوى এর ছীগাহ। প্রথমে تائے استفعال বিলুপ্ত করা হয়েছে। এদিকে همزه وصل মাঝখানে আসার কারণে, আর "ما" এর আলিফ اجتماع ساكنين এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে فَمَا اسْطَاعُوْا হয়ে গেল।

ছীগাহ - ২৮ لَمْ تَسْطِعْ (ب) لَمْ تَسْتَطِعْ এটি মূলতঃ ছিল। "ت" বিলুপ্ত করা হয়েছে। ছীগাহটির لَمْ يَسْتَقِمْ تعليل এর মত।

ছীগাহ - ২৯ مُضِيًّا (ب) এটি مَضٰى يَمْضِىْ এর مصدر ناقص মূলতঃ مُضُوْىٌ ছিল। مَرْمِىٌّ এর নিয়ম অনুযায়ী তালীল হয়েছে। এতে "ف" কালেমায় যের দেওয়াও জায়েয আছে।

ছীগাহ-৩০ عِصِيَّهُمْ (ب) عَصًا এর جمع হলো عِصِىٌّ মূলতঃ এটি عُصُوْوٌ ছিল। دِلِىٌّ এর নিয়মানুসারে উভয় "و" "ى" দ্বারা পরিবর্তন হয়ে তার পূর্বের পেশ যের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

ছীগাহ - ৩১ لَنَسْفَعًا (ب) এটি لَنَفْعَلَنْ এর ওজনে جمع متكلم لام تاكيد بانون خفيفه এর সাথে সাদৃশ্যতা রাখার দরুন কখনও কখনও تنوين এর আকৃতিতে লেখা হয়। এখানে সেভাবেই লেখা হয়েছে। তাই ছীগাহটিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

ছীগাহ - ৩২ نَبْغِ (ب) نَبْغِىْ [১] ছীগাহটি نَرْمِىْ এর মত। "ى" কে এ নিয়মে বিলুপ্ত করা হয়েছে যে, وقف করার সময় ناقص এর শেষের حرف علت বিলুপ্ত করা জায়েয আছে। বিজ্ঞ সরফবিদদের মতে আরবগণ পরিভাষায় সাধারণত جزم ও وقف ছাড়াই يَدْعُوْا ও يَرْمِىْ কে يَدْعُ ও يَرْمِ বলে দেয়। نبغ ছীগাহটি এই ধরনের।

ছীগাহ - ৩৩ غَوَاشٍ (ب) غَاشِيَةٌ এর جمع - جَوَارٍ এর কায়েদার উপর আমল করা হয়েছে।

এই ধরনের ছীগাহর تعليل নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। জ্ঞাতব্যের পরিপূরক হিসাবে এখানে ও কিছু আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। جَوَارٍ এর মত ছীগাহসমূহে الف لام ও اضافت - না হলে حالت رفعى وجرى তে "ى" বর্ণ বিলুপ্ত হয়ে তানভীন এসে যায়। আর حالت نصبى তে "ى" সর্বদা مفتوح হয়ে যায়। যেমন বলা হয় جَاءَتْنِىْ جَوَارٍ - مَرَرْتُ بِجَوَارٍ - اضافت ও لام হলে جر ও رفع এর অবস্থায় "ى" শুধুমাত্র সাকিন হয়ে যায়। যেমন جَاءَتْنِىَ الْجَوَارِىْ ও مَرَرْتُ بِالْجَوَارِىْ এখন একটি প্রশ্ন জাগে। তা এই যে, এটি صيغه منتهى الجموع এর ওজন, যা غير منصرف এর নয়টি سبب এর একটি। তাই এতে সর্বদা তানভীন না আসা উচিত ছিল। আর "ى" কখনও বিলুপ্ত না হওয়ার

---

১. نَبْغِ -আল্লাহ তায়ালার বাণী- ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا" (سورة كهف) (ركوع ٩ ع

প্রয়োজন ছিল। যেমন নাকি اسم تفضيل এর ছীগাহ اَعْلٰى ও اَوْلٰى ইত্যাদির আলিফ منع صرف এর وزن فعل ও وصف পাওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয় নাই। আর তানভীনও আসেনি।

প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সকল اسم। মৌলিকভাবে منصرف সুতরাং প্রত্যেক اسم। মূলতঃ منصرف হিসেবে বের হয়। এ কারণে এখানে অর্থাৎ حالت نصبى -جَوَارٍ- এর মত ছীগাহসমূহ মূলতঃ তানভীন সহকারে নির্গত হয়ে তে "ى" বর্ণটি যেহেতু قاض এর নিয়ম অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, সেহেতু منتهى الجموع এর ওজনে কোন ক্রটির সৃষ্টি হয়নি, সেহেতু غيرمنصرف হয়ে তানভীন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

حالت رفعى وجرى তে "ى" যেহেতু قاض এর কায়দায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেহেতু مفرد ـ جوار এর ওজনে (سَلَامٍ ও كَلَامٍ এর মত) হয়ে وزن منتهي الجموع। বাতিল হয়ে গেল। এখানে منع صرف এর ভিত্তি ইহার উপরই ছিল। তাই কলেমাটি তানভীনসহ منصرف রয়ে গেল এবং- "ى" বিলুপ্ত হওয়ার দিকটা দৃঢ় থাকল। اعلى। ও এরকম ছীগাহসমূহ মূলতঃ তানভীন সহকারে নির্গত হয়েছিল, কিন্তু আলিফ التقاء ساكنين باتنوين। এর কারণে বিলুপ্ত হয়ে সত্ত্বেও سبب منع صرف দূর হয়নি। কেননা এখানে سبب منع صرف দুইটি। একটি হলো "وصف" যাতে কোন প্রকার ক্রটি হয়নি। অপরটি وزن[১] যেটি غير منصرف -এর سبب হওয়ার জন্য শর্ত হলো শুরুতে " اَتَيْنَ" حروف থেকে যে

---

১. وزن فعل ঃ তোমরা নাহুর কিতাবে পড়ে এসেছ যে, غير ـ وزن فعل منصرف এর একটি سبب ـ وزن فعل দুই প্রকার। একটিمختص بالفعل বা فعل এর সাথে খাস। তবে কখনও منقول (পরিবর্তন) হয়ে اسم হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন شمر (على وزن المعروف) ও ضُرِبَ (على وزن المجهول)

আর আরেকটি فعل এর সাথে খাস নয়। পরিবর্তিত (منقول) হওয়া ছাড়াই اسم এর মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন-اَحْمَد ـ يَشْكُرُ ও نَرْجِس ইত্যাদি যখন এইগুলো علم হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারটি سبب مؤثر হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত।

(১) শুরুতে حروف مضارع এর যে কোন একটি حرف হওয়া।

(২) শব্দটির শেষে تائے تانيث যুক্ত না হওয়া। এ দুটি শর্ত পাওয়া গেলে منع صرف ـ وزن فعل এর জন্য مؤثر হবে। যে কোন একটি শর্ত পাওয়া না গেলে সেটি আর مؤثر থাকবে না। প্রথম শর্ত পাওয়া না যাওয়ার উদাহরণ مسجد এটি اضرب ওজনে হয়েছে সত্য। কিন্তু এটির শেষে تائے تانيث যুক্ত হয়। আরবগণ শক্তিশালী উটনীকে ناقة يعلمة বলে থাকেন। অতএব, এটি منصرف = এবার শুন। اعلى। ও اولى। ছীগাহদ্বয় وزن فعل এর দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। ছীগাহদ্বহয়ের মধ্যে উল্লেখিত উভয় শর্ত বিদ্যমান, চাই আলিফ বিলুপ্ত হোক বা না হোক। অতএব এর মধ্যে যে وزن فعل পাওয়া গেল সেটি অবশ্যই مؤثر বলে গণ্য হবে।

কোন একটি হওয়া ও تائے تانیث গ্রহণ না করা। আর এই শর্তটি আলিফ বিলুপ্ত হওয়ার পরেও বাকী থাকে। সুতরাং علت منع صرف এর বাকী থাকাটাই হলো কলেমাটির منع صرف এর কারণ। তাই تنوين বিলুপ্ত করা হয়েছে।

ফুসূলে আকবরী কিতাবের লেখক উল্লেখিত অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্য একটি পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি এই جمع টি قَاضٍ থেকে আলাদা করে তার জন্য অন্য একটি নিয়ম তৈরী করেছেন। তা এই যে, যে সকল فواعل এর "وزن صوری" [১] এর সাথে মিশে যায়। তাতে جمع ناقص . رفع ও جرّ এর অবস্থায় "ی" কে বিলুপ্ত করে تنوين লাগিয়ে দিতে হয়। সুতরাং صاحب فصول اكبرى। এর বর্ণনায় কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। বরং বোঝা অনেকটা হালকা হয়ে যায়। এই কারণে অত্র কিতাবে ঐ ভাবেই নিয়ম লিপিবদ্ধ করেছি।

ছীগাহ-৩৪ فَقَدْ رَأَيْتُمُوْهُ (ب) رَأَيْتُمْ ছীগাহটি فَعَلْتُمْ এর ওজনে। এর শুরুতে قد تحقيق ও فائے تعقيب যুক্ত হয়েছে। শেষে যখন ضمير مفعول যুক্ত হয়েছে, তখন تم এর উপর "و" বর্ধিত করা হয়েছে।

---

১. وزن صورى - অর্থাৎ আলিফের পূর্বে দুটি হরফ مفتوح এবং পরে লাম কালেমার পূর্বে একটি হরফ مكسور- যেমন أَفَاعِلُ ও مَفَاعِلُ ইত্যাদি। শুনে রাখ আরবগণের নিকট শব্দের ওজন তিন প্রকার।

(১) وزن صرفى (২) وزن صورى (৩) وزن عروضى

(ক) وزن صرفى যে وزن- এর موزون به ও موزون - এর মধ্যে তিন জিনিসের সামস্যতা পাওয়া যায়, তাকে وزن صرفى বলে।

প্রথমতঃ হরকত ও সাকিনসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ হরকতের পরিবর্তে হকরত ও সাকিনের পরিবর্তে সাকিন।

দ্বিতীয়তঃ হরকতসমূহের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, অর্থাৎ যবরের পরিবর্তে যবর, যেরের পরিবর্তে যের ও পেশের পরিবর্তে পেশ।

তৃতীয়ত ঃ মূলবর্ণ ও অতিরিক্ত বর্ণের মধ্যকার সামঞ্জস্যমতা। অর্থাৎ আসলের স্থানে আসল ও অতিরিক্তের স্থানে অতিরিক্ত। যেমন- اِفْتَعَلَ ,اِجْتَنَبَ ওজনে - সরফের কিতাবসমূহে কোন প্রকার قيد ছাড়া যখন শুধুমাত্র "وزن" শব্দটি উল্লখ করা হয় তখন এই وزن صرفى ই উদ্দেশ্য হয়।

(খ) وزن صورى- ঐ ওজনকে বলা হয়, যেটির موزون به ও موزون এর মধ্যে প্রথম দুইটি সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়, তৃতীয়টি নয়। যেমন "اَكَابِر।" এটি وزن صورى হিসেবে مفاعل ও افاعل উভয় ওজনে। অথচ وزن صرفى হিসেবে এটি কেবলমাত্র افاعل ওজনে।

(গ) وزن عروضى- ঐ ওজনকে বলা হয়, যেটির موزون به ও موزون এর মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম সামঞ্জস্যটি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি নয়। যেমন, مَسَاجِدُ اَكَابِر ও قَوَاعِل ==

একটি নিয়ম ঃ

কায়েদা আছে; كُمْ ، تُمْ ও هُمْ এর পরে যখন কোন ضمير যুক্ত হয়, তখন মীম বর্ণের সাথে একটি "و" যুক্ত করতে হয়। আর "م" বর্ণটি পেশযুক্ত হয়। যেমন أَكَلْتُمُوهَا - أَكْرَهْتُمُونِي قَتَلْتُمُوهُمْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

শুধু তাই নয় কখনও কখনও واحد مؤنث حاضر ছীগাহর تاء مكسوره এর সাথে কোন ضمير যুক্ত হলে তার সাথে একটি يائے ساكنه বর্ধিত হয়ে যায়। যেমন- একটি يائے ساكنه বর্ধিত হয়ে যায়। যেমন ছহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনে মাসউদ রাযি-এর বর্ণনা আছে।

لَوْ قَرَأْتِيهِ لَوَجَدْتِيهِ [১]

ছীগাহ – ৩৫ أَنُلْزِمُكُمُوهَا (ب) نُلْزِمُ نُكْرِمُ ছীগাহটি ওজনে। শুরুতে همزه استفهام ও শেষে مفعول এর ضمير كُمْ অতঃপর مفعول ثاني এর ضمير -

---

=وزن عروضى (بفتح اؤل) مَفَاعِلُ ও أَفَاعِلُ হিসেবে এ সব কয়টি যেমনিভাবে ওজনে ঠিক তদ্রুপ فواعل ও مُفاعل (بضم اول) ওজনে ও। অথচ وزن صورى হিসেবে কোনটিই (بضم اول) مفاعل - এর ওজনে নয়। বরং مفاعل(بفتح اول) فواعل ও افاعل - এর ওজনে।

আর وزن صرفى হিসেবে প্রত্যেকটি শব্দের আলাদা আলাদা ওজন। أَكَابِرُ শব্দটি افاعل -এর ওজনে, مَسَاجِدُ শব্দটি مَفَاعِلُ আর قَوَاعِدُ শব্দটি فَوَاعِلُ ও فَوَاعِلُ - এর ওজনে।

আরেকটি উদাহরণ– طعام ـ ادام ـ زكام ـ رغيف ও صبور

وزن عروضى ও وزن صورى ও صرفى হিসেবে সব কয়টি فعول - এর ওজনে। আর হিসেবে طعام শব্দটি فعال (بكسر اول) -এর ওজনে। ادام শব্দটি فعال (بفتح اول) ওজনে। زكام শব্দটি فعال (بضم اؤل) -এর ওজনে, رغيف শব্দটি فعيل - এর ওজনে, ও صبور শব্দটি فعول (بفتح اول) - এর ওজনে। كذا فى نوادر الوصول

---

১. لوقرأتيه ঃ এ ছীগাহটি একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ঐ সকল মহিলাদের উপর লা'নত করেন, যারা নিজেদের চুলের সাথে অন্যের চুল মিশ্রিত করে বেঁধে রাখে অথবা অন্যের দ্বারা এই ধরনের কাজ করায়। এতদ শ্রবণে এক মহিলা বলল, আমি কুরআন পাঠ করেছি, কিন্তু এই প্রকার কথা তাতে পাইনি। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছিলেন لَوْ قَرَأْتِيهِ لَوَجَدْتِيهِ অর্থাৎ যদি তুমি কুরআন পড়তে, তাহলে তুমি পেয়ে যেতে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি অত্র আয়াত পাঠ করবেন।

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ـ

অতএব, যখন রাসুল ﷺ এই ধরনের মহিলাদের উপর লা'নত করেন তখন কুরআনে পাকে লা'নত হওয়া লাযেম।

"هَا" যুক্ত হওয়ার কারণে একটি "و" বর্ধিত হয়ে মীমটি পেশযুক্ত হয়েছে। ফলে أَنُلْزِمُكُمُوهَا হয়ে গেল।

ছীগাহ –৩৬ أَنْ سَيَكُوْنُ (ب) يَكُوْنُ ছীগাহটি يَقُوْلُ এর মত। এখানে نصب না হওয়া জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এর সমাধান এই যে, এখানে ان বর্ণটি ناصبه নয়। বরং ان مشبه بالفعل এর مخفف এই ধরণের ان علم ও ظن এর পরে আসে বটে, কিন্তু نصب দেয় না।

ছীগাহ –৩৭ مُتْنَا (ب) خِفْنَا এর মত جمع متكلم এর ছীগাহ। এই ছীগাহটিতে জটিলতার কারণ এই যে, কুরআন শরীফে এর مضارع - এর আইন কালেমায় পেশযুক্ত হয়েছে। যেমন يَمُوْتُوْنَ ও يَمُوْتُ সুতরাং উচিত ছিল এই যে, ছীগাহটি نَصَرَ يَنْصُرُ বাব থেকে হউক এবং قُلْنَا এর মত مُتْنَا হোক। এমটি হলো না কেন?

এর উত্তর এই যে, তফসীরবিদগণ লিখেছেন باب سَمِعَ থেকে خَافَ يَخَافُ এর মত مَاتَ يَمَاتُ ও ব্যবহৃত হয়। আবার نَصَرَ থেকে ও আসে। যেমন مَاتَ نَصَرَ يَنْصُرُ ـ مضارع এবং سَمِعَ يَسْمَعُ ـ ماضى - কুরআনে يَمُوْتُ - থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

ছীগাহ – ৩৮ فَانْبَجَسَتْ (ب) فَمَبَجَسَتْ এর মত اِنْفَطَرَتْ ছিল। واحد مؤنث غائب ماضى معروف এর ছীগাহ। হামযা মাঝখানে আসার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। নূন মূলতঃ সাকিন ছিল। উহার পর "ب" হওয়ার কারণে "م" দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। একারণে ছীগাহটিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

ছীগাহ ঃ ৩৯ اَلدَّاعِ (ب) اسم فاعل ـ صيغه - মূলতঃ ছিল اَلدَّاعِىْ - اسم এর শেষে "ى" কখনও কখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়। معرف باللام ى এই নিয়ম অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়েছে।

ছীগাহ–৪০ اَلْجَوَارِ (ب) মূলতঃ ছিল اَلْجَوَارِىْ উপরে উল্লেখিত কায়দায় "ى" বর্ণটি বিলুপ্ত হয়েছে।

ছীগাহ–৪১ اَلتَّنَادِ (ب) এটি باب تفاعل - এর মাসদার। মূলতঃ ছিল اَلتَّنَادُىْ - অতি পরিচিত একটি নিয়মানুসারে "د" বর্ণের পেশ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে "ى" সাকিন হয়ে গেল। অতঃপর ইতিপূর্বে উল্লেখিত নিয়মানুসারে "ى" বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ছীগাহ–৪২ دَسّٰهَا (ب) এটি ছিল دَسّٰى যার মূল রূপ دَسَّسَ تضعيف -এর শেষ বর্ণটি حرف علت দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অধিকাংশ আরবগণ এরূপ করে থাকেন।

ছীগাহ-৪৩ فَظَلْتُمْ (ب) এটি باب سَمِعَ থেকে جمع مذكر حاضر ماضى معروف مضاعف এর ছীগাহ। মূলতঃ ছিল فَظَلَلْتُمْ আরবদের নিয়ম আছে যে, تضعيف এর দুই হরফের মধ্যে কখনও কখনও একটিকে ফেলে দেওয়া হয়। একারণে প্রথম "ل" টি বিলুপ্ত করা হয়েছে। আবার কখনও "ل" এর হরকত ظ কে দিয়ে فَظِلْتُمْ বলা হয়। ظ এ কাছরা দিয়ে فَظَلْتُمْ ও বলা যায়।

ছীগাহ-৪৪ قَرْنَ (ب) কতিপয় তাফসীরকারকদের মতে এটি মূলতঃ اِقْرَرْنَ ছিল। উল্লেখিত নিয়মানুসারে প্রথম "ر" এর হরকত তার পূর্বে দিয়ে সেটিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর همزه وصل এর প্রয়োজনীয়তা না থাকার কারণে সেটিও বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে قَرْنَ হয়ে গেল।

তাফছীরে বায়যাভীতে এর আরেকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, قَارَ يَقَارُ (خَافَ يَخَافُ এর মত) থেকে خِفْنَ এর মত قِرْنَ হয়ে গেল। আর এর অর্থ قَرَارٌ ধাতুর নিকটবর্তী।

ছীগাহ- ৪৫ حُجُرَاتٌ (ب) حُجْرَةٌ এর واحد جمع এর আইন কালেমা جيم সাকিন। جمع এর মধ্যে ج বর্ণে পেশ এই কায়দায় দেওয়া হয়েছে যে, فُعْلٌ ও তাঁর مؤنث فُعْلَةٌ (بالضم) এর আইন কালেমা الف ও تاء দ্বারা جمع হওয়ার সময় পেশযুক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় যবর দেওয়াও জায়েয আছে।

جمع ওজনের كسرة যেমন فِعْلَةٌ ও مؤنث এর " فِعْلٌ بالكسر এর মধ্যে আইন কালেমাতে যের দেওয়া হয়। আবার কখনও যবর দেওয়া হয়।

আর تَمْرَةٌ ও এ রকম শব্দসমূহের جمع তে "ع" কালেমায় যবর দেওয়া হয়। যেমন, تَمَرَاتٌ এই নিয়ম বর্ণনা করার জন্যই حُجُرَاتٌ ছীগাহটি লেখা হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পুস্তিকাটি সমপ্ত হলো। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে পুস্তিকাটিতে এমন কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে যেগুলি প্রাথমিক ও

চূড়ান্ত পর্যায়ের সকল ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বিশেষ করে افادات ও خاتمه তে এমন কতগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে যেগুলি অধিকাংশ সরফের কিতাবে নেই। অথচ সেগুলি জানার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

কিতাবের নাম علم الصيغه রাখার কারণ ঃ

প্রথম কারণঃ যেহেতু সরফের জ্ঞান অর্জনের মুল উদ্দেশ্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। আর পরিশিষ্ট কুরআন কারীমের এমন কতগুলি صيغه উল্লেখিত যেগুলির অধিকাংশ তাফসীরের কিতাব মুতায়ালা ব্যতীত অর্জন করা কষ্টসাধ্য, তাই কিতাবটির নামকরণ করা হয়েছে। "علم الصيغه"

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুস্তিকাটি ১২৭৬ হিজরীতে পরিপূর্ণতায় পৌছেছে। আরعلم الصيغه শব্দের حروف تهجى এর সমসষ্টিগত সংখ্যা ১২৭৬। তাই এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সমাপ্ত